HSC
একাডেমিক কোর্স

যুক্তিবিদ্যা ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৩ – যুক্তির উপাদান

টপিক – ০১ পদ ও বাক্য

টপিক

আলোচিত বিষয়বস্তু

টপিক ০১: পদ ও বাক্য
টপিক ০২: পদ ও শব্দ
টপিক ০৩: শব্দের শ্রেণিবিভাগ
টপিক ০৪: পদের ব্যক্ত্যর্থ ও জাত্যর্থ
টপিক ০৫: পদের প্রকারভেদ
টপিক ০৬: বাক্য ও যুক্তিবাক্য, অবধারণ ও যুক্তিবাক্য
টপিক ০৭: যুক্তিবাক্যের গঠন
টপিক ০৮: বাক্যের শ্রেণিবিভাগ
টপিক ০৯: বাক্যকে যুক্তিবাক্যে রূপান্তর
টপিক ১০: পদের ব্যাপ্তি
টপিক ১১: যুক্তিবিধ্যার বিরোধিতা
টপিক ১২: বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

আলোচিত বিষয়বস্তু

টপিক ১৩: সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

টপিক ০১: পদ ও বাক্য

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

পদ ও বাক্য

পদের অর্থ

পদের ইংরেজি প্রতিশব্দ হচ্ছে Term; Term কথাটি ল্যাটিন Terminus শব্দ থেকে এসেছে যার অর্থ প্রান্ত বা সীমা। একটি যুক্তিবাক্যের এক প্রান্তে থাকে উদ্দেশ্য এবং অপর প্রান্তে থাকে বিধেয়। সুতরাং উৎপত্তিগত অর্থ বিচার করলে বলতে হয় একটি যুক্তিবাক্যের প্রান্তদ্বয়ই হচ্ছে পদ। কিন্তু যুক্তিবিদ্যায় পদ বলতে বুঝায় যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য অথবা বিধেয় হিসেবে ব্যবহৃত বা ব্যবহারযোগ্য শব্দ বা শব্দসমষ্টি।

পদ ও বাক্য

পদের সংজ্ঞা ও উদাহরণ

যে শব্দ বা শব্দ সমষ্টি কোন যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য অথবা বিধেয় হিসেবে ব্যবহৃত হয় বা ব্যবহারের উপযুক্ত হয় সে শব্দ বা শব্দ-সমষ্টিকে পদ বলে।

পদ হচ্ছে কোন সময় একটি শব্দ, আবার কোন সময় কয়েকটি শব্দের সমষ্টি। যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য বা বিধেয়রূপে ব্যবহৃত হবার মত শব্দ বা শব্দ সমষ্টিই পদ নামে পরিচিত। যেমন- 'গরু হয় চতুষ্পদ'। এই যুক্তিবাক্যে 'গরু' শব্দটি উদ্দেশ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং এটি একটি পদ। আর 'চতুষ্পদ' শব্দটি বিধেয় হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং এটিও একটি পদ। আবার, 'আমার ছোট ভাই হয় মেধাবী ছাত্র।' এই যুক্তিবাক্যে উদ্দেশ্য অংশে ব্যবহৃত শব্দত্রয় 'আমার ছোট ভাই' সমষ্টিগতভাবে একটি পদ আর বিধেয় অংশে ব্যবহৃত শব্দদ্বয় 'মেধাবী ছাত্র' সমষ্টিগতভাবে আর একটি পদ।

এবার পদ সম্পর্কে কয়েকজন যুক্তিবিদের বক্তব্য তুলে ধরা যাক। ল্যাটা ও ম্যাকবেথ বলেন, "একটি পদ হল একটি যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য বা বিধেয়, যুক্তিবাক্যে যার সম্পর্কে কিছু বলা হয় এবং যা কিছু বলা হয় তার জন্য এই পদ ব্যবহৃত হয়।

পদ ও বাক্য

পদের সংজ্ঞা ও উদাহরণ

যুক্তিবিদ মেলোন বলেন, “একটি পদ হল একটি শব্দ বা কতকগুলো শব্দের সমষ্টি যা একটি যৌক্তিক বাক্যের একটি উপাদান গঠনে সক্ষম।”

যুক্তিবিদ শাস্ত্রী বলেন, “একটি যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য বা বিধেয় হিসেবে যা কিছু চিন্তা করা যায় তাকেই পদ বলে সংজ্ঞায়িত করা যায়।"

যুক্তিবিদ পি, কে, রায় বলেন, “পদ হল একটি যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য বা বিধেয়, অর্থাৎ একটি বাক্যে বা যুক্তিবাক্যে যার সম্পর্কে কিছু বলা হয় অথবা যা কিছু বলা হয় তাই পদ।”

পদের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় যে, একটি পদ সব সময়ই চিন্তার একটি বিষয়। কিন্তু এই বিষয়কে যে-বাস্তবে অস্তিত্বশীল হতে হবে এমন কোন কথা নেই। প্রতিটি পদই কোন না কোন বাস্তব বা কাল্পনিক বস্তু বা গুণের প্রতিনিধিত্ব করে। প্রতিটি পদই কোন একটি ধারণার প্রতিরূপ। একটি পদ কোন বিশিষ্ট ধারণার প্রতিরূপ হতে পারে যেমন- 'বাংলাদেশ'। আবার কোন সাধারণ ধারণার প্রতিরূপ হতে পারে, যেমন-'মানুষ'। 'কাজেই দেখা যায় যে, একটি পদের একদিকে যেমন ধারণার দিক আছে; অন্যদিকে তেমন অস্তিত্বের দিক আছে। অর্থাৎ "একটি পদের মধ্যে আত্মগত ও বস্তুগত উভয় দিকই বর্তমান।”

পদ ও বাক্য

পদের সংজ্ঞা ও উদাহরণ

ব্যাপক অর্থে পদ : কোন কোন যুক্তিবিদ 'পদ' কথাটিকে একটু ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করেন। তাঁদের মতে, কোন যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য বা বিধেয়রূপে ব্যবহারযোগ্য শব্দ বা শব্দ সমষ্টিকেই পদ বলে। যেমন-মানুষ কাক, দ্বিপদ, কালো ইত্যাদি শব্দগুলো কোন যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য বা বিধেয়রূপে ব্যবহারের উপযুক্ত। কাজেই এরা প্রত্যেকেই পদ।

পদ ও বাক্য

পদের সংজ্ঞা ও উদাহরণ

সংকীর্ণ অর্থে পদ : কেউ কেউ পদ কথাটিকে খুব সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহার করেছেন। তাঁদের মতে, কোন যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য বা বিধেয়রূপে প্রকৃতই ব্যবহৃত হয়েছে শুধু এরূপ শব্দ বা শব্দ সমষ্টিকে পদ বলে। যেমন-আজিজ হয় চতুর। এই যুক্তিবাক্যে উদ্দেশ্যরূপে ব্যবহৃত 'আজিজ' শব্দটি একটি পদ এবং বিধেয়রূপে ব্যবহৃত 'চতুর' শব্দটিও একটি পদ। প্রথম মত অনুসারে যুক্তিবাক্যে ব্যবহৃত না হলেও একটি শব্দকে পদ বলা চলে। কিন্তু পরের মত অনুসারে যুক্তিবাক্যে ব্যবহৃত না হওয়া পর্যন্ত একটি শব্দকে পদ বলা চলে না।

উপরিউক্ত দু'টি মত বিশ্লেষণ করে আমরা বলতে পারি, যে শব্দ বা শব্দ সমষ্টি যাধীনভাবে কোন যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য বা বিধেয়রূপে ব্যবহৃত হয় বা হতে পারে তাকে পদ বলে।

পদ ও বাক্য

পদ ও বাক্য

কয়েকটি শব্দ একত্র মিলিত হয়ে একটি মনের ভাব প্রকাশ করলে অথবা একটি সম্পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করলে এই মিলিত রূপকে আমরা বাক্য বলি। তাহলে একটি বাক্য হচ্ছে কয়েকটি শব্দের সমষ্টি। অর্থাৎ কয়েকটি শব্দ মিলে একটি বাক্য গঠন করে। যেমন, নাসিমার গান শুনতে খুবই সুমিষ্ট লাগে। এটি একটি বাক্য। এটি একটি মনের ভাব প্রকাশ করছে এবং এর মাধ্যমে একটি সম্পূর্ণ অর্থ প্রকাশিত হচ্ছে। এ বাক্যটি ছয়টি শব্দ দ্বারা গঠিত। কিন্তু এদের কোনোটিই পদ নয়। কারণ এরা কোনো যুক্তিবাক্যের অংশ নয় এবং আলোচ্য বাক্যটিও যুক্তিবাক্যের আকারে প্রকাশিত নয়। একটি সাধারণ বাক্য যখন যুক্তিবাক্যের আকারে প্রকাশিত হয়, তখন তার অংশ বিশেষ পদ রূপে গণ্য হয়। নাসিমা হয় সুমিষ্ট গায়িকা, অথবা নাসিমার গান হয় খুবই সুমিষ্ট। এ দুটি বাক্যই যুক্তিবাক্যের রূপে প্রকাশিত। কাজেই প্রথম বাক্যের উদ্দেশ্য 'নাসিমা' এবং বিধেয় 'সুমিষ্ট গায়িকা'। আবার দ্বিতীয় বাক্যের উদ্দেশ্য 'নাসিমার গান' এবং বিধেয় 'খুবই সুমিষ্ট' এরা সবাই এক একটি পদ।

পদ ও বাক্য

সুতরাং বলা যায় একটি পদ হলো একটি বাক্যের অংশ যদি সে বাক্যটি যুক্তিবাক্যের আকারে প্রকাশিত থাকে। একইভাবে একটি বাক্যকে যুক্তিবাক্যে রূপান্তর করার পরই তার উদ্দেশ্য ও বিধেয় অংশ পদ রূপে পরিচিতি লাভকরে। আমরা সাধারণত বাক্য ও যুক্তিবাক্যকে একই অর্থে ব্যবহার করি। মনে রাখতে হবে ব্যাকরণের সব বাক্যই যুক্তিবিদ্যায় যুক্তিবাক্যের পর্যায়ে পড়ে না। কাজেই পদ ও বাক্যের মধ্যে সম্পর্কে নির্ণয়ে এ বিষয়ে সতর্ক থাকা প্রয়োজন।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

যুক্তিবিদ্যা ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৩ – যুক্তির উপাদান

টপিক – ০২ পদ ও শব্দ

টপিক ০২: পদ ও শব্দ

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

পদ ও শব্দ

শব্দ হচ্ছে একটি অক্ষর বা কয়েকটি অক্ষরের সমষ্টি যা কোন একটি অর্থ প্রকাশ করে। আর পদ হচ্ছে একটি শব্দ বা কয়েকটি শব্দের সমষ্টি যা কোন একটি যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য বা বিধেয় হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। প্রতিটি পদই একটি শব্দ বা শব্দসমষ্টি। কিন্তু প্রতিটি শব্দই পদ নয়। কারণ, প্রতিটি শব্দই যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য বা বিধেয় রূপে ব্যবহৃত হতে পারে না। শব্দকে পদ হতে হলে কোন যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য বা বিধেয়রূপে ব্যবহৃত হবার যোগ্য হতে হবে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, সকল পদই শব্দ কিন্তু সকল শব্দই পদ নয়।

শব্দ ও পদের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়কল্পে যুক্তিবিদগণ শব্দকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন। যথা- পদযোগ্য শব্দ, সহ-পদযোগ্য শব্দ এবং পদ-অযোগ্য শব্দ।

যে শব্দ অন্য শব্দের সাহায্য ছাড়া নিজে নিজেই কোন যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য অথবা বিধেয়রূপে ব্যবহৃত হতে পারে তাকে পদযোগ্য শব্দ বলে। যেমন-মানুষ, সোনা, সাদা, মূল্যবান ইত্যাদি শব্দ। এরা প্রত্যেকেই নিজে নিজে কোন যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য অথবা বিধেয় হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। 'সোনা হয় মূল্যবান'- এই যুক্তিবাক্যে 'সোনা' শব্দটি একা একাই উদ্দেশ্যরূপে এবং 'মূল্যবান' শব্দটি একা একাই বিধেয়রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। কাজেই এরা উভয়েই পদযোগ্য শব্দ।

পদ ও শব্দ

যে শব্দ নিজে নিজে কোন যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য বা বিধেয় হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে না, কিন্তু অন্য কোন পদযোগ্য শব্দের সাথে যুক্ত হয়ে যুক্তিবাক্যে ব্যবহৃত হতে পারে তাকে সহ-পদযোগ্য শব্দ বলে। যেমন-এই, ঐ, এবং, ও, অথবা, যদি, ইত্যাদি শব্দ। এরা কেবল অন্য কোন শব্দের সাথে যুক্ত হয়েই যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য বা বিধেয়রূপে ব্যবহৃত হতে পারে। 'ঐ লোকটি হয় খুব বুদ্ধিমান'- এই যুক্তিবাক্যে 'ঐ' এবং 'খুব' শব্দদ্বয় যথাক্রমে 'লোকটি' এবং 'বুদ্ধিমান' শব্দের সাথে যুক্ত হয়ে ব্যবহৃত হয়েছে। এদের একা একা ব্যবহৃত হবার যোগ্যতা নেই। কাজেই এরা উভয়েই সহ-পদযোগ্য শব্দ।

যে শব্দ কখনই কোন যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য রা বিধেয়রূপে ব্যবহৃত হতে পারে না তাকে পদ-অযোগ্য শব্দ বলে। যেমন-হায়, আহা, মরিমরি, ইত্যাদি শব্দ। এরা নিজে নিজেতো পারেই না, অন্য কোন শব্দের সাথে যুক্ত হয়েও যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য বা বিধেয়রূপে ব্যবহৃত হতে পারে না। অর্থাৎ এরা কোন অবস্থাতেই উদ্দেশ্য বা বিধেয়ের মধ্যে স্থান পায় না। ওহ্, ফুলটি হয় সুন্দর। এক্ষেত্রে 'ওহ' শব্দটি উদ্দেশ্য বা বিধেয়ের মধ্যে ব্যবহৃত না হয়ে তাদের বাইরে পৃথকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। কাজেই এটি একটি পদ-অযোগ্য শব্দ।

পদ ও শব্দ

শব্দের উপরোক্ত শ্রেণীবিন্যাস থেকে প্রতীয়মান হয় যে, শুধুমাত্র পদ। সহ-পদযোগ্য শব্দগুলো নিজেরা পদ নয় কিন্তু অন্য কোন পদের সাহায্য নিয়ে পদের মধ্যে স্থান পেতে পারে। আর পদ-অযোগ্য শব্দগুলো আদৌ কোন পদ নয়। কারণ তারা কোন যুক্তিবাক্যে ব্যবহৃত হতে পারে না। সুতরাং শব্দ ও পদের মধ্যে নিম্নের পার্থক্যগুলো লক্ষ্য করা যায়:

(ক) একটি শব্দ এক বা একাধিক অক্ষর দ্বারা গঠিত। কিন্তু একটি পদ এক বা একাধিক শব্দ দ্বারা গঠিত।

(খ) সকল শব্দই পদ নয়। কিন্তু সকল পদই শব্দ।

(গ) একটি যুক্তিবাক্যে মাত্র দু'টি পদ থাকে। কিন্তু বাক্যে শব্দের সংখ্যা দুই থেকে অনেক বেশি হতে পারে।

(ঘ) যুক্তিবিদ্যায় শব্দকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। যথা-পদযোগ্য, সহ-পদযোগ্য ও পদ-নিরপেক্ষ শব্দ। এই তিন প্রকার শব্দের মধ্যে কেবল পদযোগ্য শব্দগুলোই পদ সহ-পদযোগ্য শব্দ ও পদ-নিরপেক্ষ শব্দ পদের অন্তর্ভুক্ত নয়।

(ঙ) একটি শব্দের একাধিক অর্থ থাকতে পারে। কিন্তু যুক্তিবাক্যে ব্যবহৃত একটি পদ মাত্র একটি অর্থই নির্দেশ করে।

(চ) শব্দ দ্বারা আমাদের মনের চিন্তা, অনুভূতি, ইচ্ছা ইত্যাদি প্রকাশিত হয়। কিন্তু পদ দ্বারা কেবল চিন্তা প্রকাশিত হয়; অনুভূতি, ইচ্ছা প্রকাশিত হয় না।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

যুক্তিবিদ্যা ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৩ – যুক্তির উপাদান

টপিক – ০৩ শব্দের শ্রেণিবিভাগ

টপিক ০৩: শব্দের শ্রেণিবিভাগ

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

শব্দের শ্রেণিবিভাগ

যুক্তিবিদ্যায় শব্দ ও পদের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করার জন্য যুক্তিবিদগণ শব্দসমূহকে তিনভাগে ভাগ করেছেন; যথা- পদযোগ্য শব্দ, সহ-পদযোগ্য শব্দ ও পদ-অযোগ্য শব্দ। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, বাংলা ব্যাকরণে শব্দ সমূহকে বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, ক্রিয়া ও অব্যয় এই পাঁচ ভাগে ভাগ করা হয়। আর ইংরেজি ব্যাকরণে তাদেরকে Noun, Pronoun, Adjective, Verb, Adverb, Preposition, Conjunction ও Interjection-এই আট ভাগে ভাগ করা হয়। কিন্তু যুক্তিবিদ্যায় শব্দকে শুধুমাত্র তিনভাগে ভাগ করা হয়। এখন দেখা যাক ব্যাকরণিক বিভাগকে কিভাবে যৌক্তিক বিভাগের সাথে খাপ খাওয়ানো যায়।

শব্দের শ্রেণিবিভাগ

১। পদযোগ্য শব্দ (Categorematic Word) :

"যে শব্দ অন্য কোন শব্দের সাহায্য ছাড়া নিজে নিজেই কোন যুক্তি বাক্যের উদ্দেশ্য বা বিধেয়রূপে ব্যবহৃত হতে পারে তাকে পদযোগ্য শব্দ বলে।"পদযোগ্য শব্দগুলো একা একাই কোন যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য বা বিধেয়রূপে ব্যবহৃত হয়। যেমন-কলম, চিনি, সাদা, মিষ্টি ইত্যাদি। "চিনি হয় মিষ্টি" এই যুক্তিবাক্যে 'চিনি' শব্দটি একা একাই উদ্দেশ্য রূপে এবং 'মিষ্টি' শব্দটি একা একাই বিধেয়রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। এরা উদ্দেশ্য বা বিধেয়রূপে ব্যবহৃত হবার জন্যে অন্য কোন শব্দের সাহায্য গ্রহণ করেনি। সুতরাং এরা উভয়েই পদযোগ্য শব্দ। এখানে উল্লেখ্য যে, শুধুমাত্র পদযোগ্য শব্দই পদরূপে বিবেচিত। আর ব্যাকরণ সম্মত শব্দের মধ্যে ইংরেজি Nouns, Pronouns (Relative Pronoun ছাড়া), Adjectives, Participles. ইত্যাদি পদযোগ্য শব্দ রূপে ব্যবহৃত হয়।

শব্দের শ্রেণিবিভাগ

২। সহ-পদযোগ্য শব্দ (Syn-Categoreinatic Word) :

“যে শব্দ নিজে নিজে কোন যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য বা বিধেয় হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে না কিন্তু পদযোগ্য শব্দের সাথে সংযুক্ত হয়ে পদ গঠন করতে পারে তাকে সহ-পদযোগ্য শব্দ বলে।”

সহ-পদযোগ্য শব্দগুলো একা একা না হলেও পদযোগ্য শব্দের সাথে মিলিত হয়ে কোন যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য বা বিধেয়ের মধ্যে স্থান করে নিতে পারে। যেমন-এবং, যদি, তাহলে, টি, টা, একটি, খুব ইত্যাদি। “একটি ছাত্র হয় খুব মেধাবী” এই যুক্তিবাক্যে "একটি” ও “খুব” শব্দ দু'টির একা একা কোন যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য বা বিধেয়রূপে ব্যবহৃত হবার যোগ্যতা নেই। কিন্তু শব্দ দু'টি যথাক্রমে “ছাত্র” ও “মেধাবী” শব্দের সাথে সংযুক্ত হয়ে যুক্তিবাক্যে স্থান করে নিয়েছে। সুতরাং “একটি” ও “খুব” উভয়েই সহ-পদযোগ্য শব্দ। সহ-পদযোগ্য শব্দগুলো নিজেরা পদ নয় কিন্তু তারা পদের অংশবিশেষ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।কাচ চূর্ণীনা "তীনি" শুরু। চানাক ইন্তেক চাগুলার। অপার্যায়ে

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, যুক্তিবিদ কার্ডেথ রীড-এর মতে, “পদযোগ্য ও সহ-পদযোগ্য শব্দের মধ্যে প্রকৃত পার্থক্য নির্ভর করে তাদের ব্যবহারের উপর। একই শব্দকে একটি যুক্তিবাক্যে পদযোগ্য রূপে এবং অন্য যুক্তিবাক্যে সহ-পদযোগ্য রূপে ব্যবহার করা যায়।” যেমন- 'রফিক হয় ভাল'- এই বাক্যে 'ভাল' শব্দটি পদযোগ্য। কিন্তু 'শফিক হয় ভাল ছাত্র-' এই বাক্যে ভাল শব্দটি সহ-পদযোগ্য।

শব্দের শ্রেণিবিভাগ

৩। পদ-অযোগ্য বা পদ-নিরপেক্ষ শব্দ (Acategorematic Word) :

"যে শব্দ কখনই কোন যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য বা বিধেয়রূপে ব্যবহৃত হতে পারে না তাকে পদ-অযোগ্য শব্দ বলে।" পদ-অযোগ্য শব্দগুলো পদরূপে ব্যবহৃত হবার অযোগ্য। এরা কোন অবস্থাতেই যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য বা বিধেয়রূপে ব্যবহৃত হতে পারে না। যেমন-হায়, আহা, ওহ, মরিমরি ইত্যাদি পদ-অযোগ্য শব্দ। উদাহরণস্বরূপ- হায়, আমি হই গরিব। এখানে "হায়" শব্দটিকে "আমি হই গরিব" এই যুক্তিবাক্য থেকে বিচ্ছিন্ন করে ব্যবহার করা হয়েছে। সুতরাং "হায়" শব্দটি একটি পদ-অযোগ্য শব্দ। পদ-অযোগ্য শব্দ আদৌ কোন পদ নয় কারণ যুক্তিবাক্যে তাদের স্থান নেই। এরূপ শব্দ সব সময়ই যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য বা বিধেয় হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ার অযোগ্য। ব্যাকরণের শব্দসমূহের মধ্যে বিস্ময়সূচক শব্দ (Interjections) পদ-অযোগ্য শব্দরূপে গণ্য।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

যুক্তিবিদ্যা ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৩ – যুক্তির উপাদান

টপিক – ০৪ পদের ব্যক্ত্যর্থ ও জাত্যর্থ

টপিক ০৪: পদের ব্যক্ত্যর্থ ও জাত্যর্থ

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

পদের ব্যক্ত্যর্থ ও জাত্যর্থ

পদের মধ্যে দু'টি ভিন্ন দিকের নির্দেশ পাওয়া যায়। একটি হলো পদের সংখ্যার দিক এবং অপরটি হলো তার অপরিহার্য গুণের দিক যা বিষয়টির আসল পরিচিতি বহন করে। কোন পদকে ব্যবহার করার সময় আমরা প্রথমে চিন্তা করি কোন কোন বস্তুর উপর পদটি প্রযোজ্য এবং পরে চিন্তা করি পদটি যে সমস্ত বস্তুর উপর আরোপিত তাদের সকলের মধ্যে কি কি অনিবার্য গুণ বর্তমান। পদের এই সংখ্যার দিককে বলে ব্যক্ত্যর্থ, আর গুণের দিককে বলে জাত্যর্থ।

পদের ব্যক্ত্যর্থ ও জাত্যর্থ

(ক) পদের ব্যক্ত্যর্থঃ

কোন পদ একই অর্থে যে বস্তু বা বস্তুসমূহের উপর আরোপিত হয় সে বস্তু বা বস্তুসমূহকে ঐ পদের ব্যক্ত্যর্থ বলে।

যুক্তিবিদ পি, কে, রায় বলেন, "একটি পদের ব্যক্ত্যর্থ গঠিত হয় ঐ সমস্ত ব্যক্তি বা বস্তু দ্বারা যাদের উপর একই অর্থে পদটি প্রযোজ্য।" অর্থাৎ একটি পদের ব্যক্ত্যর্থ হচ্ছে ঐ পদ কর্তৃক আরোপিত বস্তু বা বস্তুসমূহের সমষ্টি। ব্যক্ত্যর্থ হলো পদের সংখ্যার দিক। ব্যবহারের সময় একটি পদ যে সমস্ত ব্যক্তি বা বস্তুকে ইঙ্গিত করে, অর্থাৎ যাদেরকে ঐ একই নামে আখ্যায়িত করা যায় তারাই রচনা করে ঐ পদের ব্যক্ত্যর্থ। ব্যক্ত্যর্থ কোন কোন সময় গণনার যোগ্য, আবার কোন কোন সময় অগণিত। উদাহরণস্বরূপ-"মানুষ" পদের ব্যক্ত্যর্থ হচ্ছে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সেই সমস্ত জীব যারা মানুষ নামে পরিচিত, অর্থাৎ "দুনিয়ার সকল মানুষ" যাদের উপর "মানুষ" পদটি আরোপিত। মানুষের ব্যক্ত্যর্থ অগণিত। তদ্রুপ, "মিষ্টি" পদটির ব্যক্ত্যর্থ হচ্ছে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সকল মিষ্টি জিনিস এবং "সাদা" পদটির ব্যক্ত্যর্থ হচ্ছে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সকল সাদা জিনিস।

কোন কোন যুক্তিবিদ ব্যক্ত্যর্থ বা Denotation কথাটির প্রতিশব্দরূপে বিস্তৃতি (Extension), প্রশস্ততা (Breadth), পরিধি (Domain), ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করেছেন।

পদের ব্যক্ত্যর্থ ও জাত্যর্থ

(খ) পদের জাত্যর্থ:

কোন পদ যে সাধারণ ও আবশ্যিক গুণ বা গুণ সমষ্টিকে নির্দেশ করে সেই গুণ বা গুণ সমষ্টিকে ঐ পদের জাত্যর্থ বলে।

যুক্তিবিদ পি, কে, রায় বলেন, " একটি পদের জাত্যর্থ গঠিত হয় ঐ গুণ বা ঐসব গুণের সমষ্টি দ্বারা যা পদটি দ্বারা নির্দেশিত হয় এবং যা ঐ পদের অন্তর্গত প্রতিটি ব্যক্তিবিশেষের মধ্যে বর্তমান থাকে।" অর্থাৎ একটি পদের জাত্যর্থ হচ্ছে ঐ পদ কর্তৃক নির্দেশিত অনিবার্য গুণ বা গুণসমষ্টি। জাত্যর্থ হলো পদের গুণের দিক। বস্তুর মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের গুণ থাকতে পারে। কিন্তু জাত্যর্থ বলতে সেই গুণ বা গুণসমূহকে বোঝায় যা একই শ্রেণীর সকলের মধ্যেই বিদ্যমান এবং যা অর্থের দিক দিয়েও গুরুত্বপূর্ণ।

উদাহরণস্বরূপ,-"মানুষ" পদটির জাত্যর্থ হচ্ছে মানুষের সাধারণ ও মৌলিক দু'টি গুণ যথা- জীববৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি। আমরা জানি যে, মানুষের মধ্যে ক্ষুধা, তৃষ্ণা, হাসি, কান্না, দয়া, ক্রোধ, সততা প্রভৃতি বিভিন্ন গুণ বর্তমান।

পদের ব্যক্ত্যর্থ ও জাত্যর্থ

কিন্তু আসলে এগুলো মোটেই মৌলিক নয়। এরা আবার অনেকাংশে পরিবর্তনশীল। তাই মানুষ পদের জাত্যর্থ হিসেবে এমন দু'টি গুণকে বেছে নেওয়া হয়েছে যা অতিমাত্রায় ব্যাপক, সাধারণ ও গুরুত্বপূর্ণ বা আবশ্যিক। সুতরাং সব মানুষের মধ্যেই বর্তমান এবং মানুষ বলে পরিচিত হবার পক্ষে অনিবার্য এমন দু'টি গুণ অর্থাৎ জীববৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি হচ্ছে মানুষ পদের জাত্যর্থ। অনুরূপভাবে, "মিষ্টি" পদটির জাত্যর্থ হচ্ছে 'মিষ্টত্ব'। এই গুণটি সব মিষ্টি জিনিসের মধ্যেই বর্তমান। "সাদা" পদটির জাত্যর্থ হচ্ছে "সাদাত্ব" এবং "দয়ালু" পদটির জাত্যর্থ হচ্ছে "দয়া"।

পদের ব্যক্ত্যর্থ ও জাত্যর্থ

কোন কোন যুক্তিবিদ জাত্যর্থ বা Connotation কথাটির প্রতিশব্দ হিসেবে লক্ষণার্থ (Intension), গভীরতা (Depth), বোধশক্তি (Comprehension) ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করেছেন।

উপরের আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারছি যে, একটি পদের ব্যক্ত্যর্থ দ্বারা কোন ব্যক্তি বা বস্তু বা বস্তুসমূহ নির্দেশ করা হয় এবং জাত্যর্থ দ্বারা কোন আবশ্যিক গুণ বা গুণসমূহ প্রকাশ করা হয়। এ প্রসঙ্গে ল্যাটা ও ম্যাকবেথ বলেছেন, "প্রতিটি পদই বস্তুকে নির্দেশ করে এবং গুণকে প্রকাশ করে এবং একটি পদের ব্যক্ত্যর্থকে তার বস্তুর দিক উল্লেখ করে, আর একটি পদের জাত্যর্থকে তার গুণের দিক উল্লেখ করে সংজ্ঞায়িত করা যায়।"

পদের ব্যক্ত্যর্থ ও জাত্যর্থ

(গ) পদের ব্যক্ত্যর্থ ও জাত্যর্থের মধ্যে সম্পর্ক

পদের ব্যক্ত্যর্থ ও জাত্যর্থের মধ্যে গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান। এরা একে অপরের উপর নির্ভরশীল। এই সম্পর্ক বর্ণনা করতে যেয়ে বলা হয় যে, পদের ব্যক্ত্যর্থ ও জাত্যর্থ বিপরীতক্রমে হ্রাস-বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ এদের একটি বাড়লে অপরটি কমে এবং একটি কমলে অপরটি বাড়ে। এই বিপরীতমুখী হ্রাস-বৃদ্ধির নিয়মকে নিম্নরূপে বর্ণনা করা যায়:

(১) যদি ব্যক্ত্যর্থ বাড়ে, তবে জাত্যর্থ কমে।

(২) যদি ব্যক্ত্যর্থ কমে, তবে জাত্যর্থ বাড়ে।

(৩) যদি জাত্যর্থ বাড়ে, তবে ব্যক্ত্যর্থ কমে।

(৪) যদি জাত্যর্থ কমে, তবে ব্যক্ত্যর্থ বাড়ে।

পদের ব্যক্ত্যর্থ ও জাত্যর্থ

এখন উদাহারণ দ্বারা বিষয়টি ব্যাখা করা যাকঃ

পদের ব্যক্ত্যর্থ	পদ	পদের জাত্যর্থ
সকল জীব	জীব	জীববৃত্তি
সকল মানুষ	মানুষ	জীববৃত্তি + বুদ্ধিবৃত্তি
সকল সভ্য মানুষ	সভ্য মানুষ	জীববৃত্তি + বুদ্ধিবৃত্তি + সভ্যতা

পদের ব্যক্ত্যর্থ ও জাত্যর্থ

এই ছকটির দিকে তাকালে দেখা যায় যে, জীব পদের ব্যক্ত্যর্থ হচ্ছে 'সকল জীব।' জীবের সংখ্যা অসংখ্য অগণিত। মানুষ পদের ব্যক্ত্যর্থ হচ্ছে 'সকল মানুষ'। মানুষের সংখ্যা সীমিত ও গণনার যোগ্য। আর সভ্য মানুষের ব্যক্ত্যর্থ হচ্ছে 'সকল সভ্য মানুষ।' অসভ্য মানুষ বাদ থাকায় এর সংখ্যা মানুষের চেয়ে কম। সুতরাং জীব-মানুষ-সভ্য মানুষ; এই পদ কয়টির মধ্যে জীবের ব্যর্থ সবচেয়ে বেশি। মানুষের ব্যক্ত্যর্থ তার চেয়ে কম। আর সভ্য মানুষের ব্যর্থ সবচেয়ে কম। কিন্তু জাত্যর্থ বিচার করলে দেখা যায় যে, জীবের জাত্যর্থ হচ্ছে জীববৃত্তি, মানুষের জাত্যর্থ হচ্ছে জীববৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি, আর সভ্য মানুষের জাত্যর্থ হচ্ছে জীববৃত্তি, বুদ্ধিবৃত্তি ও সভ্যতা। অর্থাৎ, সভ্য মানুষের জাত্যর্থ সবচেয়ে বেশি। মানুষের জাত্যর্থ তার চেয়ে কম এবং জীবের জাত্যর্থ সবচেয়ে কম। এর থেকে বুঝা যায় যে,

যে পদের ব্যক্ত্যর্থ বেশি তার জাত্যর্থ কম এবং যে পদের জাত্যর্থ বেশি তার ব্যক্ত্যর্থ কম।

চড় নিলে এরাম্যাগ

পদের ব্যক্ত্যর্থ ও জাত্যর্থ

মানুষ পদের জাত্যর্থ জীববৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি। এর সাথে "সভ্যতা" গুণটি যোগ করলে জাত্যর্থ বেড়ে যাবে কিন্তু ব্যক্ত্যর্থ কমে যাবে। কেননা, এই তিনটি গুণের অধিকারী পদটি হবে "সভ্য মানুষ"। সভ্য মানুষের ব্যক্ত্যর্থ মানুষের চেয়ে কম। আবার, মানুষের জাত্যর্থ থেকে "বুদ্ধিবৃত্তি" গুণটি বাদ দিলে জাত্যর্থ কমে যাবে এবং ব্যক্ত্যর্থ বেড়ে যাবে। কেননা শুধুমাত্র "জীববৃত্তি" গুণের অধিকারী পদটি হবে "জীব"। জীবের ব্যক্ত্যর্থ মানুষের চেয়ে বেশি। সুতরাং দেখা যায় যে, জাত্যর্থ বাড়লে ব্যক্ত্যর্থ কমে এবং জাত্যর্থ কমলে ব্যক্ত্যর্থ বাড়ে।

পুনরায়, মানুষ পদের ব্যক্ত্যর্থ-সকল মানুষ। এর সাথে অন্যান্য জীবজন্তুকে যোগ করলে ব্যক্ত্যর্থ বেড়ে গিয়ে দাঁড়াবে-সকল জীব। ফলে পদের জাত্যর্থ কমে গিয়ে হবে শুধুমাত্র জীববৃত্তি। জীবের জাত্যর্থ মানুষের চেয়ে কম। আবার মানুষের মধ্য থেকে অসভ্য মানুষকে বাদ দিলে ব্যক্ত্যর্থ কমে গিয়ে দাঁড়াবে-সকল সভ্য মানুষ। কিন্তু সভ্য মানুষের জাত্যর্থ মানুষের জাত্যর্থের চেয়ে বেশি। সুতরাং ব্যক্ত্যর্থ বাড়লে জাত্যর্থ কমে এবং ব্যক্ত্যর্থ কমলে জাত্যর্থ বাড়ে।

পদের ব্যক্ত্যর্থ ও জাত্যর্থ

ব্যক্ত্যর্থ অনুসারে ঃ

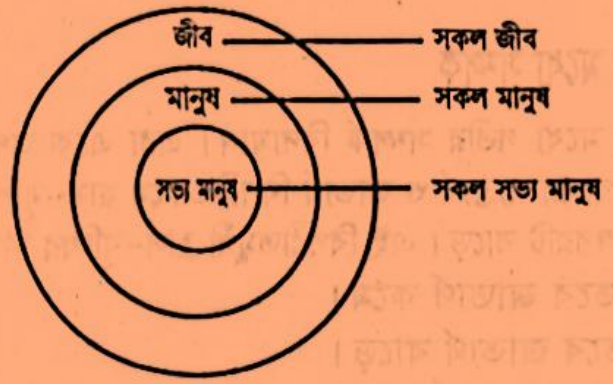

ব্যক্ত্যর্থের দিক থেকে বিচার করলে সভ্য মানুষের পরিধি সবচেয়ে ছোট, মানুষের পরিধি তারচেয়ে বড় এবং জীবের পরিধি সবচেয়ে বড়।

পদের ব্যক্ত্যর্থ ও জাত্যর্থ

জাত্যর্থের দিক বিচার করলে জীবের পরিধি সবচেয়ে ছোট, মানুষের পরিধি তারচেয়ে বড় এবং সভ্য মানুষের পরিধি সবচেয়ে বড়।

সুতরাং দেখা যায় যে, পদের ব্যক্ত্যর্থ ও জাত্যর্থ বিপরীতক্রমে হ্রাস-বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ এদের একটি বৃদ্ধি পেলো অপরটি হ্রাস পায় এবং একটি হ্রাস পেলে অপরটি বৃদ্ধি পায়।

পদের ব্যক্ত্যর্থ ও জাত্যর্থ

হ্রাস-বৃদ্ধির নিয়মের বিরুদ্ধে কয়েকটি আপত্তি

পদের ব্যক্ত্যর্থ ও জাত্যর্থের মধ্যকার উপরোক্ত হ্রাস-বৃদ্ধির নিয়মটি ত্রুটিপূর্ণ। এই নিয়মটি একটি ভ্রান্ত ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত। বাস্তবে কোন পদের ব্যক্ত্যর্থ অথবা জাত্যর্থ কোনটিরই পরিবর্তন হয় না। একটি পদ সব সময়ই একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ ব্যর্থকে নির্দেশ করে এবং একটি সুনির্দিষ্ট জাত্যর্থকে প্রকাশ করে। অর্থাৎ পদের ব্যক্ত্যর্থ ও জাত্যর্থ অপরিবর্তনীয়। এদের ক্ষেত্রে নিম্নের কারণবশতঃ হ্রাস-বৃদ্ধির নিয়ম প্রযোজ্য নয়।

প্রথমতঃ এই বিপরীতমুখী হ্রাস-বৃদ্ধির নিয়মটি কোন একক পদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। কোন পদের ব্যক্ত্যর্থ অথবা জাত্যর্থ বাড়িয়ে দিলে বা কমিয়ে দিলে পদটি আর সে পদ থাকে না। একটি নতুন পদের সৃষ্টি হয়। ফলে নিয়মটি সেখানে আর খাটে না।

দ্বিতীয়তঃ কোন কোন ক্ষেত্রে পদের ব্যর্থকে বাড়তে দেখা যায়। কিন্তু তার জাত্যর্থ অপরিবর্তিত থাকে। যেমন-একটি নতুন দ্বীপের আবির্ভাব ঘটার পর দ্বীপ পদের ব্যক্ত্যর্থ বেড়ে যায়, কিন্তু তার জাত্যর্থ কমে না। আবার, কোন কোন ক্ষেত্রে পদের জাত্যর্থকে বাড়তে দেখা যায়। কিন্তু তার ব্যক্ত্যর্থ অপরিবর্তিত থাকে। যেমন-গবেষণার ফলে সোনা ধাতুর একটি নতুন গুণ আবিষ্কৃত হতে পারে, কিন্তু তাতে সোনার ব্যক্ত্যর্থের কোন পরিবর্তন হবে না।

পদের ব্যক্ত্যর্থ ও জাত্যর্থ

হ্রাস-বৃদ্ধির নিয়মের বিরুদ্ধে কয়েকটি আপত্তি

তৃতীয়তঃ ব্যক্ত্যর্থ ও জাত্যর্থের মধ্যকার হ্রাস-বৃদ্ধি সবক্ষেত্রে সমানুপাতিক নয়। অর্থাৎ এদের একটি যে পরিমাণে বাড়ে বা কমে অন্যটি সব সময় সেই পরিমাণে কমে বা বাড়ে না। যেমন- মানুষের জাত্যর্থের সাথে ‘‘সততা’’ গুণটি যুক্ত করলে মানুষের সংখ্যা যে হারে কমে "অন্ধত্ব’’ গুণটি যুক্ত করলে তার সংখ্যা সেই তুলনায় অনেক বেশি হারে কমে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, পদের ব্যক্ত্যর্থ ও জাত্যর্থের মধ্যকার হ্রাস-বৃদ্ধির নিয়মটি ত্রুটিমুক্ত নয়। কয়েকটি সমজাতীয় শ্রেণীবাচক পদকে জাতি ও উপজাতির আকারে ক্রম অনুসারে সাজালেই কেবল এই নিয়মটি তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়। অন্যথায় নিয়মটি অর্থহীন।

পদের ব্যক্ত্যর্থ ও জাত্যর্থ

হ্রাস-বৃদ্ধির নিয়মের বিরুদ্ধে কয়েকটি আপত্তি

(ঘ) জাত্যর্থের শ্রেণীবিভাগ

যুক্তিবিদ কেইনিস পদের জাত্যর্থকে তিনভাগে বিভক্ত করে দেখিয়েছেন। সেগুলো হচ্ছে ব্যক্তিগত জাত্যর্থ, বস্তুগত জাত্যর্থ এবং প্রথাগত বা যৌক্তিক জাত্যর্থ।

১। ব্যক্তিগত জাত্যর্থ (Subjective Intension)

কোন একটি পদ ব্যবহারের সময় ব্যবহারকারীর মনে সেই পদ সম্পর্কে যে গুণ বা গুণসমূহ উদিত হয় সেই গুণ বা গুণ সমষ্টিকে ঐ পদের ব্যক্তিগত জাত্যর্থ বলা হয়। অর্থাৎ একটি পদ সম্পর্কে কোন ব্যক্তি যে সব গুণের কথা জানে, সে ব্যক্তির নিকট ঐ গুণসমূহ হল সেই পদের জাত্যর্থ। যেমন-'ঝরণা' পদটি বিভিন্ন ব্যক্তির মনে বিভিন্ন গুণের কথা জাগিয়ে তুলতে পারে। এরূপ জেগে ওঠা গুণ বা গুণসমূহ হচ্ছে 'ঝরণা' পদের ব্যক্তিগত 'জাত্যর্থ। ব্যক্তিগত জাত্যর্থের কোন যৌক্তিক মূল্য নেই। কেননা, এরূপ জাত্যর্থ ব্যক্তিভেদে ও সময়ভেদে পরিবর্তিত হয়। এরূপ জীত্যর্থ কোন স্থায়ী ও স্বীকৃত গুণ দ্বারা গঠিত নয়। তাই পদের তাৎপর্য ব্যাখ্যায় এরূপ জাত্যর্থ ব্যবহার করা যায় না।

পদের ব্যক্ত্যর্থ ও জাত্যর্থ

হ্রাস-বৃদ্ধির নিয়মের বিরুদ্ধে কয়েকটি আপত্তি

২। বস্তুগত জাত্যর্থ (Objective Intension)

কোন পদ যে বস্তুকে নির্দেশ করে সেই বস্তুর জানা ও অজানা সকল গুণের সমষ্টিকে ঐ পদের বস্তুগত জাত্যর্থ বলে। অর্থাৎ একটি পদের জ্ঞাত অজ্ঞাত সকল গুণের সমষ্টিই হচ্ছে ঐ পদের বস্তুগত জাত্যর্থ। যেমন, 'উপগ্রহ' একটি বস্তু। এর মধ্যে 'গ্রহকে প্রদক্ষিণ করা' গুণটি উপস্থিত আছে। এই গুণটি উপগ্রহের একটি স্থায়ী গুণ। ব্যক্তিভেদে এর কোন পরিবর্তন হয় না। উপগ্রহের মধ্যে হয়ত আরও কিছু গুণ আছে যেগুলো আমাদের কাছে অজানা। এরূপ জ্ঞাত ও অজ্ঞাত গুণের সমষ্টিকে 'উপগ্রহ' পদের বস্তুগত জাত্যর্থ বলা হয়। বস্তুগত জাত্যর্থে অজ্ঞাত গুণ অন্তর্ভুক্ত করা হয় বলে সব গুণ উল্লেখ করা সম্ভব নয়। এরূপ জাত্যর্থের বিষয়গত মূল্য আছে, কিন্তু কোন যৌক্তিক মূল্য নেই। কেননা যুক্তিবিদ্যায় জাত্যর্থের মধ্যে সাধারণ ও গুরুত্বপূর্ণ গুণ অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কোন অজ্ঞাত গুণ এর অন্তর্ভুক্ত নয়।

হ্রাস-বৃদ্ধির নিয়মের বিরুদ্ধে কয়েকটি আপত্তি

৩। প্রথাগত বা যৌক্তিক জাত্যর্থ (Conventional or Logical Intension)

একটি পদের সাধারণ ও আবশ্যকীয় গুণ বা গুণসমূহকে ঐ পদের প্রথাগত বা যৌক্তিক জাত্যর্থ বলে। এসব গুণ পদের স্থায়ী গুণ। ব্যক্তিভেদে এদের কোন পরিবর্তন হয় না। এসব গুণের উপরই পদ নির্দেশক একটি বস্তুর অস্তিত্ব এবং পরিচিতি নির্ভর করে। যেমন- 'মানুষ' পদটি অনেক গুণকেই নির্দেশ করতে পারে। মানুষ একটি দ্বিপদ প্রাণী, সে পোশাক পরিধান করে, তার মধ্যে সততা আছে ইত্যাদি। কিন্তু এসব গুণ মানুষের অস্তিত্বের জন্য এবং মানুষ বলে পরিচিত হবার জন্য অপরিহার্য নয়। তবে 'মানুষ' পদটি আরও দু'টি গুণকে নির্দেশ করে, যথা- জীববৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি। এ দু'টি গুণ এতই গুরুত্বপূর্ণ যে, এ দু'টি ছাড়া কোন জীবকেই মানুষ বলে চিহ্নিত করা যায় না। সুতরাং জীববৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি নামক দু'টি গুণ হচ্ছে 'মানুষ' পদের প্রথাগত বা যৌক্তিক জাত্যর্থ। যুক্তিবিদ্যায় জাত্যর্থ কথাটিকে এই শেষোক্ত অর্থেই ব্যবহৃত হয়।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

যুক্তিবিদ্যা ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৩ – যুক্তির উপাদান

টপিক – ০৫ পদের প্রকারভেদ

টপিক ০৫: পদের প্রকারভেদ

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

পদের প্রকারভেদ

বিভিন্ন নীতি অনুসারে পদসমূহকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা যায়। যে সব ভিন্ন নীতি অবলম্বন করে পদকে বিভক্ত করা যায় তা নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

ক্রমিক নং	বিভাজন নীতি	পদের শ্রেণীবিভাগ
১।	শব্দ সংখ্যা	সরল ও যৌগিক পদ
২।	বস্তু সংখ্যা	বিশিষ্ট ও সাধারণ পদ
৩।	বস্তু সমষ্টি	সমষ্টিবাচক ও অসমষ্টিবাচক/ ব্যষ্টিবাচক পদ
৪।	গুণের অস্তিত্ব ও অনস্তিত্ব	সদর্থক, নঞর্থক ও ব্যহতার্থক পদ
৫।	বিরোধিতা	বিপরীত ও বিরুদ্ধ পদ
৬।	অর্থ	একার্থক ও অনেকার্থক পদ
৭।	বস্তু ও গুণের পার্থক্য	বস্তুবাচক ও গুণবাচক পদ
৮।	সুনির্দিষ্টকরণ	নির্দিষ্ট ও অনির্দিষ্ট পদ
৯।	নির্ভরতা	নিরপেক্ষ ও সাপেক্ষ পদ
১০।	ব্যক্তর্থ ও জাত্যর্থের অস্তিত্ব	জাত্যর্থক ও অজাত্যর্থক পদ

শব্দের শ্রেণিবিভাগ

সরল ও যৌগিক পদ

পদ গঠনকারী শব্দের সংখ্যার তারতম্য বিচার করে পদকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে, যথা-সরল ও যৌগিক পদ। যে পদ মাত্র একটি শব্দ দ্বারা গঠিত তাকে সরল পদ বলে। সরল পদকে এক-শাব্দিক পদও বলা হয়। যেমন-কলম, টেবিল, দয়ালু, বুদ্ধিমান প্রভৃতি পদ সরল পদ। কারণ এর প্রতিটি পদই এক একটি করে শব্দ দ্বারা গঠিত।

অপরপক্ষে, যে পদ একের অধিক শব্দ দ্বারা গঠিত তাকে যৌগিক পদ বলে। যৌগিক পদকে অনেক সময় বহু-শাব্দিক পদও বলা হয়। যেমন-লাল কুকুর, একটি মেধাবী ছাত্র, বাংলাদেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী, বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম ইত্যাদি পদগুলো একাধিক শব্দ-সমন্বয়ে গঠিত। সুতরাং এরা প্রত্যেকে এক একটি যৌগিক পদ।

শব্দের শ্রেণিবিভাগ

বিশিষ্ট ও সাধারণ পদ

যে পদ একই অর্থে একটি মাত্র ব্যক্তি, বস্তু, স্থান বা গুণের উপর আরোপিত হয় তাকে বিশিষ্ট পদ বলে। যুক্তিবিদ শাস্ত্রী-এর মতে "একটি বিশিষ্ট পদ হচ্ছে সেই পদ যাকে একই অর্থে একটি মাত্র জিনিসের উপর আরোপ করা যেতে পারে।"*১ বিশিষ্ট পদ সব ক্ষেত্রেই এমন একটি জিনিসকে বোঝায় যার সংখ্যা এক। যেমন-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, তাজমহল, ঢাকা, সত্যবাদিতা, এই কলমটি, ঐ বইটি ইত্যাদি পদ বিশিষ্ট পদ। এদের প্রত্যেকটি পদই হয় একজন ব্যক্তিকে, না হয় একটি বস্তুকে, না হয় একটি স্থানকে, না হয় একটি গুণকে বোঝাচ্ছে। সুতরাং এরা প্রত্যেকেই এক একটি বিশিষ্ট পদ। বিশিষ্ট পদ আবার দু'ভাগে বিভক্ত। যথা-অর্থপূর্ণ ও অর্থহীন বিশিষ্ট পদ। রাতি ধীবর সমাজল্যান্ড এই

শব্দের শ্রেণিবিভাগ

বিশিষ্ট ও সাধারণ পদ

যে পদ কোন অর্থ বা গুণের মাধ্যমে কোন বিশেষ ব্যক্তি বা বস্তুর উপর আরোপিত হয় তাকে অর্থপূর্ণ বিশিষ্ট পদ বলে। যেমন-শেরে বাংলা, বঙ্গবন্ধু, সপ্তম আশ্চর্য, পৃথিবীর বৃহত্তম শহর ইত্যাদি। এই পদগুলো তাদের নামের মাধ্যমে নয়, বরং তাদের গুণ বা অর্থের মাধ্যমে একটি বিশেষ ব্যক্তি বা বস্তু বা স্থানকে নির্দেশ করছে। 'বঙ্গবন্ধু' পদটি কেবল তার অর্থের মাধ্যমে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে বোঝাচ্ছে, যার নাম শেখ মুজিবুর রহমান। কাজেই এটি একটি অর্থপূর্ণ বিশিষ্ট পদ।

শব্দের শ্রেণিবিভাগ

বিশিষ্ট ও সাধারণ পদ

যে পদ কোন গুণ বা অর্থ নির্দেশ না করে কেবল নামের মাধ্যমে কোন বিশেষ ব্যক্তি বা বস্তুকে বোঝায় তাকে অর্থহীন বিশিষ্ট পদ বলে। সাধারণত নামবাচক পদই এই শ্রেণীভুক্ত। যেমন-রাম, রহিম, তাজমহল, হিমালয় ইত্যাদি। এগুলো নিছক অর্থহীন চিহ্নমাত্র। এরা কোন গুণের ইঙ্গিত না করে সরাসরি ব্যক্তি বা বস্তুকে ইঙ্গিত করছে। "হিমালয়" একটি নামবাচক পদ। এই নামের তেমন কোন অর্থ নেই। পদটি কেবল তার অর্থহীন নামের মাধ্যমে একটি বিশেষ পর্বতকে নির্দেশ করছে। কাজেই এটি একটি অর্থহীন বিশিষ্ট পদ।

শব্দের শ্রেণিবিভাগ

সার্বিক বা সাধারণ

যে পদ একই অর্থে কোন একটি শ্রেণী এবং শ্রেণীর অন্তর্গত প্রত্যেকটি ব্যক্তি বা বস্তুর উপর আরোপিত হয় তাকে সার্বিক বা সাধারণ পদ বলে। যুক্তিবিদ শাস্ত্রী-এর মতে, "একটি সাধারণ পদ হচ্ছে সেই পদ যাকে একই অর্থে কোন অনির্দিষ্ট সংখ্যক জিনিসের উপর আরোপ করা যেতে পারে।" সাধারণ পদ দ্বারা সাধারণত কোন অনির্দিষ্ট সংখ্যক ব্যক্তি বা বস্তুর প্রত্যেককে বোঝায়। যেমন-"মানুষ" পদটি একটি সামান্য পদ। কারণ মানুষ বলতে আমরা অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সব মানুষকেই বুঝি। অর্থাৎ মানব জাতির অন্তর্গত প্রতিটি মানুষকেই বুঝি। কোন একটি মানুষই এর থেকে বাদ পড়ে না। অনুরূপভাবে চেয়ার, টেবিল, বিড়াল, কুকুর, নদী, পর্বত প্রভৃতি পদগুলো সাধারণ পদ। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, সাধারণ পদ এমন কোন গুণ বা গুণসমূহের নির্দেশ দেয় যা সেই শ্রেণীর অন্তর্গত প্রতিটি ব্যক্তি বা বস্তুর মধ্যেই বর্তমান। সাধারণ পদ শুধুমাত্র ব্যক্ত্যর্থকেই নির্দেশ করে না। বস্তুর সাধারণ ও প্রয়োজনীয় গুণসমূহও নির্দেশ করে। সুতরাং সাধারণ পদ একই অর্থে, একটি শ্রেণীর অন্তর্গত প্রত্যেকের উপর আরোপিত হতে পারে।

শব্দের শ্রেণিবিভাগ

সমষ্টিবাচক ও অসমষ্টিবাচক পদ

১। সমষ্টিবাচক পদঃ

যে পদ দ্বারা সীমিত সংখ্যক কতকগুলো সমজাতীয় ব্যক্তি বা বস্তুকে পৃথক পৃথকভাবে না বুঝিয়ে সমষ্টিগতভাবে বোঝানো হয় তাকে সমষ্টিবাচক পদ বলে। যুক্তিবিদ কেইনিস-এর মতে "একটি সমষ্টিবাচক পদ হল সেই পদ যা একই জাতীয় বস্তুর একটি সমষ্টির উপর আরোপিত এবং যে সমষ্টি একটি একক সমগ্ররূপে গঠিত বলে বিবেচিত।"সমষ্টিবাচক পদ হলো একই জাতীয় কতকগুলো ব্যক্তি বা বস্তুর সমষ্টিগত নাম। এখানে বস্তুগুলোকে পৃথক পৃথকভাবে বোঝানো হয় না। বরং তাদেরকে একটি গোটা সমষ্টি হিসেবে ব্যবহার করা হয়। যেমন- শ্রেণী, গ্রন্থাগার, সেনাদল, জুরি, জনতা, কমিটি ইত্যাদি পদগুলো সমষ্টিবাচক পদ। কয়েকজন ছাত্র-ছাত্রীর সমষ্টিকে একটি শ্রেণী বলে। একজন বিশেষ ছাত্র বা ছাত্রীকে পৃথকভাবে শ্রেণী বলা যায় না। কয়েকজন ছাত্র-ছাত্রীর সম্মিলিত রূপই হচ্ছে শ্রেণী। তদ্রুপ, কতকগুলো গ্রন্থের সমষ্টিকে গ্রন্থাগার, কয়েকজন সৈনিকের সমষ্টিকে সেনাদল, বিচারে সাহায্যকারী কয়েকজন লোকের সমষ্টিকে জুরি বলে।

শব্দের শ্রেণিবিভাগ

সমষ্টিবাচক ও অসমষ্টিবাচক পদ

সমষ্টিবাচক পদ আবার বিশিষ্ট বা সামান্য হতে পারে। যখন কোন সমষ্টিবাচক পদ দ্বারা একটিমাত্র সমষ্টিকে বোঝায় তখন তাকে বিশিষ্ট সমষ্টিবাচক পদ বলে। যেমন- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, বাংলাদেশের মুক্তি সেনাদল ইত্যাদি। অপরদিকে যে সমষ্টিবাচক পদ কোন অনির্দিষ্ট সংখ্যক সমষ্টির প্রত্যেককে বোঝায় তাকে সামান্য সমষ্টি-বাচক পদ বলে। যেমন-গ্রন্থাগার, সেনাদল ইত্যাদি।

সমষ্টিবাচক ও অসমষ্টিবাচক পদ

২। অসমষ্টিবাচক পদ

যে পদ দ্বারা একই গুণ বিশিষ্ট কোন অনির্দিষ্ট সংখ্যক ব্যক্তি বা বস্তুকে সমষ্টিগতভাবে না বুঝিয়ে পৃথক পৃথকভাবে বোঝানো হয় তাকে অসমষ্টিবাচক পদ বলে। সহজ কথায়, যে পদগুলো সমষ্টিবাচক নয় তাদেরকে অসমষ্টিবাচক পদ বলে। যেমন-বই, কলম, ছাত্র, শিক্ষক ইত্যাদি এই পদগুলো কোন সমষ্টিকে নির্দেশ করে না, বরং পদগুলোর অন্তর্গত ব্যক্তি বা বস্তুকে পৃথক পৃথকভাবে নির্দেশ করে। কোন কোন যুক্তিবিদ সমষ্টিবাচক পদের বিপরীতে ব্যষ্টিবাচক নাম ব্যবহার করেন। তাঁদের মতে ব্যষ্টিবাচক পদ হচ্ছে সেই পদ যা একই অর্থে কোন শ্রেণীর অন্তর্গত ব্যক্তি বা বস্তুগুলোকে পৃথকভাবে নির্দেশ করে।

শব্দের শ্রেণিবিভাগ

সমষ্টিবাচক ও অসমষ্টিবাচক পদ

পদের সমষ্টিগত ও ব্যষ্টিগত ব্যবহার (Collective And Distributive Uses Of Terms) : পদ কোন কোন সময় সমষ্টিগত অর্থে আবার কোন কোন সময় ব্যষ্টিগত অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে। মানুষ পদটিকে আমরা যখন সমষ্টিগত অর্থে ব্যবহার করি তখন এর দ্বারা আমরা গোটা মানব জাতিকেই বুঝি। কিন্তু যখন এই পদটিকে ব্যষ্টিগত অর্থে ব্যবহার করি তখন মানুষ দ্বারা প্রতিটি মানুষকে পৃথক পৃথকভাবে বুঝি। আবার আমরা যখন বলি- "টেবিলের উপরস্থ সবগুলো বইয়ের ওজন ১০ কেজি" তখন বইগুলোকে সমষ্টিগত অর্থে ব্যবহার করা হয়। কিন্তু যখন বলি- "টেবিলের উপরস্থ সবগুলো বই-ই যুক্তিবিদ্যার" তখন বইগুলোকে পৃথক পৃথকভাবে বোঝানো হয়। সমষ্টিবাচক পদও আবার কোন কোন সময় সমষ্টিগত অর্থে এবং কোন কোন সময় ব্যষ্টিগত অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন-আমরা যখন বলি- "জুরি নয়জন সদস্য দ্বারা গঠিত"-তখন জুরি পদটিকে সমষ্টিগত অর্থে ব্যবহার করা হয়। অর্থাৎ জুরির সদস্যদেরকে মিলিতভাবে বোঝানো হয়। কিন্তু যখন বলি-"জুরির মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিয়েছে"-তখন জুরি পদটিকে ব্যষ্টিগত অর্থে ব্যবহার করা হয়। অর্থাৎ জুরির সদস্যদেরকে পৃথকভাবে বোঝানো হয়।

শব্দের শ্রেণিবিভাগ

বস্তুবাচক ও গুণবাচক পদ

১। বস্তুবাচক পদঃ

যে পদ দ্বারা কোন অস্তিত্বশীল বস্তুকে নির্দেশ করা হয় তাকে বস্তুবাচক পদ বলে। যুক্তিবিদ মিল-এর মতে, "একটি বস্তুবাচক পদ হল একটি নাম যা একটি বস্তুর প্রতি ব্যবহৃত হয়।" একটি বস্তুবাচক পদ হলো একটি বস্তুর নাম। যেমন-মানুষ, গরু, বই, খাতা, চেয়ার, টেবিল ইত্যাদি পদগুলো বস্তুবাচক পদ। বস্তুবাচক পদ কোন কোন সময় বিশিষ্ট হয়। যেমন-সূর্য, হিমালয়, মেঘনা ইত্যাদি। আবার কোন কোন সময় সামান্য হয়। যেমন-নক্ষত্র, পর্বত, নদী ইত্যাদি। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বিশেষণ পদগুলো যেমন-সাদা, দয়ালু, মিষ্টি, গরম ইত্যাদি পদগুলো আসলে বস্তুবাচক পদ। এ ক্ষেত্রে অবশ্য কিছুটা মতবিরোধ দেখা যায়। যুক্তিবিদ মিল, জেভন্স ও ওয়েলটনের মতে সব বিশেষণই বস্তুবাচক পদ। তাঁরা ধারণা করেন যে, বিশেষণ পদ গুণ-নির্দেশক নয়, বরং বস্তু নির্দেশক। যেমন, 'সাদা' বিশেষণটি দ্বারা আমরা কোন গুণকে না বুঝিয়ে সাদা দ্রব্যকেই বুঝি। তদ্রুপ 'দয়ালু' পদ দ্বারা আমরা দয়ালু ব্যক্তিকেই বুঝি। কোন গুণকে বুঝি না। সুতরাং এরা বস্তুবাচক পদ।

বস্তুবাচক ও গুণবাচক পদ

২। গুণবাচক পদঃ

যে পদ দ্বারা কোন গুণকে নির্দেশ করা হয় তাকে গুণবাচক পদ বলে। যুক্তিবিদ মিল-এর মতে, "একটি গুণবাচক পদ হল একটি নাম যা একটি বস্তুর কোন গুণের প্রতি ব্যবহৃত হয়।" একটি গুণবাচক পদ হলো একটি গুণের নাম। যেমন-সততা, সাদাত্ব, মিষ্টত্ব ইত্যাদি। সততা মানুষের একটি গুণের নাম। সাদাত্ব একটি বর্ণের নাম। মিষ্টত্ব একটি যাদের নাম। কাজেই এরা সবাই এক একটি গুণবাচক পদ। গুণবাচক পদ বিশিষ্ট ও সামান্য উভয় প্রকারই হতে পারে। যখন কোন গুণবাচক পদ দ্বারা একটিমাত্র গুণকে বোঝানো হয় তখন তাকে বিশিষ্ট গুণবাচক পদ বলে। যেমন-দয়া, সাহস, লালত্ব, গোলত্ব ইত্যাদি। আবার কোন গুণবাচক পদ যখন এক জাতীয় সবগুলো গুণকে বোঝায় তখন তাকে সামান্য গুণবাচক পদ বলে। যেমন-পুণ্য, বর্ণ ইত্যাদি। এখানে বর্ণ বলতে সব রকম বর্ণকে বোঝায় এবং পুণ্য বলতে মানুষের সব রকম ভাল গুণকে বোঝায়।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, বস্তু মাত্রেরই কোন না কোন গুণ থাকে। গুণ ছাড়া কোন বস্তু হতে পারে না। আবার বসু ছাড়া কোন গুণ থাকতে পারে না। কাজেই বস্তুবাচক ও গুণবাচক পদ ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আবদ্ধ। তাই উভয় প্রকার পদকে জোড়ায় জোড়ায় থাকতে দেখা যায়। যেমন-মানুষ-মনুষত্ব, পশু-পশুত্ব, সৎ-সততা, দয়ালু-দয়া ইত্যাদি।

শব্দের শ্রেণিবিভাগ

নিরপেক্ষ ও সাপেক্ষ পদ

১। নিরপেক্ষ পদঃ

যে পদের একটা নিজস্ব অর্থ আছে এবং যার অর্থ অপর কোন পদের সাহায্য ছাড়াই বোধগম্য হয় তাকে নিরপেক্ষ পদ বলে। যুক্তিবিদ যোসেফ-এর মতে "যে সব পদ কোন বস্তু বা গুণকে নির্দেশ করে এবং যাদের অর্থ নিজস্বভাবেই বিবেচিত হয় তাদেরকে নিরপেক্ষ পদ বলে।"*১ নিরপেক্ষ পদের একটি সহজ সরল অর্থ থাকে। এই পদ সরাসরি কোন বস্তু বা গুণকে নির্দেশ করে। এই পদকে বুঝতে হলে অপর কোন পদের সাহায্য নিতে হয় না। যেমন- বই, কলম, ঘর, বাড়ি, ক্ষুধা, তৃষ্ণা ইত্যাদি পদগুলো নিরপেক্ষ পদ। এই পদগুলোর প্রত্যেকেরই নিজ নিজ একটি অর্থ আছে যা আমাদের কাছে খুব সহজভাবে বোধগম্য। এদের অর্থ বুঝতে গেলে এদেরকে অন্য কোন পদের সাথে যুক্ত করতে হয় না।

শব্দের শ্রেণিবিভাগ

নিরপেক্ষ ও সাপেক্ষ পদ

২। সাপেক্ষ পদঃ

যে পদের কোন স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থ নেই এবং যে পদকে বুঝতে হলে অপর কোন পদের সাহায্য নিতে হয় তাকে সাপেক্ষ পদ বলে। যুক্তিবিদ কেইনিস-এর মতে, "একটি পদকে তখনই সাপেক্ষ পদ বলা হয় যখন পদটি আপন অর্থ প্রকাশের জন্যে নিজ নির্দেশিত বস্তুটি ছাড়াও অপর একটি বস্তুকে নির্দেশ করে।"*১ সুতরাং সাপেক্ষ পদের অর্থ অন্য একটি পদের অর্থের উপর নির্ভরশীল। যেমন- পিতা, স্বামী, শিক্ষক ইত্যাদি পদগুলো সাপেক্ষ পদ। এদের কোন স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থ নেই। 'পিতা' পদটিকে 'সন্তান' পদটির সাথে যুক্ত না করলে কোনই সুস্পষ্ট অর্থ দিতে পারে না। বাস্তবে সন্তান ছাড়া কোন ব্যক্তিই পিতা হতে পারে না। তদ্রুপ, স্ত্রী ছাড়া কোন লোকই স্বামী হতে পারে না, ছাত্র ছাড়া কেউই শিক্ষক হতে পারে না, কার্য ছাড়া কিছুই কারণ হতে পারে না। এদের প্রত্যেকটি পদই অপর একটি পদকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে নিজ অর্থকে স্পষ্ট করে। সাপেক্ষ পদকে যে পদের সাথে যুক্ত করা হয় তাকে বলে পরিপূরক পদ। যেমন-'স্ত্রী' পদ 'স্বামী' পদের পরিপূরক। তাছাড়া, সাপেক্ষ পদ সব সময়েই জোড়ায় জোড়ায় থাকে। এই জোড়ার পদগুলো কখনও ভিন্ন নাম বিশিষ্ট হয়। যেমন- রাজা-প্রজা, জাতি-উপজাতি ইত্যাদি। আবার কখনও একই নাম বিশিষ্ট হয়। যেমন- বন্ধু-বন্ধু, অংশীদার-অংশীদার ইত্যাদি।

শব্দের শ্রেণিবিভাগ

সদর্থক, নঞর্থক ও ব্যাহতার্থক পদ

১। সদর্থক বা ইতিবাচক পদ

“যে পদ দ্বারা কোন বস্তু বা গুণের উপস্থিতি বোঝায় তাকে সদর্থক বা ইতিবাচক পদ বলে।” সাধারণত কোন না-সূচক চিহ্ন বর্জিত পদকে সদর্থক পদ বলে ধরা হয়; যেমন-মানুষ, গরু, সৎ, বুদ্ধিমান ইত্যাদি। এই পদগুলোর প্রত্যেককে কোন বস্তু অথবা গুণের উপস্থিতি বোঝাচ্ছে। সুতরাং এরা সদর্থক পদ।

শব্দের শ্রেণিবিভাগ

সদর্থক, নঞর্থক ও ব্যাহতার্থক পদ

২। নঞর্থক বা নেতিবাচক পদ

"যে পদ দ্বারা কোন বস্তু বা গুণের অনুপস্থিতি বা অভাব বোঝায় তাকে নঞর্থক বা নেতিবাচক পদ বলে।”*৩ সাধারণত কোন না-সূচক চিহ্ন সম্মলিত পদকে নঞর্থক পদ বলে ধরা হয় যেমন-অ-মানুষ, অ-সুখী, অ-সুন্দর, অ-জ্ঞানী ইত্যাদি। এই পদগুলো প্রত্যেকেই কোন বস্তু অথবা গুণের অনুপস্থিতি বোঝাচ্ছে। কাজেই এরা নঞর্থক পদ। বাংলা ভাষায় অ, অন, নিঃ, নির প্রভৃতি চিহ্নগুলো না-সূচক চিহ্নরূপে পরিচিত। কাজেই এদের সংযোগকারী শব্দগুলোকে নঞর্থক বলে ধরা হয়। যেমন-অসৎ, অনস্বীকার্য, নিঃসহায়, নিরপরাধ ইত্যাদি। কিন্তু যুক্তিবিদ্যায় কেবলমাত্র 'অ' চিহ্নটিকেই না-সূচক চিহ্নরূপে ব্যবহার করা হয়। কাজেই কেবল 'অ' চিহ্নযুক্ত পদই নঞর্থক পদ।

শব্দের শ্রেণিবিভাগ

সদর্থক, নঞর্থক ও ব্যাহতার্থক পদ

এখানে মনে রাখতে হবে যে, একটি পদ সদর্থক কি নঞর্থক তা নির্ধারণ করতে হবে পদটির আকৃতি দেখে নয়, বরং পদটির অর্থ বিচার করে। এমন কতকগুলো পদ আছে যেগুলো দেখতে সদর্থক মনে হলেও অর্থের দিক থেকে নঞর্থক। যেমন- মূর্খ (জ্ঞানের অভাব), অন্ধকার (আলোর অভাব), সংশয় (বিশ্বাসের অভাব) ইত্যাদি। আবার, কতকগুলো পদ আছে যেগুলো দেখতে নঞর্থক মনে হলেও অর্থের দিক থেকে তারা সদর্থক। যেমন-অমূল্য (অতিশয় মূল্য), নির্মল (বিশুদ্ধ), নির্বোধ (বোকা) ইত্যাদি।

এ প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে, উপরের পন্থায় সদর্থক ও নঞর্থক পদ নির্ণয় করা একটি বিতর্কমূলক ব্যাপার। কাজেই যুক্তিবিদ্যায় গৃহীত সহজ উপায় হলো না-সূচক চিহ্ন বর্জিত সব পদকেই সদর্থক পদ বলে ধরে নেওয়া এবং সদর্থক পদের গোড়ায় সব ক্ষেত্রেই না-সূচক 'অ' চিহ্নকে হাইফেন সহকারে সংযুক্ত করে নঞর্থক পদ গঠন করা। যেমন-মানুষ/অ-মানুষ, বুদ্ধিমান/অ-বুদ্ধিমান, মরণশীল/অ-মরণশীল ইত্যাদি। এই দিক দিয়ে বিচার করলে 'অমানুষ'' পদটি প্রকৃত নঞর্থক পদ নয়। বরং 'অ-মানুষ' পদটিই প্রকৃত নঞর্থক পদ।

সদর্থক, নঞর্থক ও ব্যাহতার্থক পদ

৩। ব্যাহতার্থক পদ :

"যে পদ দ্বারা কোন বস্তুতে কোন গুণের বর্তমান অনুপস্থিতি বোঝায় অথচ বস্তুটি স্বাভাবিকভাবে ঐ গুণের অধিকারী হতে পারে তাকে ব্যাহতার্থক পদ বলে।"*১ ব্যাহতার্থক পদ এমন বস্তুকে নির্দেশ করে যার মধ্যে বিশেষ একটি গুণ উপস্থিত থাকার কথা, কিন্তু বর্তমানে নেই। তবে ভবিষ্যতে আবার সেই গুণের আবির্ভাব ঘটতে পারে। যেমন-অন্ধ, কালা, বোবা, খোড়া, অচেতন প্রভৃতি পদগুলো ব্যাহতার্থক পদ। আমরা যখন একটি লোককে অন্ধ বলি তখন আমরা লোকটির মধ্যে দৃষ্টি শক্তির বর্তমান অনুপস্থিতিকে বুঝি। স্বাভাবিকভাবে লোকটির দৃষ্টিশক্তি থাকার কথা কিন্তু বর্তমানে নেই। লোকটির মধ্যে হয়তো পূর্বে দৃষ্টিশক্তি ছিল যা এক সময় হারিয়ে গেছে। ভবিষ্যতে হয়তো সুচিকিৎসার ফলে দৃষ্টিশক্তি আবার ফিরে আসতে পারে। তাছাড়া, আমরা শুধু তাদেরকেই অন্ধ বলি যাদের মধ্যে দৃষ্টিশক্তি থাকার মত অঙ্গ অর্থাৎ চোখ আছে।

শব্দের শ্রেণিবিভাগ

সদর্থক, নঞর্থক ও ব্যাহতার্থক পদ

আমরা কখনই একটি গাছকে অন্ধ বলতে পারি না। গাছের কোন চোখ নেই। কাজেই দৃষ্টিশক্তির কোন প্রশ্ন ওঠে না। ব্যাহতার্থক পদ সদর্থক ও নঞর্থক পদের মাঝামাঝি ক্ষেত্রে অবস্থান করে। সদর্থক ও নঞর্থক উভয় প্রকার পদের গুণাবলীই এর মধ্যে বিদ্যমান। সদর্থক পদ কোন গুণের উপস্থিতি বোঝায় এবং নঞর্থক পদ কোন গুণের অনুপস্থিতি বোঝায়। আর ব্যাহতার্থক পদ কোন গুণের স্বাভাবিক উপস্থিতি কিন্তু বর্তমানে অনুপস্থিতি বোঝায়।

শব্দের শ্রেণিবিভাগ

বিপরীত ও বিরুদ্ধ পদ

দু'টি ভিন্ন পদ যদি এমন দু'টি গুণের ইঙ্গিত দেয় যে গুণ দু'টি একই বস্তুর মধ্যে একসাথে অবস্থান করতে পারে না, তাহলে পদ দু'টিকে পরস্পর বিরোধী পদ বলে। যেমন- সাদা ও কালো, সৎ ও অসৎ-এই জোড়া পদগুলো পরস্পর বিরোধী। বিরোধী পদগুলোকে মোটামুটি দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-বিপরীত পদ ও বিরুদ্ধ পদ।

শব্দের শ্রেণিবিভাগ

বিপরীত ও বিরুদ্ধ পদ

১। বিপরীত পদ (Contrary Terms) :

দু'টি পদ যদি পরস্পর বিরোধী হয় অথচ তারা যদি একত্রে একটি ব্যাপক পদের সমুদয় ব্যক্ত্যর্থকে প্রকাশ করতে না পারে, তাহলে তাদেরকে বিপরীত পদ বলে। এরূপ পদযুগল তৃতীয় কোন বিকল্প পদের সম্ভাবনা থাকে। যেমন-সাদা ও কালো পদ দু'টি পরস্পর বিপরীত পদ। এ দু'টি পদ পরস্পর বিরোধী। যাকে আমরা সাদা বলি তাকে কালো বলতে পারি না। আবার, যাকে কালো বলি তাকে সাদা বলতে পারি না। তবে পদ দু'টি সর্ব-ব্যাপক নয়। সবকিছুই এদের আওতাভুক্ত নয়। রঙ-এর জগতে এ দু'টি রঙ ছাড়া আরও বহু রঙ আছে। সাদা ও কালো যেখানে প্রযোজ্য নয় সেখানে অন্য একটি রঙ প্রযোজ্য হতে পারে। অনুরূপভাবে, সকাল ও বিকাল, টক ও মিষ্টি, গোল ও চ্যাপ্টা ইত্যাদি বিপরীত পদ।

বিপরীত পদ-যুগলের দু'টি পদই সদর্থক। এ দু'টি পদ একই সাথে কোন বস্তুর বেলায় সত্য হতে পারে না। কিন্তু একই সাথে মিথ্যা হতে পারে। যেমন-কোন বস্তু সাদা হলে তাকে আর কালো বলা যায় না। আবার, কালো হলে তাকে আর সাদা বলা যায় না। তবে কোন বস্তু সাদা না হলে সেটি যে কালো হবেই এমন কোন কথা নেই। সেটি তৃতীয় কোন রঙের হতে পারে। অর্থাৎ লাল অথবা হলুদ অথবা অন্য কোন রং বিশিষ্ট হতে পারে।

বিপরীত ও বিরুদ্ধ পদ

২। বিরুদ্ধ পদ (Contradictory Terms):

দু'টি পদ যদি সম্পূর্ণরূপে পরস্পর বিচ্ছেদক হয় এবং তারা যদি মিলিতভাবে কোন ব্যাপক পদের সমুদয় ব্যক্ত্যর্থকে নিঃশেষ করে ফেলতে পারে, তাহলে তাদেরকে বিরুদ্ধ পদ বলে। এরূপ পদ-যুগলের মাঝখানে তৃতীয় কোন বিকল্প থাকে না। যেমন- সাদা ও অ-সাদা। এই পদ-যুগলটি পরস্পর বিরুদ্ধ পদ। সাদা ও অ-সাদা পদ দু'টি পরস্পর বিরোধী। এরা উভয়ে একই সাথে একই বস্তুতে প্রযোজ্য নয়। তবে দুনিয়ার যাবতীয় বস্তুই এ দু'টি পদের আওতাভুক্ত। যে কোন একটি বস্তুর কথাই ধরি না কেন, সেটি হয় সাদা হবে, না হয় অ-সাদা হবে। তাছাড়া সাদা ও অ-সাদা-এর মাঝখানে এমন কোন বর্ণ নেই যা সাদাও নয় আবার অ-সাদাও নয়। অনুরূপভাবে সৎ ও অ-সৎ, মিষ্টি ও অ-মিষ্টি, দয়ালু ও অ-দয়ালু ইত্যাদি বিরুদ্ধ পদ। বিরুদ্ধ পদ যুগলের একটি পদ সব সময়েই সদর্থক এবং অপরটি সব সময়েই নঞর্থক হয়। এই পদ দু'টি একই সাথে একই বস্তুর বেলায় সত্য বা মিথ্যা হতে পারে না। এদের মধ্যে একটি সত্য হলে অপরটি মিথ্যা হবে এবং একটি মিথ্যা হলে অপরটি সত্য হবে।

শব্দের শ্রেণিবিভাগ

একার্থক ও অনেকার্থক পদ

যে পদের একটি মাত্র অর্থ থাকে তাকে একার্থক পদ বলে। একার্থক পদ সব সময় একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। এই পদ কখনই ভিন্ন ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে না। অর্থাৎ একই পদ এক ক্ষেত্রে এক অর্থে এবং অন্য ক্ষেত্রে অন্য অর্থে ব্যবহৃত হয় না। যেমন-গরু, গোলাপ, দই, ইলিশ ইত্যাদি। এই পদগুলোর প্রত্যেকের একটি নির্দিষ্ট অর্থ আছে। পদগুলো সব সময়ই সেই একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। এরা কখনই অর্থ পরিবর্তন করে না। 'গরু' বলতে আমরা এক প্রকার গৃহপালিত চতুষ্পদ জীবকে বুঝি। অন্য কিছুই বুঝি না। তদ্রুপ, 'গোলাপ' এক প্রকার সুগন্ধী ফুল, 'দই' এক প্রকার দুগ্ধজাত খাবার এবং 'ইলিশ' এক প্রকার সুস্বাদু মাছ। পদগুলো সব সময় একই অর্থ প্রকাশ করে। সুতরাং এরা প্রত্যেকেই এক একটি একার্থক পদ।

শব্দের শ্রেণিবিভাগ

একার্থক ও অনেকার্থক পদ

অপরপক্ষে, যে পদের একাধিক অর্থ থাকে তাকে অনেকার্থক পদ বলে। অনেকার্থক পদ ক্ষেত্রভেদে ভিন্ন ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে। অর্থাৎ একই পদ এক বাক্যে এক অর্থে এবং অন্য বাক্যে অন্য অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন-অর্থ, তীর, গজ, দণ্ড ইত্যাদি। এই পদগুলোর প্রত্যেকের একাধিক অর্থ আছে। এরা এক এক সময় এক এক অর্থ প্রকাশ করে। 'অর্থ হয় অনর্থের মূল'। এই বাক্যে 'অর্থ' পদটি দ্বারা টাকা-পয়সা বা ধন-সম্পদকে বুঝানো হচ্ছে। আবার, 'অর্থ ছাড়া মর্মার্থ স্পষ্ট হয় না।' এই বাক্যে 'অর্থ' পদটি দ্বারা কথার মানে বুঝানো হচ্ছে। কাজেই দেখা যায় যে, 'অর্থ' পদটির দু'টি ভিন্ন অর্থ আছে। একইভাবে 'তীর' পদটির এক অর্থ নদী বা সমুদ্রের কিনারা, অন্য অর্থ ধনুকের সূচাগ্র শলাকা। 'গজ' পদটির এক অর্থ তিন ফুট পরিমিত মাপ এবং অন্য অর্থ হাতি নামক জীব। 'দণ্ড' পদের এক অর্থ সময়ের ক্ষুদ্রতম অংশ, এক অর্থ লাঠি এবং আর এক অর্থ শাস্তি। সুতরাং উপরের পদগুলো একাধিক অর্থ প্রকাশ করছে বলে এরা প্রত্যেকেই এক একটি অনেকার্থক পদ।

শব্দের শ্রেণিবিভাগ

নির্দিষ্ট ও অনির্দিষ্ট পদ

যে পদ কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি, বস্তু, স্থান ইত্যাদির উপর আরোপিত হয় তাকে নির্দিষ্ট পদ বলে। একটি নির্দিষ্ট পদের প্রয়োগ ক্ষেত্র নির্ধারিত করে দেওয়া হয়। কাজেই পদটি বিশেষ কোন ব্যক্তি বা বস্তুকেই নির্দেশ করে। অন্য কিছুকে নয়। একটি পদকে নির্দিষ্ট করার জন্য আমরা কোন সময় ব্যক্তি বা বস্তুর নাম ব্যবহার করি। আবার কোন সময় পদের সাথে টি, টা, খানা, খানি ইত্যাদি যুক্ত করি। যেমন-কামাল, হিমালয়, লোকটি, বইখানা ইত্যাদি। এখানে 'কামাল' পদটি দ্বারা আমরা বিশেষ একজন ব্যক্তিকে বুঝি। একইভাবে, 'হিমালয়' দ্বারা বিশেষ একটি পর্বতকে, 'লোকটি' দ্বারা বিশেষ একজন লোককে এবং 'বইখানা' দ্বারা বিশেষ একটি বইকে বোঝানো হয়। পদগুলো পৃথকভাবে কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি, বস্তু ইত্যাদিকে নির্দেশ করে। সুতরাং এরা প্রত্যেকেই এক একটি নির্দিষ্ট পদ।

শব্দের শ্রেণিবিভাগ

নির্দিষ্ট ও অনির্দিষ্ট পদ

অপরপক্ষে, যে পদ কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি, বস্তু, স্থান ইত্যাদির উপর আরোপিত হয় না তাকে অনির্দিষ্ট পদ বলে। অনির্দিষ্ট পদের প্রয়োগ ক্ষেত্র কখনই নির্ধারিত থাকে না। তাই এরূপ পদ কোন বিশেষ ব্যক্তি বা বস্তুকে না বুঝিয়ে যে কোন ব্যক্তি বা বস্তুকে বুঝাতে পারে। যেমন- একটি কলম, কয়েকজন মেধাবী ছাত্র, কিছু মানুষ ইত্যাদি। এখানে 'একটি কলম' বলতে কোন নির্দিষ্ট কলমকে বোঝানো হয় না, যে কোন একটি কলমকেই বোঝানো যায়। তদ্রুপ, 'কয়েকজন মেধাবী ছাত্র' পদটি নির্দিষ্ট কয়েকজন ছাত্রের উপর প্রযোজ্য নয়। আবার 'কিছু মানুষ' পদটি দ্বারা কোন্ কোন্ মানুষ তা নির্ধারিত হয় না। এতে মানুষের সংখ্যাও নির্দিষ্ট নয়। কাজেই উপরের পদগুলোর ব্যবহার ক্ষেত্র নির্দিষ্ট নয় বলে এরা প্রত্যেকেই এক একটি অনির্দিষ্ট পদ।

শব্দের শ্রেণিবিভাগ

জাত্যর্থক ও অজাত্যর্থক পদ

১। জাত্যর্থক পদ

যে পদে ব্যক্ত্যর্থ ও জাত্যর্থ দুই-ই আছে তাকে জাত্যর্থক পদ বলে। জাত্যর্থক পদ একদিকে যেমন কোন ব্যক্তি বা বস্তুকে নির্দেশ করে, অন্যদিকে তেমন তার গুণকে প্রকাশ করে। জাত্যর্থক পদে আমরা দু'টি ভিন্ন দিকের সন্ধান পাই। একটি হলো বস্তু বা সংখ্যার দিক এবং অন্যটি হলো গুণের দিক। যুক্তিবিদ মিল বলেন, "একটি জাত্যর্থক পদ হলো সেই পদ যা একটি বস্তুকে নির্দেশ করে এবং একটি গুণকে প্রকাশ করে।"*> উদাহরণস্বরূপ, 'মানুষ' পদটির ব্যক্ত্যর্থ ও জাত্যর্থ দুই-ই আছে। পদটির ব্যক্ত্যর্থ হচ্ছে- 'সকল মানুষ' এবং জাত্যর্থ হচ্ছে-'জীববৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি'। সুতরাং 'মানুষ' একটি জাত্যর্থক পদ। আবার 'সাদা' পদটির ব্যক্ত্যর্থ ও জাত্যর্থ দুই-ই আছে। এর ব্যক্ত্যর্থ হচ্ছে- 'সকল সাদা জিনিস' এবং জাত্যর্থ হচ্ছে- 'সাদাত্ব'। কাজেই এটি একটি জাত্যর্থক পদ। নিম্নের পদগুলো জাত্যর্থক :

শব্দের শ্রেণিবিভাগ

জাত্যর্থক ও অজাত্যর্থক পদ

(১) যে কোন সার্বিক বা সাধারণ পদই জাত্যর্থক। কেননা, এরূপ পদ একদিকে যেমন তার ব্যর্থকে নির্দেশ করে, অন্যদিকে তার জাত্যর্থকেও প্রকাশ করে। যেমন, 'পর্বত' পদটি একটি সার্বিক পদ। এর মধ্যে ব্যক্ত্যর্থ ও জাত্যর্থ দুইই আছে। কাজেই এটি জাত্যর্থক। আবার, 'বর্ণ' পদটি জাত্যর্থক। কেননা, এতে ব্যক্তর্থ ও জাত্যর্থ দুইই আছে। এর ব্যক্ত্যর্থ 'সকল বর্ণ' এবং জাত্যর্থ 'বর্ণত্ব'।

(২) অর্থপূর্ণ বিশিষ্ট পদগুলো জাত্যর্থক। এরূপ পদে ব্যক্ত্যর্থ ও জাত্যর্থ উভয় দিকেরই সন্ধান পাওয়া যায়। যেমন, শেরে বাংলা। পদটি একদিকে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে ইঙ্গিত করছে, অন্যদিকে তার বিশেষ কোন গুণকে প্রকাশ করছে। কাজেই এটি জাত্যর্থক পদ।

শব্দের শ্রেণিবিভাগ

জাত্যর্থক ও অজাত্যর্থক পদ

২। অজাত্যর্থক পদ

যে পদে শুধু ব্যক্ত্যর্থ অথবা শুধু জাত্যর্থ আছে তাকে অজাত্যর্থক পদ বলে। এরূপ পদ হয় শুধু বস্তুকে নির্দেশ করে, না হয় শুধু গুণকে প্রকাশ করে। একসাথে দু'টিকে প্রকাশ করে না। যুক্তিবিদ মিল বলেন, "একটি অ-জাত্যর্থক পদ হলো সেই পদ যা শুধু একটি বস্তুকে বা শুধু একটি গুণকে প্রকাশ করে।" উদাহরণস্বরূপ 'সততা' পদটি শুধু একটি গুণকে প্রকাশ করে; কোন বস্তুকে নির্দেশ করে না। অর্থাৎ পদটিতে শুধু জাত্যর্থ আছে, ব্যক্ত্যর্থ নেই। সুতরাং 'সততা' একটি অজাত্যর্থক পদ। আবার 'কামাল' পদটি শুধু একজন ব্যক্তিকে নির্দেশ করে। তার কোন গুণকে প্রকাশ করে না। 'কামাল' একটি নামবাচক পদ। নামবাচক পদ একটি অর্থহীন চিহ্নমাত্র। এর দ্বারা কোন গুণ প্রকাশিত হয় না। তাই পদটিতে শুধু ব্যক্ত্যর্থ সংছে, জাত্যর্থ নেই। সুতরাং 'কামাল' পদটি একটি অজাত্যর্থক পদ।

শব্দের শ্রেণিবিভাগ

জাত্যর্থক ও অজাত্যর্থক পদ

নিম্নের পদগুলো অজাত্যর্থক :

(১) বিশিষ্ট গুণবাচক পদগুলো অজাত্যর্থক। যেমন- সাদাত্ব, সততা, গোলত্ব ইত্যাদি। এরা কেবল কোন গুণের ইঙ্গিত দেয়, কোন ব্যক্তি বা বস্তুকে নয়। এদের শুধু জাত্যর্থ আছে, ব্যক্ত্যর্থ নেই। কাজেই এরা অজাত্যর্থক।

(২) বিশিষ্ট নাম বা নামবাচক পদগুলো অজাত্যর্থক। এরূপ পদ কোন ব্যাক্তিদের কোন গুণকে প্রকাশ করে না।

অর্থাৎ এদের কেবল ব্যক্ত্যর্থ আছে, কোন জাত্যর্থ নেই। যেমন- 'কামাল' পদটি শুধু একজন ব্যক্তিকে নির্দেশ করে, কোন গুণকে প্রকাশ করে না। অর্থাৎ এর শুধু ব্যক্ত্যর্থ আছে, জাত্যর্থ নেই। কাজেই এটি অজাত্যর্থক পদ।

জাত্যর্থক ও অজাত্যর্থক পদ

নামবাচক পদের স্বরূপ

নামবাচক পদগুলো কি জাত্যর্থক না অজাত্যর্থক এ প্রশ্ন নিয়ে যুক্তিবিদদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা যায়। যুক্তিবিদ মিল-এর মতে নামবাচক পদগুলো অজাত্যর্থক কারণ এদের মধ্যে শুধুমাত্র ব্যক্ত্যর্থ আছে, জাত্যর্থ নেই। তিনি বলেন, 'নামবাচক পদ কোন ব্যক্তি, বস্তু বা স্থানকে চিহ্নিত করে মাত্র। তাদের কোন গুণকে প্রকাশ করে না।" আমরা যখন একজন মানুষের নাম 'পল' এবং একটি কুকুরের নাম 'টম' রাখি তখন তাদের কোন গুণের কথা চিন্তা করি না। এরূপ নামকে আমরা ব্যবহার করি কোন ব্যক্তি বা বস্তুকে অপরাপর ব্যক্তি বা বস্তু থেকে আলাদা করে বোঝাবার জন্য। সুতরাং নামবাচক পদগুলো অর্থহীন চিহ্ন মাত্র। এদের কোন জাত্যর্থ নেই। কাজেই এরা অজাত্যর্থক।

শব্দের শ্রেণিবিভাগ

জাত্যর্থক ও অজাত্যর্থক পদ

যুক্তিবিদ জেভন্স মিলের মতকে অস্বীকার করেছেন। তিনি বলেন, "নামবাচক পদ কেবল কোন ব্যক্তি বা বস্তুকেই বোঝায় না, তার বিভিন্ন গুণেরও প্রকাশ করে।" আমরা যখন 'ইংল্যান্ড' নামটি ব্যবহার করি তখন শুধুমাত্র একটি দেশকেই বুঝি না। বরং সেই দেশের বিশেষ বৈশিষ্ট্য, রূপ, আকার এবং অবস্থা সম্মন্ধেও অবহিত হই। তার মতে, এই বিশেষ গুণগুলোই ইংল্যান্ড পদের জাত্যর্থ। সুতরাং নামবাচক পদের মধ্যে ব্যর্থ ও জাত্যর্থ দুইই আছে। কাজেই নামবাচক পদ জাত্যর্থক।

যুক্তিবিদ ডঃ পি. কে. রায় উপরোক্ত দু'টি বিরোধী মতের মধ্যবর্তী মত পোষণ করেন। তিনি বলেন, নামবাচক পদগুলো প্রথমে অজাত্যর্থক থাকে। কিন্তু পরে জাত্যর্থক হয়ে যায়। আমরা যখন একটি শিশুকে 'সান্ত্বনা' বলে ডাকি তখন তার বিশেষ কোন গুণের জন্য ঐ নামে ডাকি না। কিন্তু পরবর্তীকালে ঐ শিশুটির সাথে মিশতে মিশতে তার বিভিন্ন গুণের সাথে আমরা পরিচিত হই। তখন ঐ নামটি আমাদের কাছে অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে। সুতরাং নামবাচক পদগুলো প্রথমে অজাত্যর্থক থাকে। কিন্তু আমাদের জ্ঞান বৃদ্ধির সাথে সাথে ঐ পদগুলো জাত্যর্থক হয়ে দাঁড়ায়।

শব্দের শ্রেণিবিভাগ

জাত্যর্থক ও অজাত্যর্থক পদ

অনেকে যুক্তি দেখাতে পারেন যে, নামবাচক পদ সব সময় অর্থহীন নয়। অনেক সময় গুণ বিচার করেই কোন ব্যক্তি বা বস্তুর জন্য একটি বিশেষ নাম রাখা হয়। যেমন- একটি মেয়ে দেখতে খুবই সুন্দরী ও সুশ্রী। সৌন্দর্য বিচার করেই তার নাম রাখা হলো 'বিউটি'। এখানে নামটি অর্থপূর্ণ। কিন্তু এই প্রসঙ্গে আমরা বলতে পারি যে, আমরা সব সময় এভাবে গুণ বিচার করে চলতে পারি না। ধরা যাক, একটি মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হয়ে মেয়েটির সব সৌন্দর্য বিনষ্ট হয়ে গেল। কিন্তু আমরা তখন মেয়েটির নাম বদলিয়ে না দিয়ে তাকে একই নামেই ডাকতে থাকি। কাজেই নামবাচক পদ অর্থহীন।

যুক্তিবিদ ডঃ রায়ের মত মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। তিনি তাঁর যুক্তির জাল বিস্তার করতে যেয়ে যুক্তিবিদ্যাকে মনোবিজ্ঞানের সাথে গুটিয়ে ফেলেছেন। যুক্তিবিদ্যায় জাত্যর্থ বলতে আমরা সাধারণ এবং আবশ্যকীয় গুণকে বুঝি। এরূপ গুণের কোন পরিবর্তন নেই। আমাদের জ্ঞান বৃদ্ধির সাথে সাথে কোন পদের জাত্যর্থ যে বাড়তে থাকে একথা আদৌ ঠিক নয়।

এমতাবস্থায় আমরা যুক্তিবিদ মিলের মতের সঙ্গে মত মিলিয়ে সিদ্ধান্ত করতে পারি যে, নামবাচক পদগুলো অর্থহীন চিহ্নমাত্র। এদের কোন জাত্যর্থ নেই। সুতরাং এরা অজাত্যর্থক।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

যুক্তিবিদ্যা ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৩ – যুক্তির উপাদান

টপিক – ০৬ বাক্য ও যুক্তিবাক্য, অবধারণ ও যুক্তিবাক্য

টপিক ০৬: বাক্য ও যুক্তিবাক্য, অবধারণ ও যুক্তিবাক্য

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

বাক্য ও যুক্তিবাক্য, অবধারণ ও যুক্তিবাক্য

ভূমিকা

যুক্তিবিদ্যায় প্রধান আলোচ্য বিষয় হল অনুমান বা যুক্তি-পদ্ধতি। আমরা জানি যে, একটি যুক্তি দুই বা ততোধিক যুক্তিবাক্য দ্বারা গঠিত। অর্থাৎ যুক্তিবাক্য হচ্ছে যুক্তির একটি অংশ। একটি যুক্তির বৈধতা ও অবৈধতা নির্ভর করে তাতে ব্যবহৃত যুক্তিবাক্যের সত্যতা ও মিথ্যাত্বের উপর। কাজেই সঠিক যুক্তি-পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের জন্য যুক্তিবিদ্যায় যুক্তিবাক্য সংক্রান্ত আলোচনা খুবই জরুরি।

বাক্য ও যুক্তিবাক্য, অবধারণ ও যুক্তিবাক্য

বাক্যের সংজ্ঞা ও উদাহরণ

কয়েকটি শব্দ একত্রিত হয়ে একটি পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করলে তাদের সামগ্রিক রূপকে বলা হয় বাক্য। যেমন, ছেলেটি লেখাপড়ায় খুব ভালো। এখানে কয়েকটি শব্দ একত্র হয়ে একটি পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করছে। কাজেই এটি একটি বাক্য। বাক্য বলতে আমরা সাধারণত ব্যাকরণের বাক্যকেই বুঝি। ব্যাকরণের বাক্যের মাধ্যমে মনের বিভিন্ন ভাব প্রকাশিত হয়। যেমন, খোদা তোমার মঙ্গল করুন। এখানে মনের একটি ইচ্ছা প্রকাশিত হচ্ছে। এ হিসেবে ব্যাকরণের বাক্য বিভিন্ন প্রকার হতে পরে, যেমন-

১। বিবৃতি বাচক: চাঁদ পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে। এখানে একটা বর্ণনা বা বিবৃতি দেওয়া হচ্ছে।

২। প্রশ্নসূচক : তোমার জীবনের লক্ষ্য কী? এখানে জবাব পাবার জন্য একটি প্রশ্ন করা হয়েছে।

৩। আদেশসূচক : আজই অনুশীলনীর কাজ শেষ করে ফেলবে। এখানে একটি কাজের জন্য আদেশ দেওয়া হচ্ছে।

৪। ইচ্ছাসূচক : খোদা তোমায় দীর্ঘজীবী করুন। এখানে একটি ইচ্ছা প্রকাশ করা হচ্ছে।

৫। বিস্ময়সূচক : হায়, ঝড়ের একি তাণ্ডব। এখানে একটি বিস্ময় প্রকাশ করা হয়েছে।ীকায়ারু এদের মধ্যে কেবলমাত্র বর্ণনা বা বিবৃতিমূলক বাক্যগুলোই যুক্তিবাক্য হিসেবে ব্যবহৃত হয় যখন তাদেরকে যুক্তিবাক্যের আকারে রূপান্তরিত করে নেওয়া হয়।

বাক্য ও যুক্তিবাক্য, অবধারণ ও যুক্তিবাক্য

যুক্তিবাক্যের সংজ্ঞা ও উদাহরণ

যুক্তিবাক্যের সংজ্ঞা দু'ভাবে প্রদান করা যায়। পদের দিক দিয়ে এবং সংজ্ঞার দিক দিয়ে। পদের দিক দিয়ে বলতে গেলে-দু'টি পদের মধ্যে কোন সম্পর্কের বর্ণনাকে যুক্তিবাক্য বলে। এ বর্ণনা স্বীকৃতিমূলক অথবা অস্বীকৃতিমূলক হতে পারে। অর্থাৎ সম্পর্ক বর্ণনা করতে যেয়ে আমরা কোন সময় দু'টি পদের মধ্যে সম্পর্ক স্বীকার করি, আবার অন্য সময় সম্পর্ক অস্বীকার করি। যেমন-'সোনা হয় মূল্যবান।' এখানে 'সোনা' ও 'মূল্যবান' দু'টি পদের মধ্যে একটি সম্পর্ককে স্বীকার করা হয়েছে। কাজেই এটি একটি যুক্তিবাক্য। অনুরূপভাবে, 'পারদ নয় কঠিন।' এতে 'পারদ' ও 'কঠিন' দু'টি পদের মধ্যে সম্পর্ককে অস্বীকার করা হয়েছে। কাজেই এটিও একটি যুক্তিবাক্য।

বাক্য ও যুক্তিবাক্য, অবধারণ ও যুক্তিবাক্য

যুক্তিবাক্যের সংজ্ঞা ও উদাহরণ

অপরদিকে, অনুমানের দিক দিয়ে বলতে গেলে-অনুমান বা যুক্তিতে ব্যবহৃত একটি বাক্যকেই যুক্তিবাক্য বলা হয়। এদিক দিযে যুক্তিবাক্য হচ্ছে অনুমান বা যুক্তির একটি অংশ।

যেমন-

সকল মানুষ হয় মরণশীল।

রহিম হয় একজন মানুষ।

রহিম হয় মরণশীল।

এ যুক্তিতে ব্যবহৃত তিনটি বাক্যের প্রত্যেকটিই এক একটি যুক্তিবাক্য।

বাক্য ও যুক্তিবাক্য, অবধারণ ও যুক্তিবাক্য

যুক্তিবাক্যের সংজ্ঞা ও উদাহরণ

যুক্তিবাক্যের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে যুক্তিবিদ্যার জনক অ্যারিস্টটল বলেন, "একটি যুক্তিবাক্য হল একটি বিবৃতি যাতে কোন কিছু সম্বন্ধে কিছু বলা হয়, হয়তো সদর্থকভাবে, নয়তো নঞর্থকভাবে।"

ভারতীয় যুক্তিবিদ পি. কে. রায় বলেন, "একটি যুক্তিবাক্যকে সংজ্ঞায়িত করা যায় দু'টি পদের মধ্যে কোন সম্পর্কের স্বীকৃতি বা অস্বীকৃতি হিসেবে।"

কোন কোন যুক্তিবিদ অবধারণ ও যুক্তিবাক্যকে সমার্থক বলে মনে করেন। কেননা, দু'টি ধারণার মধ্যে সম্পর্ক প্রকাশের জন্য তাদেরকে মনে মনে সংযুক্ত করার প্রক্রিয়াকে বলা হয় অবধারণ। আর অবধারণ যখন ভাষার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়, তখন তাকে যুক্তিবাক্য বলা হয়। কাজেই অবধারণ ও যুক্তিবাক্য মূলত একই জিনিস। এ প্রসঙ্গে যুক্তিবিদ টমাস বলেন, "একটি যুক্তিবাক্য হচ্ছে শুধুমাত্র মনের মধ্যস্থিত একটি অবধারণের শব্দগত বা ভাষাগত প্রকাশ। " আসলে অবধারণ হচ্ছে যুক্তিবাক্যের মানসিক অবস্থা এবং যুক্তিবাক্য হচ্ছে অবধারণের প্রকাশিত রূপ। তাই অবধারণের ভিত্তিতে যুক্তিবাক্যের সংজ্ঞা দেয়া অযথার্থ নয়। তবে যুক্তিবাক্যের সংজ্ঞা দেয়ার বিভিন্ন উপায়ের মধ্যে পদের দিক দিয়ে সংজ্ঞা দেয়াই অতি উত্তম।

বাক্য ও যুক্তিবাক্য, অবধারণ ও যুক্তিবাক্য

বাক্য ও যুক্তিবাক্য

কয়েকটি শব্দ একত্রে মিলিত হয়ে একটি সম্পূর্ণ মনের ভাব প্রকাশ করলে তাকে ব্যাক্রণে বাক্য বলে। যেমন--নাসিমা গান করে। আর দু'টি পদের মধ্যে কোন সম্পর্কের বর্ণনাকে যুক্তিবাক্য বলে।

-যেমন-মতিন হয় শিক্ষিত। ব্যাকরণের বাক্যের মাধ্যমে আমাদের মনের বিভিন্ন ধরনের ভাব প্রকাশিত হয়। এর দ্বারা আমরা হয়তো কোন বিবৃতি দান করি, অথবা কোন ইচ্ছা বা বিস্ময় প্রকাশ করি। কিন্তু যুক্তিবাক্যের মাধ্যমে আমরা সব সময়ই কোন কিছুর বর্ণনা বা বিবৃতি দান করি। যুক্তিবাক্যকে বলা হয় এক প্রকার ঘোষক বাক্য। এর দ্বারা আমরা দু'টি পদের মধ্যে একটা সম্পর্কের স্বীকৃতি বা অস্বীকৃতি ঘোষণা করি। যুক্তিবাক্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে-এর মধ্যে সত্য বা মিথ্যার গুণ থাকে।

বাক্য ও যুক্তিবাক্য, অবধারণ ও যুক্তিবাক্য

বাক্য ও যুক্তিবাক্য

অর্থাৎ একটি যুক্তিবাক্য হয় সত্য হবে, না হয় মিথ্যা হবে। কিন্তু ঘোষক বাক্য ছাড়া অন্যান্য ধরনের বাক্যে এ গুণ থাকে না। যেমন-তোমার নাম কি?, মন দিয়ে পড়াশুনা কর ইত্যাদি বাক্যের ক্ষেত্রে সত্য-মিথ্যার প্রশ্ন ওঠে না।

সাধারণত যে সমস্ত বাক্য যুক্তিবিদ্যার যুক্তিতে ব্যবহৃত হয় তাদেরকে আমরা যুক্তিবাক্য বলি। তবে সকল বাক্যই যুক্তিতে ব্যবহৃত হতে পারে না। কাজেই সকল বাক্যকেই যুক্তিবাক্য বলা যায় না। যুক্তিবাক্যের একটি বিশেষ আকার আছে। যুক্তিবাক্যে সব সময় উদ্দেশ্য এবং বিধেয়ের মাঝখানে একটি সংযোজক ব্যবহৃত হয়। একটি বাক্য যখনই ঐ বিশেষ আকারে প্রকাশিত হয় তখনই তা যুক্তিবাক্যরূপে বিবেচিত হয়।

বাক্য ও যুক্তিবাক্য, অবধারণ ও যুক্তিবাক্য

বাক্য ও যুক্তিবাক্য

বাক্য ও যুক্তিবাক্যের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করার জন্য বাক্যের শ্রেণীবিভাগ জানা দরকার। বাক্য মোট পাঁচ প্রকারের হতে পারে। যেমন-

বিবৃতিবাচক : চাঁদ পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে।

প্রশ্নসূচক : তুমি কোন্ শ্রেণীতে পড়?

আদেশ সূচক : আমাকে বইটি দাও।

ইচ্ছা সূচক : খোদা তোমার মঙ্গল করুন।

বিস্ময় সূচক: হায়, তোমার একি অবস্থা।

এসব বাক্যের মধ্যে কেবল বিবৃতিবাচক বাক্যই যুক্তিবাক্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। তবে সব বিবৃতিবাচক বাক্যই যুক্তিবাক্যের আকারে থাকে না। সেক্ষেত্রে এরূপ বাক্যকে যুক্তিবাক্যের আকারে রূপান্তরিত করে নিতে হয়। অর্থাৎ উদ্দেশ্য-সংযোজক-বিধেয় আকারে পুনর্গঠিত করে নিতে হয়; যেমন- সূর্য পূর্বদিকে উদিত হয়। এ বাক্যটি একটি যুক্তিবাক্য নয়, একে যুক্তিবাক্যের আকারে প্রকাশ করলে এটা হবে- সূর্য হয় একটি নক্ষত্র যা পূর্ব দিকে উদিত হয়।

বাক্য ও যুক্তিবাক্য, অবধারণ ও যুক্তিবাক্য

বাক্য ও যুক্তিবাক্য

যুক্তিবিদ হোয়েটলী যুক্তিবাক্যকে বিবৃতিমূলক বাক্য বলে বর্ণনা করেছেন। তাঁর মতে, একটি যুক্তিবাক্য হচ্ছে এমন একটি বাক্য যা কোন বিবৃতি বা তথ্য প্রদান করে। এ বিবৃতি সত্যও হতে পারে, মিথ্যাও হতে পারে। কাজেই ব্যাকরণের অনেক বাক্যকেই যুক্তিবাক্য বলে গ্রহণ করা যায় না। যুক্তিবিদ্যার বিশিষ্ট গ্রন্থকার' ভোলানাথ রায় বলেন, "যৌক্তিক বাক্যের সবচেয়ে নিকটবর্তী প্রবেশপথ আছে বিবৃতিবাচক বাক্যের মধ্যে এবং অন্যান্য প্রকারের বাক্যসমূহ তখনই যুক্তিবিদ্যায় বিবেচিত হতে পারে যখন তারা বিবৃতিবাচক বাক্যের আকারে রূপান্তরিত হয়।"*১ এর থেকে আমরা বলতে পারি যে, সব ব্যাকরণের বাক্যকে যুক্তিবাক্য বলা যায় না। কেননা তাদের গঠন যুক্তিবাক্য থেকে ভিন্নতর। তাদের মধ্য থেকে কেবলমাত্র বিবৃতিবাচক বাক্যকে পুনর্গঠিত করে যুক্তিবাক্যের আকারে প্রকাশ করা যায়।

বাক্য ও যুক্তিবাক্য, অবধারণ ও যুক্তিবাক্য

বাক্য ও যুক্তিবাক্য

উপরের আলোচনা থেকে বাক্য ও যুক্তিবাক্যের মধ্যে নিম্নের পার্থক্যগুলোর সন্ধান পাওয়া যায়:

(১) সকল যুক্তিবাক্যই বাক্য, কিন্তু সকল বাক্য যুক্তিবাক্য নয়।

(২) যুক্তিবাক্যে মোট তিনটি অংশ থাকে, যথা-উদ্দেশ্য, সংযোজক ও বিধেয়। কিন্তু বাক্যে শুধু দু'টি অংশ থাকে, যথা-উদ্দেশ্য ও বিধেয়। সংযোজক চিহ্নকে ব্যাকরণে বিধেয়ের অংশ বলে ধরা হয়।

(৩) যুক্তিবাক্যের প্রথমে উদ্দেশ্য, মাঝখানে সংযোজক এবং শেষে বিধেয় থাকে। কিন্তু বাক্যে উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের অবস্থান সম্পর্কে তেমন কোন ধরাবাঁধা নিয়ম নেই।

(৪) যুক্তিবাক্যের সংযোজক সব সময়ই বর্তমান কালসূচক হবে। কিন্তু বাক্যের ক্রিয়া যে কোন কালসূচক হতে পারে।

(৫) যুক্তিবাক্যের মাধ্যমে শুধুমাত্র মনের চিন্তা প্রকাশিত হয়, কিন্তু বাক্যের মাধ্যমে চিন্তা, অনুভূতি, ইচ্ছা, আবেগ, বিস্ময়, ইত্যাদি নানা প্রকার মনের ভাব প্রকাশিত হয়।

(৬) যুক্তিবাক্যের মধ্যে সত্য-মিথ্যার গুণ থাকে। কিছু বাক্যের মধ্যে কেবলমাত্র ঘোষক বাক্য ছাড়া অন্যান্য বাক্যে এ গুণ থাকে না। তাই তাদেরকে সত্যও বলা যায় না; মিথ্যাও বলা যায় না।

বাক্য ও যুক্তিবাক্য, অবধারণ ও যুক্তিবাক্য

অবধারণ ও যুক্তিবাক্য

দু'টি পদের মধ্যে কোন সম্পর্কের ভাষাগত প্রকাশকে যুক্তিবাক্য বলে। যেমন-সোনা হয় মূল্যবান। এখানে 'সোনা' ও 'মূল্যবান' এ দু'টি পদের মধ্যে একটা ভাষাগত সম্পর্ক প্রকাশ করা হয়েছে। অপরপক্ষে, দু'টি ধারণার মধ্যে সম্পর্কের মানসিক প্রকাশকে অবধারণ বা মানসিক বাক্য বলে। অবধারণের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে যুক্তিবিদ পি. কে. রায় বলেন, "একটি অবধারণ হচ্ছে দু'টি ধারণার মধ্যে কোন একটি সম্পর্কের মানসিক স্বীকৃতি।"

বাক্য ও যুক্তিবাক্য, অবধারণ ও যুক্তিবাক্য

অবধারণ ও যুক্তিবাক্য

যুক্তিবিদ টমাস বলেন, "একটি অবধারণকে সংজ্ঞায়িত করা যায় মনের একটি ক্রিয়া হিসেবে যার দ্বারা তা দুই বা ততোধিক ধারণাকে সংযুক্ত করে অথবা তাদেরকে কোন একটি সম্পর্কের সূত্রে আবদ্ধ করে।"

আমাদের মনে বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে ধারণা আছে। যেমন- সোনা, পারদ, মূল্যবান, কঠিন ইত্যাদি সম্বন্ধে ধারণা। এরূপ ধারণার দু'টিকে মনে মনে একত্রিকরণ করার প্রক্রিয়াকে অবধারণ বা মানসিক বাক্য বলে। অর্থাৎ অবধারণ হচ্ছে দু'টি ধারণার মানসিক সংযুক্তিকরণ। দু'টি ধারণাকে মনে মনে সংযুক্ত করতে যেয়ে আমরা কোন সময় তাদের মধ্যকার সম্পর্ককে স্বীকার করি, আবার কোন সময় অস্বীকার করি। আমরা 'সোনা' ও 'মূল্যবান' এ দু'টি ধারণার মধ্যে একটি সম্পর্ককে স্বীকার করে মনে মনে ভাবি-সোনা হয় মূল্যবান। আবার 'পারদ' ও 'কঠিন', এ দু'টি ধারণার মধ্যে সম্পর্ককে অস্বীকার করে মনে মনে ভাবি-পারদ নয় কঠিন। সুতরাং অবধারণ একটি মানসিক প্রক্রিয়া। অবধারণ মনের মধ্যেই গঠিত হয়।

বাক্য ও যুক্তিবাক্য, অবধারণ ও যুক্তিবাক্য

অবধারণ ও যুক্তিবাক্য

একটি অবধারণ যখন ভাষার মাধ্যমে প্রকাশিত হয় তখন তাকে যুক্তিবাক্য বলে। যুক্তিবাক্য হচ্ছে দু'টি পদের মধ্যে সম্পর্কের একটি ভাষাগত স্বীকৃতি বা অস্বীকৃতি। আর অবধারণ হচ্ছে দু'টি ধারণার মধ্যে সম্পর্কের একটি মানসিক স্বীকৃতি বা অস্বীকৃতি। অবধারণ হলো দুটি ধারণার একটি মানসিক মিলন। আর যুক্তিবাক্য হলো দু'টি পদের মধ্যে একটি ভাষাগত মিলন। অন্য কথায় অবধারণের ভাষাগত রূপ হলো যুক্তিবাক্য। তবে সব অবধারণই ভাষার মাধ্যমে প্রকাশিত হয় না। কোন কোন অবধারণ অপ্রকাশিত অবস্থায়ই মনের মধ্যে বিলীন হয়ে যায়। সুতরাং সব যুক্তিবাক্যই অবধারণ, কেননা যুক্তিবাক্য প্রথমে অবধারণরূপেই মনের মধ্যে সৃষ্টি হয়। কিন্তু সব অবধারণই যুক্তিবাক্য নয়, কেননা সব অবধারণই ভাষায় প্রকাশিত হয় না।

বাক্য ও যুক্তিবাক্য, অবধারণ ও যুক্তিবাক্য

অবধারণ ও যুক্তিবাক্য

যুক্তিবাক্য ও অবধারণের মধ্যে পার্থক্য নিম্নরূপ:

(ক) যুক্তিবাক্য হল দু'টি পদের মধ্যে সম্পর্কের বর্ণনা। আর অবধারণ হল দু'টি ধারণার মধ্যে মানসিক একত্রীকরণ।

(খ) অবধারণ হল একটি মানসিক প্রক্রিয়া এবং যুক্তিবাক্য হল অবধারণের ভাষায় প্রকাশিত প্রক্রিয়া।

(গ) যুক্তিবাক্যের তিনটি অংশ আছে। যথা-উদ্দেশ্য, সংযোজক ও বিধেয়। কিন্তু অবধারণের অনুরূপ কোন অংশ নেই।

(ঘ) যুক্তিবাক্যের একক হল পদ এবং অবধারণের একক হল ধারণা।

(ঙ) যুক্তিবাক্য হল যুক্তিবিদ্যার আলোচ্য বিষয় এবং অবধারণ হল মনোবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়।

(চ) যুক্তিবাক্য গঠনের নিয়ম আছে, অবধারণের কোন নিয়ম নেই।

বাক্য ও যুক্তিবাক্য, অবধারণ ও যুক্তিবাক্য

অবধারণ ও যুক্তিবাক্য

যুক্তিবাক্য ও অবধারণের মধ্যে পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও এদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। কেননা একটি অবধারণ যখন ভাষার মাধ্যমে প্রকাশ লাভ করে তখন সেটি যুক্তিবাক্যে পরিণত হয়।

কোন কোন যুক্তিবিদ অবধারণ ও যুক্তিবাক্যকে সমার্থক বলে মনে করেন। কেননা, অবধারণ হচ্ছে মনের গোপন চিন্তা আর যুক্তিবাক্য হচ্ছে মনের প্রকাশিত চিন্তা। তাই অনেক সময় একটি যুক্তিবাক্যকে অবধারণ এবং একটি অবধারণকে যুক্তিবাক্য বলা হয়। এ প্রসঙ্গে যুক্তিবিদ ল্যাটা ও ম্যাকবেথ বলেন, "যেহেতু প্রতিটি যুক্তিবাক্যই কোন একটি অবধারণের ভাষাগত প্রকাশ, সেহেতু মাঝে মাঝে একটি যুক্তিবাক্যকে একটি অবধারণ বলা সুবিধাজনক। এটা প্রায়ই বলা হয় এবং এতে আপত্তি থাকার কথা নয়।"

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

যুক্তিবিদ্যা ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৩ – যুক্তির উপাদান

টপিক – ০৭ যুক্তিবাক্যের গঠন

টপিক ০৭: যুক্তিবাক্যের গঠন

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

যুক্তিবাক্যের গঠন

যুক্তিবাক্যের গঠন

যুক্তিবাক্যে মোট তিনটি অংশ থাকে; যথা-উদ্দেশ্য, সংযোজক ও বিধেয়। যুক্তিবাক্যের যে পদ সম্বন্ধে কোন কিছু স্বীকার বা অস্বীকার করা হয় তাকে উদ্দেশ্য বলে। যে পদ দ্বারা উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কোন কিছু স্বীকার বা অস্বীকার করা হয় তাকে বিধেয় বলে। আর যে শব্দটি উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের মধ্যে সংযোগ সাধন করে তাকে সংযোজক বলে। যেমন- 'দুধ হয় সাদা'। এ যুক্তিবাক্যে 'দুধ' পদটি উদ্দেশ্য। কেননা এর সম্বন্ধে কিছু স্বীকার করা হয়েছে। 'সাদা' পদটি বিধেয়; কেননা একে উদ্দেশ্যের উপর আরোপ করা হয়েছে। 'হয়' শব্দটি সংযোজক, কেননা এর সাহায্যে উদ্দেশ্য ও বিধেয়কে সংযুক্ত করা হয়েছে। অনুরূপভাবে, 'মানুষ নয় চতুষ্পদ'। এ যুক্তিবাক্যে 'মানুষ' পদটি উদ্দেশ্য, 'চতুষ্পদ' পদটি বিধেয় এবং 'নয়' শব্দটি সংযোজক। সংযোজক একটি পদ নয়। এটি একটি সংযোগকারী চিহ্নমাত্র।

যুক্তিবাক্যের গঠন

যুক্তিবাক্যের গঠন

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, যুক্তিবাক্য বলতে আমরা সাধারণত নিরপেক্ষ যুক্তিবাক্যকেই বুঝে থাকি। একটি নিরপেক্ষ যুক্তিবাক্য সব সময় উদ্দেশ্য-সংযোজক-বিধেয় আকারে প্রকাশিত হয়। যেমন-মানুষ হয় মরণশীল, গরু হয় চতুষ্পদ, কাক হয় কালো ইত্যাদি। এ ধরনের যুক্তিবাক্য বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যুক্তিতে ব্যবহৃত হয়। তাই নিরপেক্ষ যুক্তিবাক্যের কথা মনে করেই আমরা যুক্তিবাক্যের সংজ্ঞা দিয়েছি এবং গঠন নিয়ে আলোচনা করেছি। কিন্তু নিরপেক্ষ যুক্তিবাক্য ছাড়া আরও দুই প্রকার যুক্তিবাক্য আছে; যথা-প্রাকল্পিক যুক্তিবাক্য ও বৈকল্পিক যুক্তিবাক্য। এদের গঠন ও প্রকৃতি ভিন্ন ধরনের! একটি প্রাকল্পিক যুক্তিবাক্য সাধারণত যদি-তবে/তাহলে আকারে প্রকাশিত হয়। যেমন-যদি বৃষ্টি হয়, তবে মাটি ভিজে যাবে; যদি সে পড়াশুনা করে, তাহলে সে পাস করবে ইত্যাদি। প্রাকল্পিক যুক্তিবাক্যে দু'টি অংশ থাকে, যথা-পূর্বগ ও অনুগ। পূর্বগ অংশে শর্ত থাকে এবং অনুগ অংশে বক্তব্য থাকে। অনুগ অংশ সব সময় পূর্বগ অংশকে অনুসরণ করে। একটি বৈকল্পিক যুক্তিবাক্য সাধারণত হয়-না হয় আকারে প্রকাশিত হয়। যেমন-লোকটি হয় সৎ, না হয় মূর্খ; কাপড়টি হয় সাদা, না হয় কালো ইত্যাদি। বৈকল্পিক যুক্তিবাক্যে একাধিক বিকল্প সম্ভাবনার উল্লেখ থাকে। এদের যে কোন একটি কোন ব্যক্তি বা বস্তু সম্মন্ধে মিথ্যা হলে অপরটি তার সম্মন্ধে সত্য হয়।

যুক্তিবাক্যের গঠন

যুক্তিবাক্যে সংযোজকের ভূমিকা

যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের মধ্যে সংযোগকারী চিহ্নকে সংযোজক বলে। সংযোজকের একমাত্র কাজ হলো যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের মধ্যে একটি সম্পর্কের সূচনা করা। সংযোজক কোন সময় এ সম্পর্ককে স্বীকার করে আবার কোন সময় অস্বীকার করে। সংযোজক ছাড়া উদ্দেশ্য ও বিধেয়কে সংযুক্ত করা যায় না। সংযোজক যুক্তিবাক্যের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। সংযোজক ছাড়া কোন বাক্যই যুক্তিবাক্যরূপে পরিচিত হয় না। যেমন- 'ফুলটি সুগন্ধযুক্ত'। এটি ব্যাকরণের একটি বাক্য, কিন্তু যুক্তিবাক্য নয়। এর মধ্যে একটি সংযোজক ব্যবহার করার পরই এটি একটি যুক্তিবাক্যে পরিণত হয়। যেমন- 'ফুলটি হয় সুগন্ধযুক্ত'। এটি একটি যুক্তিবাক্য। সুতরাং দেখা যায় যে, সংযোজক একটি যুক্তিবাক্যের পূর্ণাঙ্গ রূপ দান করে। তাই যুক্তিবাক্যে সংযোজকের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সংযোজকের ভূমিকা সম্পর্কে যুক্তিবিদ যোসেফ বলেন, "এর কাজ হচ্ছে উদ্দেশ্য ও বিধেয়কে যে একটি অবধারণের ঐক্যের অধীনে আনয়ন করা হয়েছে তা প্রকাশ করা; বিধেয়টি উদ্দেশ্য সম্পর্কে স্বীকৃত হয়েছে এবং উদ্দেশ্যটি বিধেয় দ্বারা গুণান্বিত হয়েছে-তাও প্রকাশ করা।"

যুক্তিবাক্যের গঠন

যুক্তিবাক্যে সংযোজকের প্রকৃতি

সংযোজকের প্রকৃতি বা স্বরূপ নিয়ে কয়েকটি প্রশ্নে যুক্তিবিদদের মধ্যে কিছুটা মতভেদ দেখা যায়। এ প্রসঙ্গে তিনটি প্রশ্নের আলোচনা দরকার।

প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে- সংযোজক কি শুধু বর্তমান কালের রূপ হবে, না যে কোন কালের রূপ হবে?

এ প্রশ্নের জবাবে হ্যামিলটন, ম্যানসেল, ফাউলার প্রমুখ যুক্তিবিদগণ বলেন যে, সংযোজক সব সময়ই বর্তমান কালসূচক চিহ্ন হবে। যেমন- হয়, হই, হও, হন ইত্যাদি। কিন্তু যুক্তিবিদ মিল মনে করেন যে, সংযোজক যে কোন কালসূচক চিহ্ন হতে পারে। যেমন-হয়, হবে, ছিল ইত্যাদি। এ প্রসঙ্গে আমরা বলতে পারি যে, সংযোজকের কাজ হচ্ছে দু'টি পদের মধ্যে সম্পর্ককে বর্ণনা করা। অর্থাৎ পদ দু'টির মধ্যে বর্তমানে কি সম্পর্ক আছে তা প্রকাশ করা। তাই কালের পরিবর্তনের সাথে এর কোন যোগাযোগ নেই। সুতরাং সংযোজক সব সময়েই বর্তমান কালসূচক চিহ্ন হবে। এ প্রসঙ্গে. যুক্তিবিদ পি. কে. রায় মন্তব্য করেন, "যেহেতু সংযোজক উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের মধ্যে কোন একটি সম্পর্ক প্রকাশ করে সেহেতু তা বিশেষ কোন ক্রিয়ার কালকে নির্দেশ করে না। এটা বিধেয়ের প্রতি আরোপিত হতে পারে এরূপ সময়ের উপাদান থেকে মুক্ত।"

যুক্তিবাক্যে সংযোজকের প্রকৃতি

দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে- সংযোজক কি সব সময় হাঁ-সূচক চিহ্ন হবে, না হাঁ-সূচক ও না-সূচক উভয় প্রকার চিহ্নই হবে?

এক্ষেত্রেও মতভেদ রয়েছে। অনেকে বলেন, সংযোজক সব সময়েই হাঁ-সূচক চিহ্ন হবে। তাঁদের মতে, কোন বাক্যে না-সূচক চিহ্ন থাকলে তাকে বিধেয়ের সাথে যুক্ত করে সংযোজককে হাঁ-সূচক ভাবেই দেখাতে হবে। যেমন-রশীদ নয় সৎ। এভাবে না বলে বলা উচিত-রশীদ হয় অ-সৎ। কিন্তু এ মতটি আদৌ গ্রহণযোগ্য নয়। না-সূচক চিহ্নকে বিধেয়ের সাথে যুক্ত করলেও বাক্যের অর্থের কোন পরিবর্তন হয় না। কাজেই দরকার বোধে সংযোজক হাঁ-সূচক অথবা না-সূচক উভয় প্রকারেরই হতে পারে।

যুক্তিবাক্যে সংযোজকের প্রকৃতি

তৃতীয় প্রশ্ন হচ্ছে- নিশ্চয়তার চিহ্নগুলো সংযোজকের অন্তর্ভুক্ত হবে কিনা?

এ ব্যাপারে কিছুটা মতবিরোধ থাকলেও বলা যায় যে, সংযোজকের কাজ হচ্ছে উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের মধ্যকার সম্পর্ক প্রকাশ করা। তাই সম্পর্কের মধ্যে কতটা নিশ্চয়তা আছে তাও সংযোজক নির্দেশ করে। সুতরাং নিশ্চয়তার চিহ্নগুলো যথা-অবশ্যই, নিশ্চয়ই, সম্ভবত, হতে পারে ইত্যাদি সংযোজক রূপে গণ্য হবে। যেমন- 'লোকটি অবশ্যই বোকা।' এখানে 'অবশ্যই' চিহ্নটি সংযোজক।

এখানে আরও একটি প্রসঙ্গ আলোচনা করা দরকার। সংযোজক শুধুমাত্র উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের মধ্যে একটি সম্পর্ককে প্রকাশ করে। কিন্তু উদ্দেশ্য বা বিধেয়ের অস্তিত্ব সম্পর্কে কোন কিছু স্বীকার বা অস্বীকার করে না। আমরা যখন বলি-আকাশ হয় নীল, তখন আমরা আকাশের অস্তিত্বের কথা কিছুই প্রকাশ করি না। আমরা শুধু আকাশ ও নীল রঙের মধ্যে একটা সম্পর্কের কথা প্রকাশ করি।

যুক্তিবাক্যের গঠন

যুক্তিবাক্যে সংযোজকের প্রকৃতি

উপরের আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে, বাংলা ভাষায় যুক্তিবাক্যে হয়, হই, হও, হন, নয়, নই, নও, নন, অবশ্যই হয়, অবশ্যই নয়, হতে পারে, নাও হতে পারে ইত্যাদি চিহ্নগুলো সংযোজকরূপে ব্যবহৃত হয়। সংক্ষেপে বলতে গেলে সংযোজক সব সময়ই 'হ' ধাতুর বর্তমান কালবোধক চিহ্ন হবে। সংযোজক ইতিবাচক বা নেতিবাচক যে কোন রূপের হতে পারে এবং প্রয়োজনবোধে সংযোজকের সাথে নিশ্চয়তাসূচক চিহ্ন যুক্ত হতে পারে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

যুক্তিবিদ্যা ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৩ – যুক্তির উপাদান

টপিক – ০৮ বাক্যের শ্রেণিবিভাগ

টপিক ০৮: বাক্যের শ্রেণিবিভাগ

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

বাক্যের শ্রেণিবিভাগ

এখানে উল্লেখযোগ্য যে আমরা সাধারণত বাক্য ও যুক্তিবাক্যকে সমার্থক বলে মনে করি। কিন্তু আসলে এরা গঠন বৈচিত্র্য ও ভাব বৈচিত্র্যের দিক দিয়ে আলাদা প্রকৃতির। সাধারণ বাক্য বিভিন্ন প্রকার হতে পারে। এগুলো নিয়ে ব্যাকরণে বিশদ আলোচনা থাকে। এদের মধ্যে অনেক বাক্যকেই যুক্তিবাক্যে ব্যবহারের সুযোগ নেই। তবে কিছু বর্ণনামূলক বা বিবৃতিবাচক বাক্য সরাসরি অথবা রূপান্তরিত অবস্থায় যুক্তিবাক্য হিসেবে যুক্তিতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আমরা জানি যে যুক্তির অন্যতম প্রধান উপাদান হচ্ছে যুক্তিবাক্য। তাই আমরা এ অনুচ্ছেদে ব্যাকরণসম্মত বাক্যের শ্রেণীবিভাগের সাথে সাথে যুক্তিবিদ্যা সম্মত যুক্তিবাক্যের শ্রেণীবিভাগ দেখানোই অধিক গুরুত্বপূর্ণ মনে করছি।

বাক্যের শ্রেণিবিভাগ

ব্যাকরণ সম্মত বাক্যকে সাধারণত পাঁচ ভাগ করা যায়। যথা- ১. বর্ণনামূলক বা বিবৃতিবাচক বাক্য, ২। প্রশ্নসূচক বাক্য, ৩। আদেশসূচক বাক্য ৪। ইচ্ছাসূচক বাক্য এবং ৫। বিস্ময়সূচক বাক্য।

বাক্যের শ্রেণিবিভাগ

বাক্যের শ্রেণিবিভাগ

১। বর্ণনামূলক বা বিবৃতিবাচক বাক্য

যে বাক্য দ্বারা দ্বারা কোনো কিছুর দোষ, গুণ, অবস্থা ইত্যাদি বর্ণনা বা বিবৃতি দেওয়া হয়, তাকে বর্ণনামূলক বা বিকৃতিবাচক বাক্য বলে। যেমন,

১। ছেলেটি ফুটবল খেলা করে।

২। আকাশ গভীর কালো মেঘে ঢাকা।

৩। নাইমা একজন মেধাবী ছাত্রী।

বাক্যের শ্রেণিবিভাগ

২। প্রশ্নসূচক বাক্য

যে বাক্য দ্বারা কোনো জবাব পাবার জন্য বা কিছু জানার জন্য কোনো প্রশ্ন করা হয় তাকে প্রশ্নসূচক বাক্য বলে। যেমন-.

১। তোমার নাম কি?

২। তুমি কী গান গাইতে পার?

৩। তুমি কি লেখাপড়ার জন্য বিদেশে যেতে চাও?

বাক্যের শ্রেণিবিভাগ

৩। আদেশসূচক বাক্য

যে বাক্য দ্বারা কারও প্রতি কোনো আদেশ, নির্দেশ বা উপদেশ দেওয়া হয় তাকে আদেশসূচক বাক্য বলে।

১। আমাকে এক কাপ চা দাও।

২। আজ কখনই বাড়ির বাইরে যাবে না।

৩। শরীর সুস্থ রাখার জন্য স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা জরুরি।

বাক্যের শ্রেণিবিভাগ

বাক্যের শ্রেণিবিভাগ

৪। ইচ্ছাসূচক বাক্য

যে বাক্য দ্বারা মনে কোনো কামনা বা বাসনা পূরণের ইচ্ছা প্রকাশ করা হয় তাকে ইচ্ছাসূচক বাক্য বলে।

১। খোদা তোমায় দীর্ঘজীবন দান করুন।

২। তুমি যেন পরীক্ষায় ভালোভাবে পাস করো।

৩। জীবনে তুমি সফলতা অর্জন করো।

বাক্যের শ্রেণিবিভাগ

৫। বিস্ময়সূচক বাক্য

যে বাক্য দ্বারা কোনো কিছুর প্রতি আবেগ বা বিস্ময় প্রকাশ করা হয় তাকে বিস্ময়সূচক বাক্য বলে। যেমন-

১। হায়, তোমার একি অবস্থা।

২। আহা, লোকটির ঘর পুড়ে ছাই হয়ে গেল।

৩। উহ্, এ দৃশ্য সহ্য করার মতো নয়।

উপরোক্ত বাক্যগুলোর মধ্যে বিকৃতিবাচক বাক্য ছাড়া অন্যগুলোর যুক্তিতে ব্যবহারের তেমন সুযোগ নেই। শুধুমাত্র বিবৃতিবাচক বাক্যই যুক্তিতে ব্যবহৃত হয়। তবে সেরূপ একটি বাক্যকে যুক্তি বাক্যের আকারে থাকা চাই। নইলে তাকে যুক্তিবাক্যের আকারে রূপান্তরিত করার পর যুক্তিতে ব্যবহার করা হয়।

বাক্যের শ্রেণিবিভাগ

গঠন অনুসারে বিভাগ

গঠন অনুসারে যুক্তিবাক্যকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-সরল ও যৌগিক যুক্তিবাক্য।

১। সরল যুক্তিবাক্য (Simple Proposition)

যে যুক্তিবাক্যে একটি মাত্র বক্তব্য থাকে তাকে সরল যুক্তিবাক্য বলে। সরল যুক্তিবাক্যে একটি মাত্র উদ্দেশ্য এবং একটি মাত্র বিধেয় থাকে। যেমন-'মতিন হয় বুদ্ধিমান।' এ যুক্তিবাক্যে উদ্দেশ্য হচ্ছে 'মতিন' এবং বিধেয় হচ্ছে 'বুদ্ধিমান।' এদের মাঝে একটি মাত্র বক্তব্য নিহিত আছে। সুতরাং এটি একটি সরল যুক্তিবাক্য।

বাক্যের শ্রেণিবিভাগ

গঠন অনুসারে বিভাগ

২। যৌগিক যুক্তিবাক্য (Compound Proposition)

যে যুক্তিবাক্যে একাধিক বক্তব্য থাকে তাকে যৌগিক যুক্তিবাক্য বলে। যৌগিক যুক্তিবাক্যে একাধিক উদ্দেশ্য ও একাধিক বিধেয় থাকে। এখানে দুই বা ততোধিক সরল যুক্তিবাক্যকে একসাথে মিলিতভাবে একটি বাক্যের আকারে প্রকাশ করা হয়। যেমন-'কামাল ও বিমল হয় চালাক।' এটি একটি যৌগিক যুক্তিবাক্য। এর মধ্যে দু'টি উদ্দেশ্য আছে; যথা-কামাল ও বিমল। এ যুক্তিবাক্যটিকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, এর মধ্যে দু'টি সরল যুক্তিবাক্য নিহিত আছে; যথা-

১। কামাল হয় চালাক এবং

২। বিমল হয় চালাক।

বাক্যের শ্রেণিবিভাগ

গঠন অনুসারে বিভাগ

যৌগিক যুক্তিবাক্যকে আবার মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-সংযোজক, বিযোজক ও যোগাত্মক।

(ক) সংযোজক যুক্তিবাক্য (Copulative Proposition) :

যে যৌগিক যুক্তিবাক্যের অন্তর্গত সবগুলো সরল যুক্তিবাক্যই সদর্থক তাকে সংযোজক যুক্তিবাক্য বলে। যেমন- 'লোকটি সৎ ও বুদ্ধিমান।' এ যুক্তিবাক্যটি দু'টি সদর্থক যুক্তিবাক্যের সমন্বয়ে গঠিত। যথা- 'লোকটি হয় সৎ' এবং 'লোকটি হয় বুদ্ধিমান।'

(খ) বিযোজক যুক্তিবাক্য (Remotive Proposition) :

যে যৌগিক যুক্তিবাক্যের অন্তর্গত সবগুলো সরল যুক্তিবাক্যই নঞর্থক তাকে বিযোজক যুক্তিবাক্য বলে। যেমন-'মতিন সৎও নয় বুদ্ধিমানও নয়'। এ যুক্তিবাক্যটি দু'টি নঞর্থক যুক্তিবাক্যের সংমিশ্রণে গঠিত। যথা-'মতিন নয় সৎ' এবং 'মতিন নয় বুদ্ধিমান।'

(গ) যোগাত্মক যুক্তিবাক্য (Exponsible Propoition) :

বাক্যের শ্রেণিবিভাগ

গঠন অনুসারে বিভাগ

যে যৌগিক যুক্তিবাক্যের অন্তর্গত একটি যুক্তিবাক্য সদর্থক এবং অপরটি নঞর্থক তাকে যোগাত্মক যুক্তিবাক্য বলে। যোগাত্মক যুক্তিবাক্যকে গঠনের দিক থেকে একটি সরল যুক্তিবাক্য বলে মনে হয়। কিন্তু এর অর্থ বিশ্লেষণ করলে এর মধ্যে দু'টি সরল যুক্তিবাক্যের সন্ধান পাওয়া যায় যাদের একটি সদর্থক এবং অপরটি নঞর্থক। যেমন- 'কেবলমাত্র সৎ লোকই সুখী।' এ যুক্তিবাক্যটির মধ্যে প্রকৃতপক্ষে দু'টি পৃথক যুক্তিবাক্য রয়েছে। যথা-'কিছু সৎ লোক হয় সুখী' এবং 'কোন অসৎ লোক নয় সুখী।' আবার, 'পারদ ছাড়া সব ধাতুই শক্ত।' এ বাক্যটির মধ্যেও দু'টি পৃথক বাক্য নিহিত আছে। যথা- 'সব ধাতু হয় শক্ত' এবং 'পারদ নয় শক্ত।'

বাক্যের শ্রেণিবিভাগ

সম্বন্ধ অনুসারে বিভাগ

সম্মন্ধ অনুসারে যুক্তিবাক্যকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-নিরপেক্ষ ও সাপেক্ষ যুক্তিবাক্য।

১। নিরপেক্ষ যুক্তিবাক্য (Categorical Proposition) :

যে যুক্তিবাক্যে উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের মধ্যকার সম্পর্ক শর্তহীনভাবে প্রকাশিত হয়, তাকে নিরপেক্ষ যুক্তিবাক্য বলে। নিরপেক্ষ যুক্তিবাক্যে বিধেয় দ্বারা কোন শর্ত ছাড়াই উদ্দেশ্য সম্মন্ধে কোন কিছু স্বীকার করা হয়। যেমন- 'মধু হয় মিষ্টি'। এ যুক্তিবাক্যে মধুর মিষ্টতার ব্যাপারে কোন শর্ত নেই। আবার, 'লোহা নয় তরল।' এখানেও কোন শর্ত ছাড়াই তরল কথাটিকে লোহার বেলায় অস্বীকার করা হয়েছে। সুতরাং উপরোক্ত দু'টি যুক্তিবাক্যই নিরপেক্ষ যুক্তিবাক্য।

২। সাপেক্ষ যুক্তিবাক্য (Conditional Proposition) :

যে যুক্তিবাক্যে কোন শর্ত সাপেক্ষে উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কোন কিছু স্বীকার বা অস্বীকার করা হয়, তাকে সাপেক্ষ যুক্তিবাক্য বলে। সাপেক্ষ যুক্তিবাক্যে উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের মধ্যকার সম্পর্ক সব সময়েই একটি শর্তের অধীনে ন্যস্ত থাকে। যেমন- 'যদি তুমি পরিশ্রম কর, তাহলে তুমি কৃতকার্য হবে।' এখানে কৃতকার্য হওয়া ব্যাপারটি পরিশ্রম করা শর্তের উপর নির্ভরশীল।

বাক্যের শ্রেণিবিভাগ

সম্বন্ধ অনুসারে বিভাগ

সাপেক্ষ যুক্তিবাক্য আবার দু'ভাগে বিভক্ত। যথা-প্রাকল্পিক ও বৈকল্পিক যুক্তিবাক্য।

(ক) প্রাকল্পিক যুক্তিবাক্য (Hypothetical Proposition) :

যে সাপেক্ষ যুক্তিবাক্যে 'যদি তাহলে' বা অনুরূপ অর্থ প্রকাশক কোন শব্দ দ্বারা শর্ত উল্লেখ করা হয় তাকে প্রাকল্পিক যুক্তিবাক্য বলে। প্রাকল্পিক যুক্তিবাক্য এক প্রকার সাপেক্ষ যুক্তিবাক্য। এতে কোন কিছুর স্বীকৃতি বা অস্বীকৃতি স্পষ্টভাবে অপর একটি শর্তের উপর নির্ভর করে। যেমন-যদি সে আসে, তাহলে আমি যাব। এ যুক্তিবাক্যে আমার যাওয়া কাজটি তার আসা শর্তটির উপর নির্ভরশীল।

প্রাকল্পিক যুক্তিবাক্যে দু'টি অংশ থাকে, যথা- পূর্বগ ও অনুগ। প্রাকল্পিক যুক্তিবাক্যের যে অংশে শর্ত থাকে তাকে পূর্বগ এবং যে অংশে বক্তব্য থাকে তাকে অনুগ বলে। পূর্বগ কথাটির অর্থ হলো যা আগে আসে এবং অনুগ কথাটির অর্থ হলো যা পরে আসে। প্রাকল্পিক যুক্তিবাক্যের শর্তের অংশ সব সময়ই আগে থাকে, তাই তাকে পূর্বগ বলে। আর বক্তব্যের অংশ পরে থাকে, তাই তাকে অনুগ বলে।

বাক্যের শ্রেণিবিভাগ

সম্বন্ধ অনুসারে বিভাগ

তাছাড়া এরূপ যুক্তিবাক্যে পূর্বগ ও অনুগের মধ্যে একটা অনিবার্য সম্পর্ক বিদ্যমান। যদি পূর্বগ ঘটে তাহলেই অনুগ ঘটে। অর্থাৎ অনুগটি পূর্বগটির উপরই নির্ভরশীল। যেমন- যদি বৃষ্টি হয়, তাহলে ফসল ভাল হবে। এ যুক্তিবাক্যে 'যদি বৃষ্টি হয়'-এ অংশ পূর্বগ। কারণ এ অংশেই শর্ত নিহিত আছে এবং এ অংশই আগে আছে। আর 'তাহলে ফসল ভাল হবে'-অংশই অনুগ। কারণ এ অংশেই বক্তব্য নিহিত আছে এবং এ অংশই পরে আছে।

বাক্যের শ্রেণিবিভাগ

সম্বন্ধ অনুসারে বিভাগ

(খ) বৈকল্পিক যুক্তিবাক্য (Disjunctive Proposition):

যে সাপেক্ষ যুক্তিবাক্যে একাধিক বিকল্প সম্ভাবনার উল্লেখ থাকে এবং এগুলোকে 'হয়- না হয়' আকারে প্রকাশ করা হয় তাকে বৈকল্পিক যুক্তিবাক্য বলে। এরূপ যুক্তিবাক্যে পরিষ্কারভাবে কোন শর্তের নির্দেশ থাকে না। এখানে সাধারণত দু'টি পৃথক বিকল্প সম্ভাবনাকে কোন ব্যক্তি বা বস্তুর প্রতি নির্দেশ করা হয়। এ দু'টি বিকল্পের মধ্যে যে কোন একটি উক্ত ব্যক্তি বা বস্তুর বেলায় সত্য হয় অপরটি মিথ্যা হয়। যেমন- 'লোকটি হয় সৎ না হয় বোকা।' এটি একটি বৈকল্পিক যুক্তিবাক্য। এ যুক্তিবাক্যে লোকটি সৎ না বোকা তা স্পষ্ট করে কিছুই বলা হয়নি। এখানে শুধু বলা হয়েছে যে, সৎ ও বোকা এ দু'টি বিকল্পের মধ্যে যে-কোন একটি লোকটির বেলায় সত্য হবে। তবে কোন্টি সত্য হবে তার কোন ইঙ্গিত এর মধ্যে নেই। বৈকল্পিক যুক্তিবাক্য একটি সাপেক্ষ যুক্তিবাক্য বলে বিবেচিত। আপাতদৃষ্টিতে এর মধ্যে কোন শর্তের ইঙ্গিত না থাকলেও একে বিশ্লেষণ করলে একাধিক প্রাকল্পিক যুক্তিবাক্যের সন্ধান পাওয়া যায়।

বাক্যের শ্রেণিবিভাগ

সম্বন্ধ অনুসারে বিভাগ

বৈকল্পিক যুক্তিবাক্যের তাৎপর্য

বৈকল্পিক যুক্তিবাক্যের তাৎপর্য নিয়ে যুক্তিবিদদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে।

যুক্তিবিদ উইবারওয়েগ ও তাঁর অনুসারীদের মতে বৈকল্পিক যুক্তিবাক্যের বিকল্প দু'টি পরস্পর বিচ্ছেদক। কাজেই তাদের মধ্যে একটি সত্য হলে অপরটি মিথ্যা হবে এবং একটি মিথ্যা হলে অপরটি সত্য হবে। তাঁদের মতে, একটি বৈকল্পিক যুক্তিবাক্যকে বিশ্লেষণ করলে চারটি পৃথক প্রাকল্পিক যুক্তিবাক্য পাওয়া যায়। যেমন-'রাজহাঁসটি হয় সাদা, না হয় কালো।' এ বাক্যটিকে বিশ্লেষণ করলে নিম্নের প্রাকল্পিক বাক্যগুলো পাওয়া যায় :

১। যদি রাজহাঁসটি সাদা হয়, তাহলে তা কালো নয়।

২। যদি রাজহাঁসটি কালো হয়, তাহলে তা সাদা নয়।

৩। যদি রাজহাঁসটি সাদা না হয়, তাহলে তা কালো।

৪। যদি রাজহাঁসটি কালো না হয়, তাহলে তা সাদা।

বাক্যের শ্রেণিবিভাগ

সম্বন্ধ অনুসারে বিভাগ

অপরপক্ষে, যুক্তিবিদ মিল ও তাঁর অনুসারীদের মতে বৈকল্পিক যুক্তিবাক্যের বিকল্প দু'টি যে সব সময় পরস্পর বিচ্ছেদক হবে এমন কোন বাঁধাধরা কথা নেই। কাজেই বিকল্প দু'টির একটি মিথ্যা হলে অপরটি সত্য হবে, কিন্তু বিপরীতক্রমে নয়। এ মত অনুসারে একটি বৈকল্পিক বাক্যকে বিশ্লেষণ করলে মাত্র দু'টি প্রাকল্পিক বাক্য পাওয়া যায়।

যেমন-'লোকটি হয় সৎ, না হয় বোকা।' এ বাক্য থেকে আমরা পাই-

১। লোকটি যদি সৎ না হয়, তাহলে সে বোকা।

২। লোকটি যদি বোকা না হয়, তাহলে সে সৎ।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, বৈকল্পিক যুক্তিবাক্যের বিকল্প দু'টি যদি পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়, তাহলে তাদের মধ্যে একটি সত্য হলে অন্যটি মিথ্যা হবে, একটি মিথ্যা হলে অন্যটি সত্য হবে, যেমন- সৎ-অসৎ, চালাক-বোকা, সাদা-কালো, সত্যবাদী-মিথ্যাবাদী ইত্যাদি বিকল্পগুলো পরস্পর বিচ্ছিন্ন। এরূপ গুণ একই সঙ্গে একই ব্যক্তি বা বস্তুতে থাকতে পারে না, কিন্তু যদি বিকল্পগুলো পরস্পর বিচ্ছিন্ন না হয়, তাহলে তাদের মধ্যে একটি মিথ্যা হলে অপরটি সত্য হবে, কিন্তু একটি সত্য হলে অপরটি মিথ্যা নাও হতে পারে।

বাক্যের শ্রেণিবিভাগ

সম্বন্ধ অনুসারে বিভাগ

যেমন- ভীরু-মূর্খ, সৎ-বুদ্ধিমান ইত্যাদি। এরূপ বিকল্প পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়। এরা একই সাথে একই ব্যক্তিতে অবস্থান করতে পারে। যে লোক ভীরু সে লোকই মূর্খ হতে পারে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, কোন কোন সময় উইবারওয়েগের মত প্রযোজ্য, আবার কোন কোন সময় মিলের মত প্রযোজ্য। কোন্ মতটি গ্রহণযোগ্য হবে তা নির্ভর করে বিকল্প দু'টির প্রকৃতির উপর। বিকল্প দু'টি পরস্পর বিচ্ছেদক হলে উইবারওয়েগের মতই গ্রহণযোগ্য। আর পরস্পর বিচ্ছেদক না হলে মিলের মতটি গ্রহণযোগ্য।

বাক্যের শ্রেণিবিভাগ

গুণ অনুসারে বিভাগ

গুণ অনুসারে যুক্তিবাক্যকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-সদর্থক ও নঞর্থক যুক্তিবাক্য।

(১) সদর্থক যুক্তিবাক্য (Affirmative Proposition) :

যে যুক্তিবাক্যের বিধেয় পদ দ্বারা উদ্দেশ্য পদ সম্বন্ধে কোন কিছু স্বীকার করা হয় তাকে সদর্থক বা ইতিবাচক যুক্তিবাক্য বলে। এরূপ যুক্তিবাক্যে উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের মধ্যে একটা মিল বা সঙ্গতি থাকে। যেমন- 'মানুষ হয় মরণশীল।' এ যুক্তিবাক্যে 'মরণশীল' বিধেয়টিকে 'মানুষ' উদ্দেশ্য সম্মন্ধে স্বীকার করা হয়েছে। আবার 'গরু হয় চতুষ্পদ।' এ যুক্তিবাক্যে চতুষ্পদ কথাটিকে গরু সম্বন্ধে স্বীকার করা হয়েছে। সুতরাং যুক্তিবাক্যদ্বয় সদর্থক। সদর্থক যুক্তিবাক্যের সংযোজক সব সময়ই একটি হাঁ-সূচক চিহ্ন; যথা-হয়, হই, হও, হন ইত্যাদি। কাজেই একটি যুক্তিবাক্য সদর্থক কিনা তা সংযোজক দেখেই চেনা যায়। যে যুক্তিবাক্যের সংযোজক সদর্থক সে যুক্তিবাক্যটিও সদর্থক। যেমন- 'জলিল হয় অজ্ঞানী।' এ যুক্তিবাক্যটি সদর্থক কারণ এর সংযোজকটি একটি হাঁ-সূচক চিহ্ন। এখানে 'অজ্ঞানী' কথাটিকে জলিলের বেলায় স্বীকার করা হয়েছে।

বাক্যের শ্রেণিবিভাগ

গুণ অনুসারে বিভাগ

(২) নঞর্থক যুক্তিবাক্য (Negative Proposition) :

যে যুক্তিবাক্যে বিধেয় পদ দ্বারা উদ্দেশ্য পদ সম্বন্ধে কিছু অস্বীকার করা হয় তাকে নঞর্থক বা নেতিবাচক যুক্তিবাক্য বলে। এরূপ যুক্তিবাক্যে উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের মধ্যে কোন মিল বা সঙ্গতি থাকে না। কাজেই এখানে বিধেয় যে উদ্দেশ্যের উপর আরোপিত নয় একথাই প্রকাশ করা হয়। যেমন- মানুষ নয় নিখুঁত। এ যুক্তিবাক্যে নিখুঁত কথাটিকে মানুষের বেলায় অস্বীকার করা হয়েছে। আবার 'কুইনাইন নয় মিষ্টি।' এ যুক্তিবাক্যে 'মিষ্টি' কথাটিকে কুইনাইনের ক্ষেত্রে অস্বীকার করা হয়েছে। সুতরাং যুক্তিবাক্য দু'টি নঞর্থক। নঞর্থক যুক্তিবাক্যের সংযোজক সব সময়ই না-সূচক চিহ্ন; যথা-নয়, নই, নও, নন ইত্যাদি। কাজেই একটি যুক্তিবাক্য নঞর্থক কিনা তা সংযোজক দেখেই চেনা যায়। যে যুক্তিবাক্যের সংযোজক নঞর্থক সে যুক্তিবাক্যটিও নঞর্থক। তবে কোন যুক্তিবাক্যে না-সূচক চিহ্নটি যদি বিধেয়ের সাথে যুক্ত থাকে এবং সংযোজকটি যদি হাঁ-সূচক হয়, তাহলে যুক্তিবাক্যটি সদর্থক হবে। যেমন- 'মুনির নয় সৎ' এ যুক্তিবাক্যটি নঞর্থক। কিন্তু 'মুনির হয় অ-সৎ' এ যুক্তিবাক্যটি সদর্থক।

বাক্যের শ্রেণিবিভাগ

গুণ অনুসারে বিভাগ

প্রাকল্পিক যুক্তিবাক্যের গুণ

প্রাকল্পিক যুক্তিবাক্যে পূর্বগের অংশে শর্ত থাকে, আর অনুগের অংশে বক্তব্য থাকে। যেহেতু বক্তব্যের অংশই আসল অংশ সেহেতু এরূপ যুক্তিবাক্যের গুণ নির্ভর করে অনুগ অংশের উপর। অর্থাৎ প্রাকল্পিক যুক্তিবাক্যের অনুগ সদর্থক হলে সমগ্র যুক্তিবাক্যটিই সদর্থক হবে। আর অনুগ নঞর্থক হলে সমগ্র যুক্তিবাক্যটিই নঞর্থক হবে। যেমন-

সদর্থক:

১। যদি তুমি পরিশ্রম কর, তাহলে তুমি কৃতকার্য হবে।

২। যদি তুমি ভুল না কর, তাহলে তুমি পাস করবে।

নঞর্থক:

১। যদি সে আসে, তাহলে আমি যাব না।

২। যদি বৃষ্টি না হয়, তাহলে ফসল ভাল হবে না।

বাক্যের শ্রেণিবিভাগ

গুণ অনুসারে বিভাগ

বৈকল্পিক যুক্তিবাক্যের গুণ

বৈকল্পিক যুক্তিবাক্যের বেলায় গুণের কোন ভেদাভেদ নেই। বৈকল্পিক যুক্তিবাক্য সব সময়ই সদর্থক। এর কোন নঞর্থক রূপ নেই। বৈকল্পিক যুক্তিবাক্যে দু'টি বিকল্প সম্ভাবনার উল্লেখ থাকে। এ দু'টি বিকল্প এমন ধরনের হয় যে, তাদের একটি অবশ্যই সত্য হবে। অর্থাৎ একটিকে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে। যেমন-'লোকটি হয় সৎ, না হয় নির্বোধ।' এ বাক্যটি সদর্থক। কিন্তু লোকটি সৎও নয়, নির্বোধও নয়'-এরূপ বাক্য আদৌ বৈকল্পিক যুক্তিবাক্য নয়। কারণ এখানে কোন বিকল্প সম্ভাবনার উল্লেখ নেই। এখানে দু'টি কথাকেই অস্বীকার করা হয়েছে।

বাক্যের শ্রেণিবিভাগ

পরিমাণ অনুসারে বিভাগ

(ঘ) পরিমাণ অনুসারে বিভাগ

পরিমাণ অনুসারে যুক্তিবাক্যকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-সার্বিক ও বিশেষ যুক্তিবাক্য।

(১) সার্বিক বা সামান্য যুক্তিবাক্য (Universal Proposition) :

যে যুক্তিবাক্যে সমগ্র উদ্দেশ্য সম্পর্কে বা উদ্দেশ্যের সম্পূর্ণ ব্যক্ত্যর্থ সম্পর্কে কোন কিছু স্বীকার বা অস্বীকার করা হয় তাকে সার্বিক বা সামান্য যুক্তিবাক্য বলে। এরূপ যুক্তিবাক্যে বিধেয়কে সমগ্র উদ্দেশ্যের উপর আরোপ করা হয়। যেমন- "সকল গরু হয় চতুষ্পদ"-এ যুক্তিবাক্যে চতুষ্পদ বিধেয়টিকে সমগ্র 'গরু' শ্রেণীর ক্ষেত্রে স্বীকার করা হয়েছে। আবার, 'কোন কাক নয় লাল'-এ যুক্তিবাক্যে 'লাল' বিধেয়টিকে সমগ্র কাক শ্রেণীর বেলায় অস্বীকার করা হয়েছে। সুতরাং দু'টি যুক্তিবাক্যই সার্বিক।

সার্বিক যুক্তিবাক্য যদি সদর্থক হয়, তাহলে তার গোড়ায় সকল, সব, সমস্ত ইত্যাদি চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। আর সার্বিক যুক্তিবাক্য যদি নঞর্থক হয়, তাহলে তার গোড়ায় 'কোন' চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। তবে যে সমস্ত ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য একক ব্যক্তি বা বস্তু সে সমস্ত ক্ষেত্রে উপরের কোন চিহ্ন ব্যবহার করার দরকার করে না। যেমন- 'তপন হয় বুদ্ধিমান।' এ যুক্তিবাক্যটিও সার্বিক।

বাক্যের শ্রেণিবিভাগ

পরিমাণ অনুসারে বিভাগ

(২) বিশেষ যুক্তিবাক্য (Particular Proposition) :

যে যুক্তিবাক্যে উদ্দেশ্যের আংশিক ব্যক্ত্যর্থ সম্পর্কে কোন কিছু স্বীকার বা অস্বীকার করা হয় তাকে বিশেষ যুক্তিবাক্য বলে। এরূপ যুক্তিবাক্যে বিধেয়টি সমগ্র উদ্দেশ্যের উপর আরোপিত না হয়ে তার অংশবিশেষের উপর আরোপিত হয়। যেমন-'কিছু ছাত্র হয় মেধাবী' এ যুক্তিবাক্যে 'মেধাবী' কথাটিকে ছাত্র শ্রেণীর এক অংশের ক্ষেত্রে স্বীকার করা হয়েছে। আবার, 'কোন কোন মানুষ নয় সৎ"-এ যুক্তিবাক্যে 'সৎ' কথাটিকে কিছু সংখ্যক মানুষের ক্ষেত্রে অস্বীকার করা হয়েছে। সুতরাং দু'টি যুক্তিবাক্যই বিশেষ যুক্তিবাক্য।

বিশেষ যুক্তিবাক্যে সাধারণত কিছু, কোন কোন, কতিপয়, কতক ইত্যাদি চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। তবে এদের মধ্যে 'কিছু' চিহ্নটিই অধিক প্রচলিত। (যুক্তিবিদ্যায় 'কিছু' শব্দটি একটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়। সাধারণভাবে আমরা 'কিছু' বলতে মোট সংখ্যার মধ্যে একটি নগণ্য সংখ্যাকে বুঝি। কিন্তু যুক্তিবিদ্যায় 'কিছু'-এর পরিধি অনেকটা ব্যাপক। মোট সংখ্যা যদি ১০০ হয়, তাহলে তার মধ্যে ১ থেকে ৯৯ পর্যন্ত যে কোন সংখ্যার বেলায় 'কিছু' ব্যবহার করা চলে।)

বাক্যের শ্রেণিবিভাগ

পরিমাণ অনুসারে বিভাগ

বিশিষ্ট বা একক যুক্তিবাক্য

সার্বিক ও বিশেষ যুক্তিবাক্য ছাড়াও আর এক প্রকারের যুক্তিবাক্য আছে যাকে বিশিষ্ট বা একক যুক্তিবাক্য বলা হয়। যে যুক্তিবাক্যে বিধেয়টি একটিমাত্র ব্যক্তি বা বস্তুর উপর আরোপিত হয় অর্থাৎ, যে যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য বিশিষ্ট পদ তাকে বিশিষ্ট বা একক যুক্তিবাক্য বলে। যেমন- 'রশিদ হয় চতুর', 'ঢাকা হয় একটি বড় শহর', 'এ বইটি হয় নতুন' ইত্যাদি। এ যুক্তিবাক্যগুলোর প্রতি ক্ষেত্রেই উদ্দেশ্য পদ দ্বারা একটিমাত্র ব্যক্তি বা বস্তুকে বোঝাচ্ছে। কাজেই বাক্যগুলো সবই বিশিষ্ট যুক্তিবাক্য।

বিশিষ্ট যুক্তিবাক্য কখনও সার্বিক আবার কখনও বিশেষ যুক্তিবাক্য হিসেবে গণ্য হয়। যে বিশিষ্ট যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য পদটি নির্দিষ্ট অর্থাৎ উদ্দেশ্য দ্বারা নির্দিষ্টভাবে কোন ব্যক্তি বা বস্তুকে বোঝায় তাকে সার্বিক যুক্তিবাক্য বলে ধরা হয়। যেমন-'খালিদ হয় সাহসী', 'পারদ হয় তরল' ইত্যাদি। কিন্তু যে বিশিষ্ট যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য নির্দিষ্ট নয় তাকে বিশেষ যুক্তিবাক্য বলে ধরা হয়। যেমন-'একটি লোক হয় সাহসী', 'একটি ধাতু হয় তরল' ইত্যাদি।

বাক্যের শ্রেণিবিভাগ

পরিমাণ অনুসারে বিভাগ

প্রাকল্পিক যুক্তিবাক্যের পরিমাণ

পরিমাণ অনুসারে প্রাকল্পিক যুক্তিবাক্য সার্বিকও হতে পারে, বিশেষও হতে পারে। প্রাকল্পিক যুক্তিবাক্যের পরিমাণ নির্ভর করে পূর্বগটির উপরে। কোন প্রাকল্পিক বাক্যে যদি অনুগ সকল ক্ষেত্রে পূর্বগকে অনুসরণ করে তাহলে বাক্যটি সামান্য হবে; যথা-যদি জন্ম হয় তবে মৃত্যু হয়। এখানে অনুগটি সর্বদা অনিবার্যভাবে পূর্বগকে অনুসরণ করে। কাজেই এতে পরিমাণ সূচক চিহ্ন ব্যবহার করলে এটা দাঁড়াবে- সকল ক্ষেত্রে যদি জন্ম হয়, তবে মৃত্যু হয়। অপরপক্ষে, কোন প্রাকলিক বাক্যে যদি অনুগটি কিছু কিছু ক্ষেত্রে পূর্বগকে অনুসরণ করে তাহলে বাক্যটি বিশেষ বাক্য হবে; যথা-যদি মেঘ হয়, তবে বৃষ্টি হয়। এ বাক্যের তাৎপর্য এ যে, বৃষ্টি সব সময় মেঘকে অনুসরণ করে না।

সুতরাং পরিমাণগত দিক থেকে এটা হবে- কিছু ক্ষেত্রে যদি মেঘ হয়, তবে বৃষ্টি হয়।

বাক্যের শ্রেণিবিভাগ

নিশ্চয়তা অনুসারে বিভাগ

নিশ্চয়তা অনুসারে যুক্তিবাক্যকে তিনভাগে ভাগ করা যায়। যথা-অনিবার্য, বিবরণিক ও সম্ভাব্য যুক্তিবাক্য।

(১) অনিবার্য যুক্তিবাক্য (Necessary Proposition) :

যে যুক্তিবাক্যে উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের মধ্যে কোন অনিবার্য সম্পর্ক স্বীকার বা অস্বীকার করা হয় তাকে অনিবার্য যুক্তিবাক্য বলে। এরূপ যুক্তিবাক্যে উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের মধ্যকার সম্পর্ক তাদের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। কাজেই এ সম্পর্কের মধ্যে সর্বাধিক মাত্রায় নিশ্চয়তা পাওয়া যায়। যেমন-'দুই আর দুই হয় চার', 'লোকটি অবশ্যই সৎ ইত্যাদি বাক্যগুলো অনিবার্য যুক্তিবাক্য। বাক্যগুলোর মধ্যে যে সম্পর্ক ব্যক্ত হয়েছে তাদের স্বত্যতা সম্পর্কে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। বাক্যগুলো সবচেয়ে বেশি নিশ্চিত। সুতরাং অনিবার্য যুক্তিবাক্য অনিবার্যভাবেই সত্য। এরা সত্যতার পূর্ণ বা চরম নিশ্চয়তা দান করে।

বাক্যের শ্রেণিবিভাগ

নিশ্চয়তা অনুসারে বিভাগ

(২) বিবরণিক যুক্তিবাক্য (Assertory Proposition) :

যে যুক্তিবাক্যে উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের মধ্যকার সম্পর্ক তাদের প্রকৃতির উপর নির্ভর না করে আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে তাকে বিবরণিক যুক্তিবাক্য বলে। এরূপ বাক্যে প্রকাশিত বক্তব্যের সত্যতা আমাদের অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে। ফলে এর সত্যতা সম্বন্ধে আমরা জোর দিয়ে কিছু বলি না, আবার কোন সন্দেহও পোষণ করি না। খুব স্বাভাবিক সুরেই সম্পর্কের বিবরণ দান করি। যেমন- 'কাক হয় কালো', 'লোকটি হয় বিদ্বান', 'তেঁতুল হয় টক' ইত্যাদি। এ বাক্যগুলোতে যে সম্পর্ক বিবৃত হয়েছে তা আমাদের অভিজ্ঞতার উপর নির্ভরশীল। এদের মধ্যে কোন অনিবার্য সম্পর্ক স্থাপিত হয়নি। ফলে এসব বাক্য সাধারণত সত্য হলেও পূর্ণ নিশ্চয়তা দিতে পারে না। বিবরণিক যুক্তিবাক্য নিশ্চয়তার দিক থেকে দ্বিতীয়। অর্থাৎ অনিবার্য যুক্তিবাক্যের পরেই এর স্থান।

বাক্যের শ্রেণিবিভাগ

নিশ্চয়তা অনুসারে বিভাগ

(৩) সম্ভাব্য যুক্তিবাক্য (Problematic Proposition) :

যে যুক্তিবাক্যে উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের মধ্যকার সম্পর্ক আমাদের অপর্যাপ্ত জ্ঞানের উপর নির্ভরশীল তাকে সম্ভাব্য যুক্তিবাক্য বলে। এরূপ যুক্তিবাক্যে যে বক্তব্য প্রকাশিত হয় তার সত্যতা সম্পূর্ণরূপে অনিশ্চিত। যেমন- 'লোকটি সম্ভবত সৎ', 'রফিক হতে পারে দেশপ্রেমিক' ইত্যাদি। এ বাক্যগুলোতে যে বক্তব্য প্রকাশিত হয়েছে তা একেবারে সম্ভাব্য। অর্থাৎ সত্য হলেও হতে পারে বা মিথ্যা হলেও হতে পারে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, সম্ভাব্য যুক্তিবাক্যে অনিবার্য যুক্তিবাক্যের মত কোন অনিবার্য সম্পর্ক ব্যক্ত করা হয় না অথবা বিবরণিক যুক্তিবাক্যের মত কোন প্রকৃত সম্পর্কও প্রকাশিত হয় না। এতে একটি সম্ভবপর সম্পর্কের ইঙ্গিত দেওয়া হয় মাত্র। নিশ্চয়তার দিক দিয়ে সম্ভাব্য যুক্তিবাক্য সবচেয়ে নিম্নস্তরের। কারণ এতে সব থেকে কম মাত্রায় নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়ে থাকে।

বাক্যের শ্রেণিবিভাগ

তাৎপর্য অনুসারে বিভাগ

তাৎপর্য অনুসারে যুক্তিবাক্যকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়; যথা- বিশ্লেষক ও সংশ্লেষক যুক্তিবাক্য।

(১) বিশ্লেষক যুক্তিবাক্য (Verbal or Analytic Proposition) :

যে যুক্তিবাক্যের বিধেয়টি শুধুমাত্র উদ্দেশ্যের জাত্যর্থ বা তার অংশ বিশেষকে প্রকাশ করে তাকে বিশ্লেষক যুক্তিবাক্য বলা হয়। এরূপ যুক্তিবাক্যে উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কোন নতুন তথ্য প্রকাশ করা হয় না। এতে উদ্দেশ্যের মধ্যে যে জাত্যর্থ নিহিত থাকে তাকে বিধেয়রূপে উল্লেখ করা হয়। যেমন-'মানুষ হয় একটি জীব', 'মানুষ হয় বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্ন' ইত্যাদি। বাক্য দু'টির প্রথমটিতে মানুষের জাত্যর্থ জীববৃত্তিকে উল্লেখ করা হয়েছে এবং দ্বিতীয়টিতে মানুষের জাত্যর্থ বুদ্ধিবৃত্তিকে প্রকাশ করা হয়েছে। মানুষ সম্বন্ধে নতুন কোন কথাই বলা হয়নি। সুতরাং বাক্য দু'টি বিশ্লেষক। এরূপ যুক্তিবাক্যকে বিশ্লেষক বাক্য বলা হয়; কারণ এতে উদ্দেশ্যের জাত্যর্থকে বিশ্লেষণ করলেই বিধেয়কে পাওয়া যায়। সিনিয়ার তো কোচীর

বাক্যের শ্রেণিবিভাগ

তাৎপর্য অনুসারে বিভাগ

(২) সংশ্লেষক যুক্তিবাক্য (Real or Synthetic Proposition) :

যে যুক্তিবাক্যে বিধেয় উদ্দেশ্যের জাত্যর্থকে বিশ্লেষণ না করে উদ্দেশ্য সম্বন্ধে নতুন কোন বক্তব্য প্রকাশ করে তাকে সংশ্লেষক যুক্তিবাক্য বলে। এরূপ যুক্তিবাক্যে কেবল উদ্দেশ্যের জাত্যর্থ বহির্ভূত গুণসমূহকেই উল্লেখ করা হয়। যেমন-'মানুষ হয় মরণশীল।' এ যুক্তিবাক্যে 'মরণশীলতা' গুণটিকে মানুষের উপর আরোপ করা হয়েছে। এ গুণটি মানুষের জাত্যর্থের অন্তর্ভুক্ত নয়। সুতরাং বাক্যটিতে উদ্দেশ্যের সম্বন্ধে কিছু নতুন তথ্য প্রকাশিত হয়েছে। অনুরূপভাবে, 'তারিক হয় বুদ্ধিমান', 'কুকুরটি হয় কালো' ইত্যাদি বাক্যও সংশ্লেষক যুক্তিবাক্য। এ প্রকার যুক্তিবাক্যকে সংশ্লেষক যুক্তিবাক্য বলা হয়, কারণ এতে উদ্দেশ্য সম্বন্ধে নতুন তথ্য সংশ্লেষিত হয়।

বাক্যের শ্রেণিবিভাগ

যৌথ গুণ ও পরিমাণ অনুসারে বিভাগ

আমরা দেখেছি যে, গুণ অনুসারে যুক্তিবাক্যকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়; যথা-সদর্থক ও নঞর্থক। আবার পরিমাণ অনুসারেও দু'ভাগে ভাগ করা যায়; যথা-সার্বিক ও বিশেষ। কিন্তু আমরা গুণ ও পরিমাণকে যদি একত্রে বিবেচনা করি, তাহলে যুক্তিবাক্যকে মোট চার ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

১। সার্বিক সদর্থক যুক্তিবাক্য (Universal Affirmative Proposition);
২। সার্বিক নঞর্থক যুক্তিবাক্য (Universal Negative Proposition);
৩। বিশেষ সদর্থক যুক্তিবাক্য (Particular Affirmative Proposition);
৪। বিশেষ নঞর্থক যুক্তিবাক্য (Particular Negative Proposition)।

যুক্তিবিদ্যায় এ চার প্রকার বিভাগকেই আদর্শ বিভাগরূপে ধরা হয়। যে কোন যুক্তিবাক্যই হোক না কেন যুক্তিবিদ্যার বিচারে তাকে এ চার প্রকার যুক্তিবাক্যের যে কোন এক প্রকারের হতে হবে। ব্যবহারের সুবিধার্থে যুক্তিবিদ্যার এ চার প্রকার যুক্তিবাক্যের জন্য যথাক্রমে A, E, 1 এবং ০ সংকেতকে ব্যবহার করা হয়। এবার উদাহরণ দিয়ে উপরের চার প্রকার যুক্তিবাক্যকে চেনা যাক :

বাক্যের শ্রেণিবিভাগ

যৌথ গুণ ও পরিমাণ অনুসারে বিভাগ

১। সার্বিক সদর্থক যুক্তিবাক্য বা A যুক্তিবাক্য :
যে যুক্তিবাক্যের বিধেয় পদ দ্বারা উদ্দেশ্য পদের সম্পূর্ণ ব্যক্ত্যর্থ সম্পর্কে কোন কিছু স্বীকার করা হয় তাকে সার্বিক সদর্থক যুক্তিবাক্য বা A যুক্তিবাক্য বলে। যেমন-সকল গরু হয় চতুষ্পদ। এ যুক্তিবাক্যে বিধেয় 'চতুষ্পদ' পদটি উদ্দেশ্য 'গরু' পদের সম্পূর্ণ ব্যক্ত্যর্থের উপর হ্যাঁ-সূচকভাবে আরোপিত হয়েছে। কাজেই এটি একটি A যুক্তিবাক্য। A যুক্তিবাক্যের আরও কয়েকটি উদাহরণ নিম্নে দেওয়া হলো:
A-সকল মানুষ হয় মরণশীল।
A - সকল দাঁড়কাক হয় কালো।
A - কামাল হয় বুদ্ধিমান।
A- সে হয় সৎ।
A- বইটি হয় নতুন।
A – সকল ক হয় খ ইত্যাদি।

বাক্যের শ্রেণিবিভাগ

যৌথ গুণ ও পরিমাণ অনুসারে বিভাগ

২। সার্বিক নঞর্থক যুক্তিবাক্য বা যুক্তিবাক্য :

যে যুক্তিবাক্যের বিধেয় পদ দ্বারা উদ্দেশ্য পদের সম্পূর্ণ ব্যক্ত্যর্থ সম্পর্কে কোন কিছু অস্বীকার করা হয় তাকে সার্বিক নঞর্থক যুক্তিবাক্য বা E যুক্তিবাক্য বলে। যেমন- কোন কাক নয় লাল। এ যুক্তিবাক্যের বিধেয় 'লাল' পদটিকে উদ্দেশ্য 'কাক' পদের সমগ্র ব্যক্ত্যর্থ, সম্পর্কে অস্বীকার করা হয়েছে। কাজেই এটি একটি E যুক্তিবাক্য। E যুক্তিবাক্যের আরও কয়েকটি উদাহরণ নিম্নে দেওয়া হলো:

E-কোন মানুষ নয় নিখুঁত।

E-কোন কোকিল নয় সাদা।

E-মতিন নয় চতুর।

E-সে নয় ধনী।

E-এ কলমটি নয় পুরাতন।

E-কোন ক নয় খ ইত্যাদি।

বাক্যের শ্রেণিবিভাগ

যৌথ গুণ ও পরিমাণ অনুসারে বিভাগ

৩। বিশেষ সদর্থক যুক্তিবাক্য বা যুক্তিবাক্য:

যে যুক্তিবাক্যের বিধেয় পদ দ্বারা উদ্দেশ্য পদের আংশিক ব্যক্ত্যর্থ সম্পর্কে কোন কিছু স্বীকার করা হয় তাকে বিশেষ সদর্থক যুক্তিবাক্য বা । যুক্তিবাক্য বলে। যেমন-কিছু ফুল হয় সাদা। এ যুক্তিবাক্যের বিধেয় 'সাদা' পদটি উদ্দেশ্য ফুল পদের ব্যক্ত্যর্থের অংশবিশেষের উপর হ্যাঁ-সূচকভাবে আরোপিত হয়েছে। কাজেই এটি একটি । যুক্তিবাক্য। 1- যুক্তিবাক্যের আরও কয়েকটি উদাহরণ নিম্নে দেওয়া হল:

I-কিছু মানুষ হয় সৎ।

I-কিছু ছাত্র হয় মেধাবী।

I-কিছু বই হয় নতুন।

I-কিছু ক হয় খ ইত্যাদি।

বাক্যের শ্রেণিবিভাগ

যৌথ গুণ ও পরিমাণ অনুসারে বিভাগ

৪। বিশেষ নঞর্থক যুক্তিবাক্য বা o যুক্তিবাক্য :

যে যুক্তিবাক্যের বিধেয় পদ দ্বারা উদ্দেশ্য পদের আংশিক ব্যক্ত্যর্থ সম্পর্কে কোন কিছু অস্বীকার করা হয় তাকে বিশেষ নঞর্থক যুক্তিবাক্য বা -যুক্তিবাক্য বলে। যেমন-কিছু গরু নয় সাদা। এ যুক্তিবাক্যের বিধেয় 'সাদা' পদটিকে উদ্দেশ্য 'গরু' পদটির ব্যক্ত্যর্থের অংশ বিশেষ সম্পর্কে অস্বীকার করা হয়েছে। কাজেই এটি একটি Q-যুক্তিবাক্য। o- যুক্তিবাক্যের আরও কিছু উদাহরণ নিম্নে দেওয়া হলো :

O-কিছু মানুষ নয় শিক্ষিত।

O-কিছু ছাত্র নয় পরিশ্রমী।

O-কিছু আম নয় মিষ্টি।

O-কিছু ক নয় খ ইত্যাদি।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

যুক্তিবিদ্যা ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৩ – যুক্তির উপাদান

টপিক – ০৯ বাক্যকে যুক্তিবাক্যে রূপান্তর

টপিক ০৯: বাক্যকে যুক্তিবাক্যে রূপান্তর

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

বাক্যকে যুক্তিবাক্যে রূপান্তর

রূপান্তরের প্রয়োজনীয়তা

যুক্তিবিদ্যার বিচারে যুক্তিবাক্য মোট চার প্রকারের হতে পারে। যথা-A, E`, I এবং O। এ চার প্রকার বাক্যকেই যুক্তিবিদ্যায় আদর্শ যুক্তিবাক্যরূপে গণ্য করা হয়। সুতরাং যুক্তিবিদ্যায় ব্যবহৃত হতে হলে প্রতিটি বাক্যকেই এ চার প্রকার যুক্তিবাক্যের যে কোন এক প্রকারের রূপ ধারণ করতে হবে। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে আমরা বিভিন্ন ধরনের বাক্যের সম্মুখীন হই। এদের অধিকাংশ বাক্যই যুক্তিবাক্যের আকারে থাকে না। এদেরকে সরাসরি যুক্তিবিদ্যার কোন যুক্তিতে ব্যবহার করা যায় না। কেননা, সঠিক আকারে না থাকায় এদেরকে যুক্তির নিয়মাবলীর বিচারাধীনে আনা যায় না। তাই যুক্তিতে ব্যবহারের সুবিধার্থে বাক্যকে যুক্তিবাক্যের আকারে রূপান্তরিত করা একান্ত প্রয়োজন।

বাক্যকে যুক্তিবাক্যে রূপান্তর

রূপান্তরের শর্তসমূহ

অনিয়মিত বাক্যকে যুক্তিবাক্যে রূপান্তরিত করার সময় কয়েকটি বিষয়ে আমাদের লক্ষ্য রাখা দরকার।

(ক) কোন বাক্যকে রূপান্তরিত করার পর তার আকারের পরিবর্তন ঘটতে পারে, কিন্তু তার অর্থের যেন কোন পরিবর্তন না হয়। অর্থাৎ মূল বাক্য ও রূপান্তরিত বাক্য যেন একই অর্থ প্রকাশ করে।

(খ) কোন বাক্যকে রূপান্তরিত করার সময় শুধু তার আকৃতি বিচার না করে তার প্রকৃত অর্থ বিচার করতে হবে। অনেক বাক্য আছে যা দেখতে নঞর্থক মনে হয় কিন্তু আসলে তারা সদর্থক। আবার অনেক বাক্য দেখতে সার্বিক মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে তারা বিশেষ। এসব ক্ষেত্রে বাক্যগুলোর অর্থ বিচার করে তাদের প্রকৃত গুণ ও পরিমাণ নির্দেশ করতে হবে।

(গ) ব্যাকরণসম্মত বাক্যকে যৌক্তিক আকারে রূপান্তরিত করার সময় তাদেরকে উদ্দেশ্য, সংযোজক ও বিধেয় আকারে সাজাতে হবে। বাংলা ভাষায় সংযোজকের ব্যবহার খুবই কম। তবুও শ্রুতিকটু হলেও যুক্তিবাক্যে সংযোজকের ব্যবহার দেখাতে হবে।

এবার বাক্যকে যুক্তিবাক্যে রূপান্তরিত করার নিয়মগুলো একে একে আলোচনা করা যাক।

বাক্যকে যুক্তিবাক্যে রূপান্তর

রূপান্তরের নিয়ম ও প্রয়োগ প্রক্রিয়া

বাক্যকে যুক্তিবাক্যে রূপান্তর করার সময় নিচের নিয়মগুলো অনুসরণ করা দরকার। যে কোন বাক্যের বেলায়ই এক বা একাধিক নিয়ম প্রযোজ্য হতে পারে।

১।যে সমস্ত বাক্যে কোন সংযোজক নেই সে সমস্ত বাক্যে সংযোজকের ব্যবহার দেখাতে হবে। সংযোজক সাধারণত ক্রিয়ার মধ্যে মিশে থাকে। ক্রিয়ার মধ্য থেকে তাদের বের করে এনে উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের মাঝখানে স্থাপন করতে হবে। যেমন-

(ক) নাসিমা গান করে।

A- নাসিমা হয় একটি মেয়ে যে গান করে।

(খ) মতিন লীলাকে ভালবাসে।

A- মতিন হয় একজন ব্যক্তি যে লীলাকে ভালবাসে।

(গ) মধুর স্বাদ মিষ্টি।

A- মধু হয় একটি জিনিস যার যাদ মিষ্টি।

(ঘ) কিছু ছেলে ফুটবল খেলা করে।

I- কিছু ছেলে হয় তারা যারা ফুটবল খেলা করে।

বাক্যকে যুক্তিবাক্যে রূপান্তর

রূপান্তরের নিয়ম ও প্রয়োগ প্রক্রিয়া

২। সংযোজক যদি অতীত ও ভবিষ্যৎ কালের রূপে থাকে, তাহলে তাকে বর্তমান কালের রূপে প্রকাশ করতে হবে। যেমন-

(ক) সে ধনী ছিল।

A-সে হয় একটি লোক যে ধনী ছিল।

(খ) প্লেটো একজন দার্শনিক ছিলেন।

A- প্লেটো হন একজন ব্যক্তি যিনি দার্শনিক ছিলেন।

(গ) সে কৃতকার্য হবে।

A- সে হয় একজন লোক যে কৃতকার্য হবে।

(ঘ) কিছু ছাত্র পাস করবে।

I- কিছু ছাত্র হয় তারা যারা পাস করবে।

বাক্যকে যুক্তিবাক্যে রূপান্তর

রূপান্তরের নিয়ম ও প্রয়োগ প্রক্রিয়া

৩। ভাষার সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য, গুরুত্ব প্রকাশ করার জন্য অথবা কবিতার ক্ষেত্রে অনেক সময় বিধেয়কে বাক্যের প্রথমে ব্যবহার করা হয়। ঐ সব ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য ও বিধেয়কে যথাস্থানে প্রয়োগ করতে হবে। যেমন-

(ক) ভয়াবহ ছিল দৃশ্যটি।

A-দৃশ্যটি হয় এমন যা ভয়াবহ ছিল।

(খ) আশীর্বাদ প্রাপ্ত হয় গরীবেরা।

A-সকল গরীব লোক হয় আশীর্বাদ প্রাপ্ত।

(গ) ভয়ানক ছিল গণ্ডগোলটি।

A-গণ্ডগোলটি হয় এমন যা ভয়ানক ছিল।

বাক্যকে যুক্তিবাক্যে রূপান্তর

রূপান্তরের নিয়ম ও প্রয়োগ প্রক্রিয়া

৪। নঞর্থক যুক্তিবাক্যে না-সূচক চিহ্ন সংযোজকের অঙ্গীভূত থাকবে। যুক্তিবাক্যের একস্থানে সংযোজক এবং অন্যস্থানে না-সূচক চিহ্ন ব্যবহার করা যাবে না। যেমন-

(ক) সে তাস খেলা করে না।

E-সে নয় একজন লোক যে তাস খেলা করে।

(খ) লোকটি পুরস্কার দাবি করে না।

E-লোকটি নয় সে যে পুরস্কার দাবি করে।

(গ) অলস লোক কঠোর পরিশ্রম করে না।

E-কোন অলস লোক নয় তারা যারা কঠোর পরিশ্রম করে।

বাক্যকে যুক্তিবাক্যে রূপান্তর

রূপান্তরের নিয়ম ও প্রয়োগ প্রক্রিয়া

৫। সার্বিক সদর্থক যুক্তিবাক্যের চিহ্ন হচ্ছে 'সকল'। তবে সমস্ত, সব, প্রত্যেক, যে কোন, প্রতিটি ইত্যাদি চিহ্নগুলোও একইরূপ অর্থবোধক।

কাজেই এসব চিহ্ন সম্বলিত বাক্যকে A-যুক্তিবাক্য বলে গণ্য করা হয়। যেমন-

(ক) প্রত্যেক মানুষ ভুল করে।

A-সকল মানুষ হয় তারা যারা ভুল করে।

(খ) প্রতিটি মানুষই স্বার্থপর।

A-সকল মানুষ হয় স্বার্থপর।

(গ)যে-কোন ছাত্রই কাজটি করতে পারে।

A-সকল ছাত্র হয় তারা যারা কাজটি করতে পারে।

বাক্যকে যুক্তিবাক্যে রূপান্তর

রূপান্তরের নিয়ম ও প্রয়োগ প্রক্রিয়া

৬। যেসব বাক্যে সকল, সমস্ত, প্রত্যেক, যে-কোন, প্রতিটি ইত্যাদি চিহ্ন থাকে এবং একই সাথে বাক্যের মধ্যে একটি না-সূচক চিহ্নও থাকে তাদেরকে বিশেষ নঞর্থক বা ০-যুক্তিবাক্য বলে গণ্য করতে হবে। যেমন-

(ক)সমস্ত মানুষ সৎ নয়।

০-কিছু মানুষ নয় সৎ।

(খ) প্রত্যেক রোগই মারাত্মক নয়।

০-কিছু রোগ নয় মারাত্মক।

(গ) প্রতিটি আমই মিষ্টি নয়।

০-কিছু আম নয় মিষ্টি।

(ঘ)যা কিছু চকচক করে তাই সোনা নয়।

০-কিছু চকচকে জিনিস নয় সোনা।

বাক্যকে যুক্তিবাক্যে রূপান্তর

রূপান্তরের নিয়ম ও প্রয়োগ প্রক্রিয়া

৭। যেসব বাক্যে সর্বদা, সর্বত্র, অবশ্যই, সম্পূর্ণরূপে, একান্তভাবে ইত্যাদি শব্দ থাকে এবং কোন না-সূচক চিহ্ন থাকে না তাদেরকে A-যুক্তবাক্যরূপে ধরতে হবে। আর যদি ঐসব শব্দের সাথে না- সূচক চিহ্ন থাকে তাহলে তাদেরকে ০- যুক্তিবাক্যরূপে ধরতে হবে। যেমন-

(ক)ধার্মিক লোকেরা সর্বদাই সম্মানিত।

A- সকল ধার্মিক লোক হয় সম্মানিত।

(খ)নামবাচক পদগুলো অবশ্যই অজাত্যর্থক।

A- সকল নামবাচক পদ হয় অজাত্যর্থক।

(গ) কৃষকেরা সর্বত্র অবহেলিত নয়।

০- কিছু কৃষক নয় অবহেলিত।

(ঘ)ধনী লোকেরা সম্পূর্ণরূপে সুখী নয়।

০ - কিছু ধনী লোক নয় সুখী।

(ঙ)সৎ লোকেরা একান্তভাবেই ভাল।

A - সকল সৎ লোক হয় ভাল।

বাক্যকে যুক্তিবাক্যে রূপান্তর

রূপান্তরের নিয়ম ও প্রয়োগ প্রক্রিয়া

৮। বিশেষ যুক্তিবাক্যের চিহ্ন হচ্ছে 'কিছু' বা 'কোন কোন'। তবে কতিপয়, অধিকাংশ, অনেক, প্রায় সব, একটি ছাড়া সব ইত্যাদি চিহ্নগুলোও একই রূপ অর্থবোধক। কাজেই এসব চিহ্ন সম্বলিত বাক্যকে বিশেষ যুক্তিবাক্য বলে গণ্য করতে হবে। আর এগুলোর পরিবর্তে 'কিছু' চিহ্ন ব্যবহার করতে হবে। যেমন-

(ক)অধিকাংশ লোক সুখী নয়।

o-কিছু লোক নয় সুখী।

(খ)কতিপয় ছাত্র শ্রেণীতে উপস্থিত।

I-কিছু ছাত্র হয় শ্রেণীতে উপস্থিত।

(গ)প্রায় সবগুলো আমই মিষ্টি।

1-কিছু আম হয় মিষ্টি।

(ঘ)অনেক লোক সভায় উপস্থিত হয়েছে।

I-কিছু লোক হয় তারা যারা সভায় উপস্থিত হয়েছে।

(ঙ)কতিপয় লোক আহত হয়েছিল।

I-কিছু লোক হয় তারা যারা আহত হয়েছিল।

বাক্যকে যুক্তিবাক্যে রূপান্তর

রূপান্তরের নিয়ম ও প্রয়োগ প্রক্রিয়া

৯। প্রায়ই, সাধারণত, সচরাচর, কখনও কখনও, মাঝে মাঝে ইত্যাদি শব্দ সম্বলিত বাক্যগুলোও বিশেষ যুক্তিবাক্য বলে পরিগণিত। সুতরাং শব্দগুলোর পরিবর্তে 'কিছু' বা 'কোন কোন' শব্দ ব্যবহার করতে হবে। যেমন-

(ক)পরিশ্রমী লোকেরা প্রায়ই কৃতকার্য হয়।

1- কিছু পরিশ্রমী লোক হয় তারা যারা কৃতকার্য হয়।

(খ) রাজহাঁস সাধারণত সাদা।

I- কিছু রাজহাঁস হয় সাদা।.

(গ) ফুল সচরাচর সুগন্ধযুক্ত।

1- কিছু ফুল হয় সুগন্ধযুক্ত।

(ঘ) শিশুরা প্রায়ই চঞ্চল।

I- কিছু শিশু হয় চঞ্চল।

(ঙ) ছাত্ররা মাঝে মাঝে ভুল করে।

I- কিছু ছাত্র হয় তারা যারা ভুল করে।

বাক্যকে যুক্তিবাক্যে রূপান্তর

রূপান্তরের নিয়ম ও প্রয়োগ প্রক্রিয়া

১০। যে সমস্ত বাক্যে কেউ না, কখনও না, একটিও না ইত্যাদি শব্দ থাকে তাদেরকে E-যুক্তিবাক্যে রূপান্তর করতে হবে। যেমন-

(ক) মানুষ কখনই সুখী নয়।

E-কোন মানুষ নয় সুখী।

(খ) একটি কাকও লাল নয়।

E-কোন কাক নয় লাল।

(গ)কেউই কাজটি করতে পারে না।

E-কোন লোক নয় এমন যারা কাজটি করতে পারে।

(ঘ) মানুষ কখনই নিখুঁত নয়।

E-কোন মানুষ নয় নিখুঁত।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

যুক্তিবিদ্যা ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৩ – যুক্তির উপাদান

টপিক – ১০ পদের ব্যাপ্তি

টপিক ১০: পদের ব্যাপ্তি

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

পদের ব্যাপ্তি

যুক্তিবাক্যে পদের ব্যাপ্তি

পদের ব্যাপ্তি বলতে আমরা বুঝি পদের ব্যাপকতা বা প্রসারতা। কোন যুক্তিবাক্যে ব্যবহৃত হবার পর একটি পদ যে পরিমাণ ব্যর্থ নির্দেশ করে তার দ্বারাই সে পদের ব্যাপকতা নির্ণীত হয়। একটি পদ কোন সময় তার সম্পূর্ণ ব্যক্ত্যর্থ নির্দেশ করতে পারে। আবার, কোন সময় আংশিক ব্যক্ত্যর্থ নির্দেশ করতে পারে। যদি কোন যুক্তিবাক্যে একটি পদকে সামগ্রিক অর্থে ব্যবহার করা হয়, অর্থাৎ পদটি যদি তার সমগ্র ব্যক্ত্যর্থকে প্রকাশ করে, তাহলে পদটিকে- ব্যাপ্ত পদ বলে। যেমন- 'সকল মানুষ হয় দ্বিপদ।' এ যুক্তিবাক্যে 'মানুষ' পদটি ব্যাপ্ত, কেননা এখানে মানুষ বলতে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সকল মানুষকেই বোঝানো হচ্ছে। একজন মানুষও এ পদের আওতা থেকে বাদ পড়ছে না। আবার, 'কোন 'গরু নয় দ্বিপদ।' এ যুক্তিবাক্যে 'গরু' পদটি ব্যাপ্ত, কেননা পদটি দ্বারা সমগ্র গরু শ্রেণীকেই বোঝানো হচ্ছে। এখানে দুনিয়ার সকল গরু সম্পর্কে বিধেয়কে অস্বীকার করা হয়েছে।

পদের ব্যাপ্তি

যুক্তিবাক্যে পদের ব্যাপ্তি

পক্ষান্তরে, যদি কোন যুক্তিবাক্যে একটি পদকে আংশিক অর্থে ব্যবহার করা হয়, অর্থাৎ পদটি যদি তার সমগ্র ব্যক্ত্যর্থকে না বুঝিয়ে শুধু অংশবিশেষকে বোঝায়, তাহলে পদটিকে অব্যাপ্ত পদ বলা হয়। যেমন-'কিছু ছাত্র হয় নম্র।' এ যুক্তিবাক্য 'ছাত্র' পদটি দ্বারা ছাত্র সমাজের একটি অংশকে বোঝানো হচ্ছে। সুতরাং পদটি অব্যাপ্ত। অনুরূপভাবে, 'কিছু মানুষ নয় ধার্মিক।' এ যুক্তিবাক্যে 'মানুষ' পদটি অব্যাপ্ত, কেননা পদটি দ্বারা মানুষের আংশিক ব্যক্ত্যর্থকে বোঝানো হচ্ছে। এখানে মানুষের একটি অংশ সম্পর্কে বিধেয়কে অস্বীকার করা হয়েছে। পদের ব্যাপ্ততা প্রসঙ্গে যুক্তিবিদ যোসেফ বলেন, "একটি পদকে তখনই ব্যাপ্ত বলা হয় যখন তা তার সম্পূর্ণ ব্যক্ত্যর্থের ভিত্তিতে, অথবা তা যেসব বস্তুকে নির্দেশ করে তার ভিত্তিতে ব্যবহৃত হয়; অব্যাপ্ত বলা হয় যখন সেভাবে ব্যবহৃত হয় না।"

গতানুগতিক যুক্তিবিদ্যায় যুক্তিবাক্যে পদের ব্যাপ্ততার বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, একটি অনুমান বা যুক্তির বৈধতা বা অবৈধতা অনেকাংশে নির্ভর করে তাতে ব্যবহৃত যুক্তিবাক্যগুলোতে পদের ব্যাপ্ততার উপর। অবশ্য পদের ব্যাপ্ততা কেবলমাত্র নিরপেক্ষ যুক্তিবাক্যেই নিরূপণ করা যায়। নিরপেক্ষ যুক্তিবাক্য উদ্দেশ্য সংযোজক ও বিধেয় আকারে প্রকাশিত থাকে। আর ব্যাপ্ততার বিচারে একটি নিরপেক্ষ যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য ও বিধেয় হয় ব্যাপ্ত থাকে, না হয় অব্যাপ্ত থাকে।

পদের ব্যাপ্তি

পদের ব্যাপ্তির নিয়ম

পদের ব্যাপ্ততা সম্পর্কে দু'টি নিয়ম প্রচলিত আছে। যথা-

১। "সার্বিক যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য পদ ব্যাপ্ত, কিন্তু বিশেষ যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য পদ অব্যাপ্ত।"

২। "নঞর্থক যুক্তিবাক্যের বিধেয় পদ ব্যাপ্ত, কিন্তু সদর্থক যুক্তিবাক্যের বিধেয় অব্যাপ্ত।"*

ব্যাস্ততার এ নিয়ম দু'টি চার প্রকার যুক্তিবাক্যের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করলে নিম্নের ফল পাওয়া যায় :

A- যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য পদটি ব্যাপ্ত, কিন্তু বিধেয় পদটি অব্যাপ্ত।

E- যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য ও বিধেয় উভয় পদই ব্যাপ্ত।

1- যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য ও বিধেয় উভয় পদই অব্যাপ্ত। ০- যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য পদটি অব্যাপ্ত, কিন্তু বিধেয় পদটি ব্যান্ড। এবারে বিষয়গুলোকে পৃথকভাবে পরীক্ষা করা যাক-

পদের ব্যাপ্তি

পদের ব্যাপ্তির নিয়ম

A- যুক্তিবাক্য

A- যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য পদটি ব্যাপ্ত, কিন্তু বিধেয় পদটি অব্যাপ্ত। যেমন-'সকল মানুষ হয় মরণশীল।' এ যুক্তিবাক্যে 'মানুষ' পদটিকে সামগ্রিক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ মানুষ বলতে দুনিয়ার সব মানুষকেই ইঙ্গিত করা হচ্ছে। কাজেই বাক্যটিতে উদ্দেশ্য 'মানুষ' পদটি ব্যাপ্ত হয়েছে। কিন্তু বিধেয় 'মরণশীল' পদটিকে সামগ্রিক অর্থে গ্রহণ করা হয়নি। মরণশীল পদের আংশিক ব্যক্ত্যর্থকে মানুষের বেলায় স্বীকার করা হয়েছে। কারণ মরণশীল জীবের সবাই মানুষ নয়। মানুষ ছাড়া আরও অনেক মরণশীল জীব আছে। মরণশীল জীবের ব্যক্ত্যর্থ খুবই ব্যাপক। এর একটি অংশকেই শুধু মানুষের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা চলে। কাজেই উপরোক্ত বাক্যটিতে বিধেয় 'মরণশীল' পদটি অব্যাপ্ত।

পদের ব্যাপ্তি

পদের ব্যাপ্তির নিয়ম

E- যুক্তিবাক্য

E- যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য ও বিধেয় উভয় পদই ব্যাপ্য। যেমন-'কোন মানুষ নয় অমর।' এ যুক্তিবাক্যে উদ্দেশ্য 'মানুষ' পদটিকে সামগ্রিক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। এখানে মানুষ বলতে দুনিয়ার সব মানুষকেই বোঝানো হচ্ছে। অর্থাৎ সমগ্র মানুষ জাতি সম্পর্কেই এখানে একটি কথাকে অস্বীকার করা হয়েছে। কাজেই এ যুক্তিবাক্যে 'মানুষ' পদটি ব্যাপ্ত। আবার, বিধেয় 'অমর' পদটিকেও সামগ্রিক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। অমর পদের সম্পূর্ণ ব্যক্ত্যর্থকেই মানুষ জাতির ক্ষেত্রে অস্বীকার করা হয়েছে। মানুষ ও অমর জীবের মধ্যে আসলে কোন সম্পর্ক নেই। কাজেই এ যুক্তিবাক্যে 'অমর' পদটিও ব্যাপ্ত।

পদের ব্যাপ্তির নিয়ম

I- যুক্তিবাক্য

I- যুক্তিবাক্যে উদ্দেশ্য ও বিধেয় উভয় পদই অব্যাপ্ত। যেমন- 'কিছু গরু হয় সাদা'। এ যুক্তিবাক্যে উদ্দেশ্য 'গরু' পদটিকে আংশিক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। এখানে গরু শ্রেণীর একটি অংশের উপর একটি বক্তব্য আরোপ করা হচ্ছে। কাজেই উদ্দেশ্য 'গরু' পদটি অব্যাপ্ত। আবার, বিধেয় 'সাদা' পদটিকেও আংশিক অর্থে গ্রহণ করা হয়েছে। সাদা পদটির আংশিক ব্যক্ত্যর্থকে গরু শ্রেণীর একটি অংশের উপর প্রয়োগ করা হয়েছে। কেননা, সাদা বস্তুর সবই গরু নয়। গরু ছাড়া আরও অনেক সাদা বস্তু আছে। সাদা পদের ব্যক্ত্যর্থ খুব ব্যাপক। এর একটি অংশকেই শুধু গরুর ক্ষেত্রে স্বীকার করা হয়েছে। কাজেই বিধেয় 'সাদা' পদটিও অব্যাপ্ত।

পদের ব্যাপ্তি

পদের ব্যাপ্তির নিয়ম

০- যুক্তিবাক্য

০- যুক্তিবাক্যে উদ্দেশ্য পদটি অব্যাপ্ত, কিন্তু বিধেয় পদটি ব্যাপ্য। যেমন-'কিছু ছাত্র নয় মেধাবী।' এ যুক্তিবাক্যে উদ্দেশ্য 'ছাত্র' পদটিকে আংশিক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। এখানে ছাত্র শ্রেণীর একটি অংশ সম্পর্কে একটি কথাকে অস্বীকার করা হয়েছে। কাজেই উদ্দেশ্য 'ছাত্র' পদটি অব্যাপ্ত। কিন্তু বিধেয় 'মেধাবী' পদটিকে এ যুক্তিবাক্যে সামগ্রিক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। মেধাবী পদের সম্পূর্ণ ব্যক্ত্যর্থকেই ছাত্র শ্রেণীর একটি অংশ সম্পর্কে অস্বীকার করা হয়েছে। প্রকৃত প্রস্তাবে কোন কিছু অস্বীকার করার সময় তাকে সর্বদাই সামগ্রিকভাবে করতে হয়। কাজেই উপরোক্ত যুক্তিবাক্যে বিধেয় 'মেধাবী' পদটি ব্যাপ্ত।

পদের ব্যাপ্তি

ব্যাপ্যতার ছক

বিভিন্ন যুক্তিবাক্যে পদের ব্যাপ্যতার দিকটি নিম্নের ছকের দিকে তাকালে এক নজরে দেখা যায় :

যুক্তিবাক্য	উদ্দেশ্য	বিধেয়
A–যুক্তিবাক্য	ব্যাপ্ত	অব্যাপ্ত
E–যুক্তিবাক্য	ব্যাপ্ত	ব্যাপ্ত
I–যুক্তিবাক্য	অব্যাপ্ত	অব্যাপ্ত
O–যুক্তিবাক্য	অব্যাপ্ত	ব্যাপ্ত

পদের ব্যাপ্তি

ব্যাপ্যতার সূত্র

যুক্তিবিদ Swinburne বিভিন্ন যুক্তিবাক্যে পদের ব্যাপ্যতার বিষয়টি সংক্ষিপ্ত আকারে একটি সূত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। তাঁর সূত্রটি হচ্ছে-As Eb In Op

সূত্র মতে-A distributes subject only

E distributes both subject and predicate

I distributes none

এবং O distributes predicate only.

উপরের বাক্যগুলোকে সংক্ষিপ্ত করলে দাঁড়ায়-

A-subject, E-both, I-none, O-predicate. একে আরও সংক্ষিপ্ত করলে মূল সূত্রটি পাওয়া যায়-

যথা-As Eb In Op

পদের ব্যাপ্তি

ব্যাপ্যতার সূত্র

চার প্রকার যুক্তিবাক্যে পদের ব্যাপ্যতা চিত্রের মাধ্যমেও দেখানো যায়। যুক্তিবিদ Fowler সর্বপ্রথম কয়েকটি বৃত্তের মাধ্যমে A, E, I এবং O যুক্তিবাক্যে পদের ব্যাপ্যতা দেখানোর চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তাঁর উদ্ভাবিত পদ্ধতির মধ্যে বেশ কিছুটা জটিলতা থাকায় যুক্তিবিদ উইবারওয়েগ ও কীনস তা সংশোধন করে নতুনভাবে নিম্নরূপে চিত্র অংকন করেছেন। তাঁদের মতে চিত্রের ১ বৃত্ত উদ্দেশ্যের ব্যক্ত্যর্থের ক্ষেত্র এবং P বৃত্ত বিধেয়ের ব্যক্ত্যর্থের ক্ষেত্রকে নির্দেশ করছে। আর কালো অংশ ব্যাপ্যতাকে এবং সাদা অংশ অব্যাপ্যতাকে ইঙ্গিত করছে।

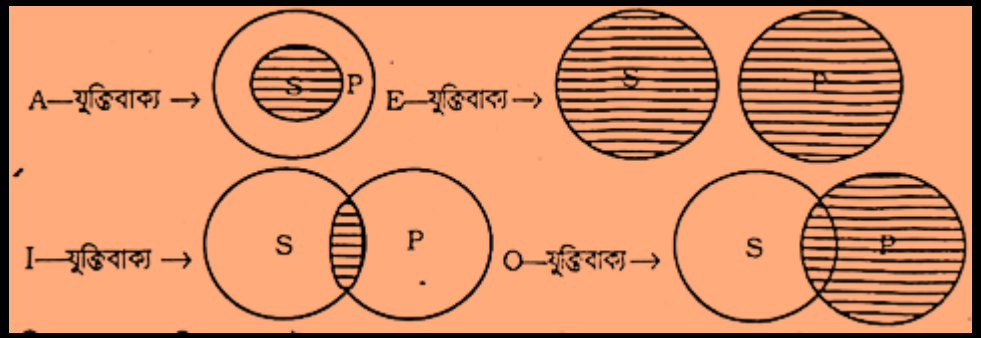

চিত্র মতে A যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য পদ ব্যাপ্য। E যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য ও বিধেয় উভয় পদই ব্যাপ্য।। যুক্তিবাক্যের কোন পদই ব্যাপ্য নয় এবং o যুক্তিবাক্যের বিধেয় পদ ব্যাপ্য।
ব্যাপ্যতা সংক্রান্ত উপরের চিত্রগুলো গ্রহণযোগ্য।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

যুক্তিবিদ্যা ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৩ – যুক্তির উপাদান

টপিক – ১১ যুক্তিবিধ্যার বিরোধিতা

টপিক ১১: যুক্তিবিধ্যার বিরোধিতা

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

যুক্তিবিধ্যার বিরোধিতা

যুক্তিবাক্যের বিরোধিতার অর্থ

দু'টি যুক্তিবাক্য যদি পরস্পরের সাথে এমনভাবে সম্পর্কযুক্ত হয় যে তাদের উভয়ের মধ্যে একই উদ্দেশ্য এবং একই বিধেয় থাকা সত্ত্বেও তারা একটি অপরটি থেকে হয় শুধু গুণের দিক দিয়ে, না হয় শুধু পরিমাণের দিক দিয়ে, না হয় গুণ ও পরিমাণ উভয় দিক দিয়েই পৃথক হয়, তাহলে বাক্য দু'টির পারস্পরিক সম্পর্ককে যুক্তিবাক্যের বিরোধিতা বলে।

যুক্তিবাক্য মোট চার প্রকার; যথা-A. E, I এবং ০। এদের মধ্যকার যে কোন দুই প্রকারের যুক্তিবাক্যের মধ্যেই উক্ত বিরোধিতা সম্ভব। এ চার প্রকার যুক্তিবাক্যের মধ্যে একটি অপরটি থেকে হয় গুণের দিক দিয়ে, না হয় পরিমাণের দিক দিয়ে, না হয় গুণ ও পরিমাণ উভয় দিক দিয়েই পৃথক। সুতরাং এদের যে কোন একজোড়া যুক্তিবাক্যের মধ্যে যদি একই উদ্দেশ্য এবং একই বিধেয় থাকে তাহলেই সেখানে বিরোধিতা থাকবে। যেমন-

A-সকল গরু হয় চতুষ্পদ।

E- কোন গরু নয় চতুষ্পদ।

এ যুক্তিবাক্য দু'টিতে একই উদ্দেশ্য এবং একই বিধেয় আছে। কিন্তু যুক্তিবাক্য দু'টির মধ্যে গুণের দিক দিয়ে পার্থক্য আছে। এদের একটি সদর্থক যুক্তিবাক্য এবং অন্যটি নঞর্থক যুক্তিবাক্য। সুতরাং যুক্তিবাক্য দু'টির মধ্যে বিরোধিতা বর্তমান।

যুক্তিবিধ্যার বিরোধিতা

যুক্তিবাক্যের বিরোধিতার প্রকারভেদ

যুক্তিবাক্যের বিরোধিতা মোট চার প্রকারের হতে পারে। যথা; ১। অসম বিরোধিতা; ২। বিপরীত বিরোধিতা; ৩। অধীন-বিপরীত বিরোধিতা; এবং ৪। বিরুদ্ধ বিরোধিতা। দু'টি যুক্তিবাক্যের মধ্যে শুধুমাত্র পরিমাণের দিক দিয়ে পার্থক্য থাকলে তাকে বলা হয় অসম বিরোধিতা। দু'টি সার্বিক যুক্তিবাক্যের মধ্যে শুধুমাত্র গুণের পার্থক্য থাকলে তাকে বলা হয় বিপরীত বিরোধিতা। দু'টি বিশেষ যুক্তিবাক্যের মধ্যে শুধুমাত্র গুণের পার্থক্য থাকলে তাকে বলা হয় অধীন-বিপরীত বিরোধিতা। আর দু'টি যুক্তিবাক্যের মধ্যে গুণ ও পরিমাণ উভয় দিক দিয়ে পার্থক্য থাকলে তাকে বলা হয় বিরুদ্ধ বিরোধিতা।সকলেই

যুক্তিবিধ্যার বিরোধিতা

বিভিন্নপ্রকার বিরোধিতার সংজ্ঞা ও উদাহরণ

১। অসম বিরোধিতা (Subaltern opposition) :

দু'টি যুক্তিবাক্যের মধ্যে একই উদ্দেশ্য, একই বিধেয় এবং একই গুণ বর্তমান থাকা সত্ত্বেও যদি তাদের মধ্যে শুধু পরিমাণের দিক দিয়ে পার্থক্য থাকে, তাহলে বাক্য দু'টির মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ককে অসম বিরোধিতা বলে। অসম বিরোধিতা একটি সার্বিক যুক্তিবাক্য ও তার অনুরূপ একটি বিশেষ যুক্তিবাক্যের মধ্যে বর্তমান। অর্থাৎ, A এবং। যুক্তিবাক্যের মধ্যে অথবা E এবং o যুক্তিবাক্যের মধ্যে এরূপ বিরোধিতা থাকে। যেমন-

A- সকল মানুষ হয় দ্বিপদ।

I- কিছু মানুষ হয় দ্বিপদ।

এ যুক্তিবাক্য দু'টির মধ্যে একই উদ্দেশ্য 'মানুষ' এবং একই বিধেয় 'দ্বিপদ' রয়েছে। আবার যুক্তিবাক্য দু'টির গুণও এক। অর্থাৎ উভয়েই সদর্থক। কিন্তু যুক্তিবাক্য দু'টি পরিমাণের দিক দিয়ে পৃথক। এদের একটি সার্বিক এবং অন্যটি বিশেষ। সুতরাং এদের মধ্যকার বিরোধিতা হলো অসম বিরোধিতা। অনুরূপভাবে;

E- কোন মানুষ নয় অমর।

O-কিছু মানুষ নয় অমর।

যুক্তিবিধ্যার বিরোধিতা

বিভিন্নপ্রকার বিরোধিতার সংজ্ঞা ও উদাহরণ

৩। অধীন-বিপরীত বিরোধিতা (Sub-Contratry Opposition) :

দু'টি বিশেষ যুক্তিবাক্যের মধ্যে একই উদ্দেশ্য এবং একই বিধেয় থাকা সত্ত্বেও যদি তাদের মধ্যে শুধুমাত্র গুণের দিক দিয়ে পার্থক্য থাকে, তাহলে যুক্তিবাক্য দু'টির মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ককে অধীন-বিপরীত বিরোধিতা বলে।

অধীন-বিপরীত বিরোধিতা একটি বিশেষ সদর্থক ও একটি বিশেষ নঞর্থক যুক্তিবাক্যের মধ্যে অর্থাৎ I এবং O যুক্তিবাক্যের মধ্যে বর্তমান। যেমন-

I- কিছু মানুষ হয় শিক্ষিত।

O - কিছু মানুষ নয় শিক্ষিত।

এ দু'টি যুক্তিবাক্যের মধ্যে একই উদ্দেশ্য 'মানুষ' এবং একই বিধেয় 'শিক্ষিত' রয়েছে। এদের পরিমাণও এক। অর্থাৎ উভয়েই বিশেষ। কিন্তু যুক্তিবাক্য দু'টি গুণের দিক দিয়ে পৃথক। এদের একটি সদর্থক এবং অন্যটি নঞর্থক। সুতরাং এদের মধ্যকার বিরোধিতা হলো অধীন-বিপরীত বিরোধিতা।

যুক্তিবিধ্যার বিরোধিতা

বিভিন্নপ্রকার বিরোধিতার সংজ্ঞা ও উদাহরণ

এখানে উল্লেখ্য যে, বিরুদ্ধ বিরোধিতা একটি খাঁটি বিরোধিতা। কারণ এখানে দু'টি যুক্তিবাক্যের মধ্যে গুণ ও পরিমাণ উভয় দিক দিয়েই পার্থক্য থাকে। কাজেই যুক্তিবাক্য দু'টির যে-কোন একটি সত্য হলে অন্যটি মিথ্যা হয় এবং একটি মিথ্যা হলে অন্যটি সত্য হয়। দু'টি বাক্যই একসাথে সত্য বা একসাথে মিথ্যা হতে পারে না। কিন্তু অন্যান্য বিরোধিতাগুলো খাঁটি বিরোধিতা নয়, কেননা সেগুলোতে হয় শুধু গুণের দিক দিয়ে, না হয় শুধু পরিমাণের দিক দিয়ে পার্থক্য থাকে।

অসম বিরোধিতার ক্ষেত্রে সার্বিক যুক্তিবাক্যটি সত্য হলে বিশেষ যুক্তিবাক্যটিও সত্য হয়। কিন্তু বিশেষ যুক্তিবাক্যটি সত্য হলে সার্বিক যুক্তিবাক্যটি সত্য নাও হতে পারে। আবার বিশেষ যুক্তিবাক্যটি মিথ্যা হলে সার্বিক যুক্তিবাক্যটিও মিথ্যা হয়, কিন্তু সার্বিক যুক্তিবাক্যটি মিথ্যা হলে বিশেষ যুক্তিবাক্যটি মিথ্যা নাও হতে পারে।

বিপরীত বিরোধিতার ক্ষেত্রে একটি যুক্তিবাক্য সত্য হলে অন্যটি মিথ্যা হয়, কিন্তু একটি মিথ্যা হলে অন্যটি সত্য নাও হতে পারে।

যুক্তিবিধ্যার বিরোধিতা

অসম বিরোধিতা কি সত্যিকারের বিরোধিতা

অসম বিরোধিতা কি সত্যিকারের বিরোধিতা:

বিরোধিতা কথাটিকে সঠিক অর্থে বিবেচনা করলে বলতে হয়, যে দু'টি যুক্তিবাক্যের মধ্যে বিরোধিতা থাকে তাদের একটি সত্য হলে অপরটি মিথ্যা হয় এবং একটি মিথ্যা হলে অপরটি সত্য হয়। বিরোধপূর্ণ দু'টি যুক্তিবাক্যই একসাথে সত্য বা একসাথে মিথ্যা হতে পারে না। আমরা দেখেছি যে, অসম বিরোধিতা একটি সার্বিক যুক্তিবাক্যে ও তার অনুরূপ একটি বিশেষ যুক্তিবাক্যের মধ্যে বর্তমান। সার্বিক যুক্তিবাক্যের সত্যতা সাধারণত বিশেষ যুক্তিবাক্যের সত্যতাকে প্রতিপাদন করে। কাজেই দেখা যায় যে, অসম বিরোধিতার ক্ষেত্রে দু'টি যুক্তিবাক্যই একসাথে সত্য বলে প্রতিপন্ন হতে পারে। যেমন-

A- সকল মানুষ হয় মরণশীল।

I- কিছু মানুষ হয় মরণশীল।

এ দু'টি যুক্তিবাক্যই এক সাথে সত্য। এদিক দিয়ে বিবেচনা করলে অসম বিরোধিতাকে একটি সত্যিকারের বিরোধিতা বলে গ্রহণ করা যায় না।

যুক্তিবিধ্যার বিরোধিতা

অসম বিরোধিতা কি সত্যিকারের বিরোধিতা

কিন্তু যুক্তিবিদ্যায় বিরোধিতা কথাটিকে একটি বিশেষ অর্থে ব্যবহার করা হয়। দু'টি যুক্তিবাক্যের মধ্যে শুধু গুণের দিক দিয়ে অথবা শুধু পরিমাণের দিক দিয়ে অথবা গুণ ও পরিমাণ উভয় দিক দিয়েই পার্থক্য থাকলে তাদেরকে পরস্পর বিরোধী যুক্তিবাক্য বলে বিবেচনা করা হয়। অসম বিরোধিতার ক্ষেত্রে দু'টি যুক্তিবাক্যের মধ্যে শুধুমাত্র পরিমাণের দিক দিয়ে পার্থক্য বিদ্যমান। যেহেতু পরিমাণগত পার্থক্য যুক্তিবিদ্যায় পার্থক্য বলে বিবেচিত, সেহেতু অসম বিরোধিতাকে খাঁটি বিরোধিতা না হলেও এক প্রকারের বিরোধিতা বলে গ্রহণ করা যায়। তাছাড়া, অনেক ক্ষেত্রে অসম বিরোধিতার মধ্যে কিছুটা বিরোধিতার ভাব লক্ষ করা যায়। যেমন-

A- সকল মানুষ হয় ধনী।

I- কিছু মানুষ হয় ধনী।'

এ দু'টি যুক্তিবাক্যের প্রথমটি মিথ্যা কিন্তু পরেরটি সত্য। দু'টি যুক্তিবাক্যই একসাথে সত্য বা একসাথে মিথ্যা নয়। সুতরাং অসম বিরোধিতাকে বিরোধিতা বলে গ্রহণ করার পক্ষে কোন বাধা নেই। তবে এরূপ বিরোধিতা খাঁটি বিরোধিতা নয়।

যুক্তিবিধ্যার বিরোধিতা

বিরোধিতার বর্গক্ষেত্র

যুক্তিবাক্যের মধ্যকার বিভিন্ন বিরোধিতাকে সহজভাবে মনে রাখার জন্য যুক্তিবিদেরা বর্গক্ষেত্র অংকন করে যুক্তিবাক্যের বিরোধিতাকে প্রকাশ করেছেন। বিরোধিতার বর্গক্ষেত্র দুই প্রকারের। যথা-সাধারণ বর্গক্ষেত্র এবং এ্যারিস্টটলের বর্গক্ষেত্র।

যুক্তিবিধ্যার বিরোধিতা

বিরোধিতার বর্গক্ষেত্র

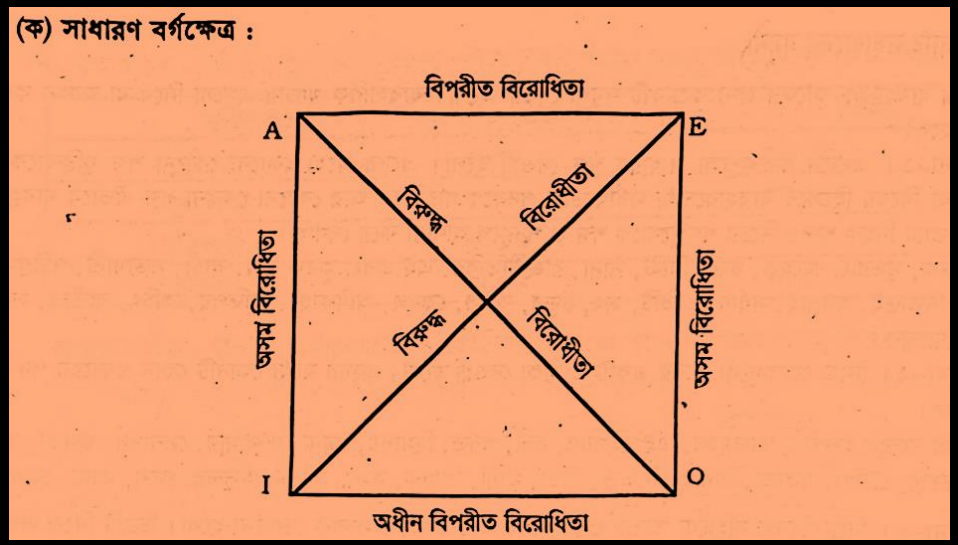

বিরোধিতার এ বর্গক্ষেত্রের মাধ্যমে প্রচলিত চার প্রকার বিরোধিতাকেই প্রকাশ করা হয়েছে। এতে বোঝা যায় যে, A এবং E যুক্তিবাক্যের মধ্যে বিপরীত বিরোধিতা, । এবং ০ যুক্তিবাক্যের মধ্যে অধীন-বিপরীত বিরোধিতা, A এবং। যুক্তিবাক্যের মধ্যে আর E এবং ০ যুক্তিবাক্যের মধ্যে অসম বিরোধিতা এবং A এবং ০ যুক্তিবাক্যের মধ্যে আর E এবং। যুক্তিবাক্যের মধ্যে বিরুদ্ধ বিরোধিতা বর্তমান। এ বর্গক্ষেত্র অনুসারে বিরুদ্ধ বিরোধিতা বর্গক্ষেত্রের কর্ণদ্বয়ে অবস্থিত এবং অপর তিন প্রকারের বিরোধিতা বর্গক্ষেত্রের বাহুতে অবস্থিত।

যুক্তিবিধ্যার বিরোধিতা

বিরোধিতার বর্গক্ষেত্র

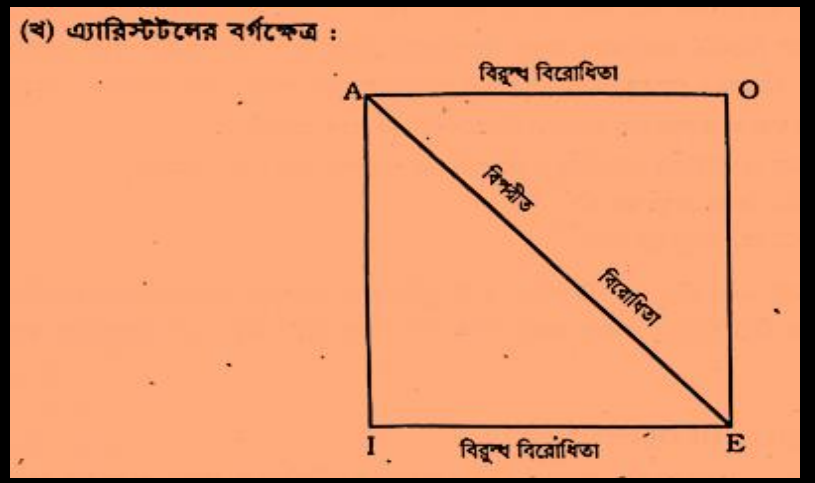

বিরোধিতার এ বর্গক্ষেত্রে অসম বিরোধিতা এবং অধীন-বিপরীত বিরোধিতা অনুপস্থিত। কারণ এ্যারিস্টটল শুধুমাত্র বিপরীত বিরোধিতা ও বিরুদ্ধ বিরোধিতা স্বীকার করেছেন। এতে বিপরীত বিরোধিতা বর্গক্ষেত্রের একটি কর্ণে অবস্থিত এবং বিরুদ্ধ বিরোধিতা দু'টি বাহুতে অবস্থিত।

যুক্তিবিধ্যার বিরোধিতা

সমস্যা সমাধানের নমুনা

নিম্নে ব্যবহারিক কাজের জন্য কয়েকটি নমুনা দেওয়া হলো। ব্যবহারিক খাতায় এগুলো লিখে বা অঙ্কন করে দেখাতে হবে।

নমুনা-১। এখানে কতকগুলো সাধারণ শব্দ দেওয়া হলো। এদের মধ্যে কোনো কোনো শব্দ যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য বা বিধেয় হিসেবে ব্যবহারযোগ্য অর্থাৎ তারা পদরূপে পরিচিত। আর কোনো কোনো শব্দ ঐভাবে ব্যবহৃত

হয় না। তারা নিছক শব্দ। নিচের শব্দগুলোকে শব্দ ও পদরূপে আলাদা করে দেখাও। শিক্ষক, সুতরাং, যেহেতু, ছাত্র, মিষ্টি, সাদা, রাজনীতিবিদ, এই এবং, কৃষক, হায়, আহা, সত্যবাদী, পরিশ্রমী, মেধাবী, নিতান্তই, অবশ্যই, সর্বদা, প্রতিটি, সৎ, চতুর, অলস, কেবল, অধিকাংশ, কতিপয়, কচিৎ, ব্যতীত, সরল

চঞ্চল, মারাত্মক।

নমুনা-২। নিম্নে কতকগুলো পদের একটি তালিকা দেওয়া হলো। এদের মধ্যে কোনটি কোন প্রকারের পদ তা সনাক্ত কর।

যুক্তিবিধ্যার বিরোধিতা

সমস্যা সমাধানের নমুনা

কাজী নজরুল ইসলাম, তাজমহল, এই বইখানা, নদী, পর্বত, হিমালয়, যমুনা, গ্রন্থাগার, সেনাদল, জনতা, বই, খাতা, চেয়ার, টেবিল, সত্যতা, সাদাত্ব, মিষ্টত্ব, পিতা, স্বামী, শিক্ষক, অসৎ, অসুখী, অসুন্দর, অন্ধ, কালা, বোবা।

নমুনা-৩। নিম্নে চিত্রের সাহায্যে পদের ব্যক্ত্যর্থ ও জাত্যর্থের মধ্যে সম্পর্ক দেখানো হলো। চিত্রটি নিজে অঙ্কন করে দেখাও।

যুক্তিবিধ্যার বিরোধিতা

সমস্যা সমাধানের নমুনা

ব্যক্ত্যর্থের দিক থেকে বিচার করলে সভ্য মানুষের পরিধি সবচেয়ে ছোট, মানুষের পরিধি তারচেয়ে বড় এবং 'জীবের পরিধি সবচেয়ে বড়।

যুক্তিবিধ্যার বিরোধিতা

সমস্যা সমাধানের নমুনা

জাত্যর্থের দিক বিচার করলে জীবের পরিধি সবচেয়ে ছোট, মানুষের পরিধি তারচেয়ে বড় এবং সভ্য মানুষের পরিধি সবচেয়ে বড়।

সুতরাং দেখা যায় যে, পদের ব্যর্থ ও জাত্যর্থ বিপরীতক্রমে হ্রাস-বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ এদের একটি বৃদ্ধি পেলে অপরটি হ্রাস পায় এবং একটি হ্রাস পেরে অপরটি বৃদ্ধি পায়।

যুক্তিবিধ্যার বিরোধিতা

সমস্যা সমাধানের নমুনা

নমুনা-৪। নিম্নে ছক, চিত্র ও সূত্রের মাধ্যমে যুক্তিবাক্যে পদের ব্যাপ্ততার বিষয়টি দেখানো হলো। এগুলো অঙ্কন করার চেষ্টা কর।

ব্যাপ্ততার ছক: বিভিন্ন যুক্তিবাক্যে পদের ব্যাপ্ততার দিকটি নিম্নের ছকের মারধ্যমে একনজরে দেখা যায়ঃ

যুক্তিবাক্য	উদ্দেশ্য	বিধেয়
A যুক্তিবাক্য	ব্যাপ্ত	অব্যাপ্ত
E যুক্তিবাক্য	ব্যাপ্ত	ব্যাপ্ত
I যুক্তিবাক্য	অব্যাপ্ত	অব্যাপ্ত
O যুক্তিবাক্য	অব্যাপ্ত	ব্যাপ্ত

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

যুক্তিবিদ্যা ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৩ – যুক্তির উপাদান

টপিক – ১২ বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

০১. পরিমাণগত দিক থেকে যুক্তিবাক্য কত প্রকার?
ক) দুই প্রকার খ) তিন প্রকার
গ) চার প্রকার ঘ)পাঁচ প্রকার
০২. 'ছাত্র-শিক্ষক' কোন ধরনের পদ?
ক) নিরপেক্ষ পদ খ) সাপেক্ষ পদ
গ) নঞর্থক পদ ঘ) ব্যহতার্থক পদ
০৩. নিচের কোনটি বস্তুবাচক পদ?
ক) শিক্ষক খ) মাতা
গ) পিতা ঘ) কলম
০৪. সমষ্টিবাচক পদ কোনটি?
ক) পাঠাগার/ গ্রন্থাগার খ) সভ্যতা
গ) মানুষ ঘ) শিক্ষক
০৫. শিক্ষক, পিতা, প্রজা শব্দগুলো কোন ধরনের পদ?
ক) নিরপেক্ষ খ) খসাপেক্ষ
গ) নির্দিষ্ট ঘ) অনির্দিষ্ট

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

০৬. একটি যুক্তিবাক্যের অপরিহার্য অংশ কয়টি?

ক)২ খ) ৩

গ) ৪ ঘ) ৫

০৭. যে সকল শব্দ কোনোভাবেই কোনো যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য বা বিধেয়রূপে ব্যবহৃত হতে পারে না তাকে কী বলে ?

ক) পদযোগ্য শব্দ খ) সহপদযোগ্য শব্দ

গ) পদনিরপেক্ষ শব্দ ঘ) বিবরণিক শব্দ

০৮. যুক্তিবিদ্যায় 'A' বাক্য বলতে কোন ধরনের বাক্যকে বোঝায় ?

ক) বিশেষ সদর্থক বাক্য খ) বিশেষ নঞর্থক বাক্য

গ) সার্বিক নঞর্থক বাক্য ঘ) সার্বিক সদর্থক বাক্য

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

০৯. দুটি ধারণার মধ্যে একটি সম্পর্কের মানসিক স্বীকৃতিকে কী বলে?

ক) শব্দ
খ) অনুমান
গ) অবধারণ
ঘ) যুক্তিবাক্য

১০. গুণ ও পরিমাণের যুক্ত ভিত্তিতে যুক্তিবাক্য কয় প্রকার?

ক)২
খ) ৩
গ) ৪
ঘ) ৫

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

যুক্তিবিদ্যা ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০১ – যুক্তির উপাদান

টপিক – ১৩ সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

১। দৃষ্টান্ত- ১: হায় হায়!
দৃষ্টান্ত- ২: মানুষ, মরণশীল
দৃষ্টান্ত- ৩: পিতা, ছাত্র
(ক) Terminus শব্দটির অর্থ কী?
(খ) সব শব্দই পদ নয় কেন?
(গ) দৃষ্টান্ত-১ কোন শব্দকে নির্দেশ করে?
(ঘ) দৃষ্টান্ত- ২ ও দৃষ্টান্ত-৩ এর পদগুলো তোমার পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ কর।

সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

২।দৃষ্টান্ত- ১:কালো, কাক, কৃষক
দৃষ্টান্ত-২:কিছু, খুব, প্রত্যেক
দৃষ্টান্ত-৩:বাহ! বাহ!, আহ!, সাবাস!
(ক)পদ কী?
(খ) সকল শব্দ পদ নয় কেন?
(গ) দৃষ্টান্ত-২ এ নির্দেশিত শব্দগুলো কোন প্রকৃতির? ব্যাখ্যা কর।
(ঘ)দৃষ্টান্ত-১ ও দৃষ্টান্ত-৩ এ নির্দেশিত শব্দগুলোর মধ্যে পার্থক্য আলোচনা কর।

সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

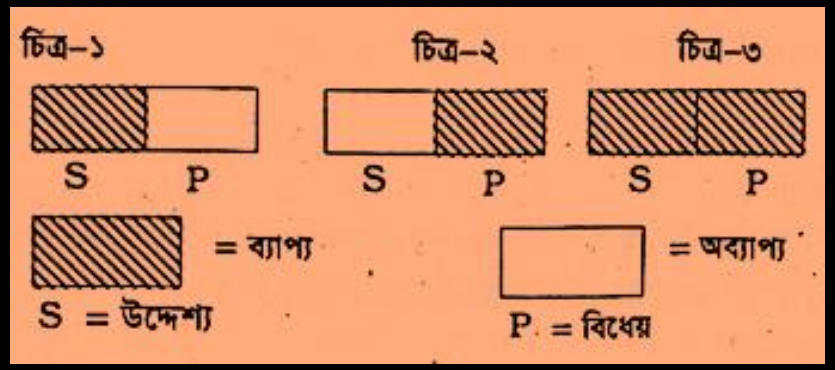

৩।(ক) সরল পদ কী?

(খ) সকল শব্দ পদ নয় কেন? বর্ণনা কর।

(গ) চিত্র-১ এ কোন ধরনের যুক্তিবাক্যের নির্দেশ করে? ব্যাপ্যতার আলোকে ব্যাখ্যা কর।

(ঘ) চিত্র-২ এবং চিত্র-৩ এ যে যে যুক্তিবাক্য পাই, তাদের ব্যাপ্যতার নিয়মে তুলনামূলক বিশ্লেষণ কর।

THANK YOU